মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

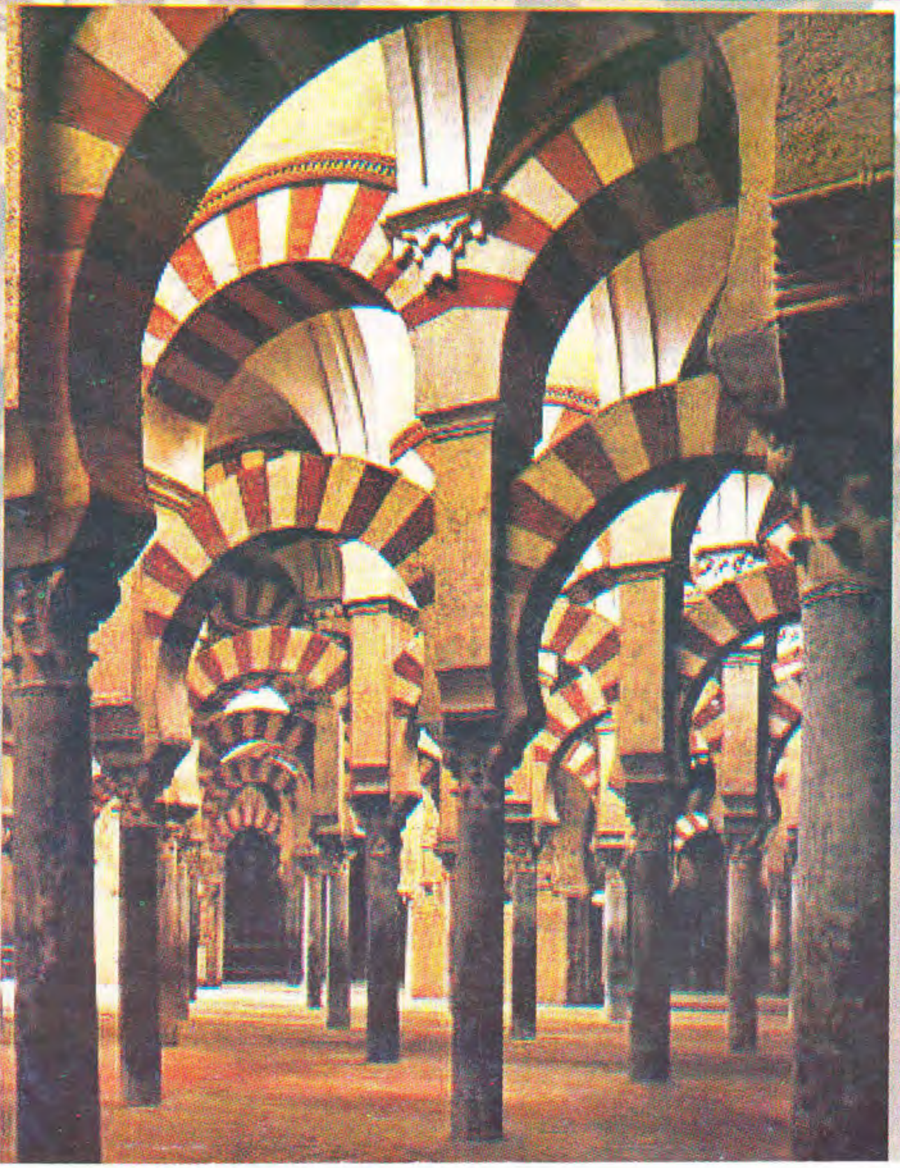

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد:١١، جمادى الثانية و رجب ١٤٢٤هـ/اغسطس ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ স্পেনের ঐতিহাসিক কর্ডোভা জামে মসজিদের ভিতরের দৃশ্য। দীর্ঘ ৮শ' বছর মুসলিম শাসনের পর খ্রীষ্টান শাসনামলে স্পেনের মাটি থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলা হ'লেও কেবলমাত্র আল-হামরা প্রাসাদ ও কর্ডোভার এই ঐতিহাসিক মসজিদটির সৌন্দর্য্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ৫শ' বছর পর গত ১০ জুলাই স্পেনের মসজিদে পুনরায় ছালাত শুরু হয়।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
জুমাঃ ছানিয়া -রজব	১৪২৪ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪১০ বাং
আগষ্ট	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ০২
- দরসে হাদীছঃ
  - হাদীছের প্রামাণিকতা — ০৩
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- প্রবন্ধঃ
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব *(২য় কিস্তি)* — ০৮
    - অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - পলাশীঃ স্বাধীনতা হারানোর এক বেদনাময় স্মারক — ১৩
    - মোহাম্মাদ আব্দুল গফুর
  - সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রুসেডঃ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ — ১৬
    - ডাঃ ফারুক বিন আবদুল্লাহ
  - স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাযার টাকার ঋণ ও অনুদান! — ২১
    - হারুনুর রশীদ
  - আল্লাহর পথে ব্যয়ঃ একটি পর্যালোচনা — ২৩
    - মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
- চিকিৎসা জগৎঃ — ২৯
  - বর্ষায় নাক, কান ও গলার অসুখ
  - দন্তক্ষয় রোধে চা
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ — ৩০
  - সিদ্ধান্ত *-মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম*
- কবিতা — ৩১
- সোনামণিদের পাতা — ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ — ৩৫
- মুসলিম জাহান — ৪০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪২
- জনমত কলাম — ৪৩
- সংগঠন সংবাদ — ৪৫
- প্রশ্নোত্তর — ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ

আল্লাহ বলেন, 'সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ পয়গাম্বরগণকে পাঠালেন (জান্নাতের) সুসংবাদ দাতা ও (জাহান্নামের) ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে প্রেরণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে তাঁরা মানুষের মধ্যে বিবাদীয় বিষয় সমূহের মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি। কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও পারস্পরিক যিদ বশতঃ মতভেদ তারাই করেছিল, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারগণকে হেদায়াত দান করেন সেই সত্য বিষয়ে, যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন' (বাক্বারাহ ২১৩)।

উপরোক্ত আয়াতে মানব জাতির ঐক্য, তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতভেদের কারণ, অতঃপর ঐক্যের পথ, সবকিছু বলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে বিশ্বমানবতার ঐক্য এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সেবিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে বাংলাদেশের জনগণকে একটি বিষয়ে একমত হ'তে হবে যে, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করেন কি-না। যদি আল্লাহকে স্বীকারকারীর সংখ্যা বেশী হয়, তবে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানেন, না সবকিছুর পরিচালক ও বিধানদাতা হিসাবে মানেন। যদি দ্বিতীয় মতের লোকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহ'লে তাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, আল্লাহ্‌র বিধান কি কেবল তাদের ব্যক্তি জীবনের জন্য না সার্বিক জীবনের জন্য। এগুলি সবই মৌলিক প্রশ্ন। প্রয়োজনে এর উপরে জনমত যাচাই করা যেতে পারে। আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু নাস্তিক বাদে সকল নাগরিকই আল্লাহতে বিশ্বাসী। এদেশের সকল মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে বিধানদাতা হিসাবে, সবকিছুর ধারক ও পরিচালক হিসাবে, জীবন ও মৃত্যুদাতা হিসাবে বিশ্বাস করেন। গোল বাধবে একখানে গিয়ে। সেটি হ'ল এই যে, বিদেশী বস্তুবাদী মতবাদ সমূহের খপ্পরে পড়ে কিছু দুনিয়াপূজারী লোক তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে আল্লাহ্‌র বিধিবিধান সমূহকে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের বিস্তৃত ময়দান থেকে হটিয়ে কেবল গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখতে চাইবেন। তারা ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিগত ইবাদতে আল্লাহ্‌র বিধান মানতে রাযী হবেন, কিন্তু সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করতে রাযী হবেন না। এক্ষণে এদের সাথে অন্যদের ঐক্যের পথ কি? বাহ্যতঃ ঐক্যের কোন পথ নেই। আমরা মনে করি যে, এর পরেও ঐক্যের পথ আছে। যেমন (১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল ও নেতৃবৃন্দকে যদি বুঝানো যায় যে, আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাদের দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী রয়েছে, তাহ'লে ঐ লোকগুলি দুনিয়াবী স্বার্থেই আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নিবে। কেননা ওদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে 'দুনিয়া' হাছিল করা। যেমন, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, চুরি-ডাকাতি-সন্ত্রাস ইত্যাদির দুনিয়াবী অপকারিতা বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ্‌র বিধানের স্থায়ী কল্যাণকারিতা এবং মৃত্যু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের মর্মান্তিক আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আশা করি এতেই তাদের অধিকাংশের হিতজ্ঞান ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া চিরন্তন ও সার্বজনীন বিধান সমূহ তারা মেনে নিবেন। যদি বলেন, নেতাদের হেদায়াত হওয়া সুদূর পরাহত। তাহ'লে বর্তমানের আধুনিক মিডিয়া ব্যবহার করে সহজে জনমত যাচাই করে নিতে হবে। আশা করি অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান মেনে নেওয়ার পক্ষে রায় দিবেন। তখন ঐসব দুনিয়াদার নেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের সামনে মাথা নত করবেন। অথবা নেতৃত্ব থেকে তাদের হটে যেতে হবে। আমরা মনে করি পৃথিবীতে এমন কোন জ্ঞানী মানুষ নেই, যিনি উপরোক্ত অন্যায় কর্ম সমূহকে ন্যায়কার্য মনে করেন। এভাবে অন্ততঃ সামাজিক শৃংখলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও দলমতের লোকদের মধ্যে ঐক্যমত সৃষ্টি হবে। যেভাবে মদীনাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদী, নাছারা, পৌত্তলিক সকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাদের নেতা হিসাবে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত এলাহী বিধান অনুযায়ী তাদের সামাজিক বিষয় সমূহ পরিচালনার ব্যাপারে একমত হয়ে ঐতিহাসিক 'মদীনার সনদ' সম্পাদন করেছিল। যদি দেড় হাযার বৎসর পূর্বে ইহুদী-নাছারা ও পৌত্তলিকগণ স্ব স্ব ধর্ম পরিত্যাগ না করেও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বিধান সমূহ কবুল করে নিতে পারে, তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান নেতৃবৃন্দ সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে কেন তা মেনে নিতে পারবেন না?

বাকী রইল ইসলামী নেতাদের মাঝে ঐক্য। এটি খুবই সহজ, আবার খুবই কঠিন বিষয়। সহজ এজন্য যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামের নামে সহজেই এক প্লাটফরমে আসতে পারেন ও যেকোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে এটা খুবই কঠিন ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কতগুলি কারণে যেমনঃ (১) এঁরা ধর্মীয় ভাবে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত (২) বাংলাদেশে অধিকাংশ মুসলমান 'হানাফী' মাযহাবের হ'লেও তাদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরে বিস্তর ধর্মীয় মতভেদ। ১৯৮১ সালের সরকারী শুমারী মোতাবেক এদেশে রয়েছে ২,৯৮,০০০ পীর। নিঃসন্দেহে এক পীরের সঙ্গে আরেক পীরের মিল নেই। মিল নেই একে অপরের মুরীদদের সাথেও। এদের বাইরে রয়েছে মাওলানা মওদূদী-র অনুসারী 'জামায়াতে ইসলামী' ও মাওলানা ইলিয়াস দেউবন্দীর অনুসারী 'তাবলীগ জামা'আত'। এদের পরস্পরে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এক্ষণে এদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলি আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। যেমন (১) ১৪ কোটি নাগরিকের মধ্যে অন্যদের বাদ দিয়ে যদি এদেশে ১২ কোটি মুসলমানের বাস হয়, তবে তার মধ্যে অন্যূন ২ কোটি 'আহলেহাদীছ' বাদ দিলে ১০ কোটি 'হানাফী' মুসলমান বসবাস করেন। পাকিস্তানের শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্বের বিপরীতে বাংলাদেশের একটি প্লাস পয়েন্ট এই যে, এখানে শী'আ মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগন্য, একেবারে হাতে গনা বললেও চলে। ফলে এখানকার সকল মুসলমান 'সুন্নী'। এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হিসাব মত খুবই সহজ হওয়ার কথা। এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে। হানাফী ভাইগণ যে ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, সেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল এই যে, 'যখন তোমরা কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো যে, সেটাই আমার মাযহাব'। আহলেহাদীছগণের দাবীও সেটাই। অতএব এক্ষেত্রে হানাফী আহলেহাদীছ সকলে এক প্লাটফরমে আসতে পারেন। এরপরেও ব্যাখ্যাগত মতভেদ যদি থাকে এবং সেটা যদি ছহীহ হাদীছকে অগ্রাহ্য করার পর্যায়ে না যায়, তবে সেক্ষেত্রে স্ব স্ব আমল পৃথক রেখেই পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। (২) যদি সকলে স্ব স্ব দলীয় প্যাড ও ব্যানার অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তবুও পারস্পরিক ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্লাটফরম সৃষ্টি করা খুবই সহজ। আমরা মনে করি বাংলাদেশে এটা এখন একান্তই সময়ের দাবী। জনগণের প্রাণের দাবীও এটা।

উপরোক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যরূরী বিষয়গুলি হ'লঃ (১) পারস্পরিক গীবত-তোহমত ও অশালীন বক্তব্য সমূহ পরিহার করা। বিশেষ করে লিখিতভাবে বই ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থায়ী গীবত বর্জন করা। কেননা এগুলির গোনাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এবং গীবতকারী ব্যক্তির ও ব্যক্তিসমষ্টির আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হবে (২) নিজ মতের উপরে এবং অনৈক্যের উপরে টিকে থাকার জন্য যিদ না করা (৩) বিভিন্ন দলের মধ্যে উপদল সৃষ্টির মাধ্যমে ভাঙন সৃষ্টি রোধের জন্য প্রার্থিতা ও ক্যানভাসিং-এর বর্তমান ভোট পদ্ধতির বাইরে সর্বাধুনিক স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে জনমত যাচাই করে একক দলীয় নেতা বা 'আমীর' নির্বাচন করা ও শূরা পদ্ধতির মাধ্যমে দল পরিচালনা করা (৪) দুনিয়াবী স্বার্থের উপরে দ্বীনী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া (৫) সর্বোপরি মুসলিম ঐক্য ও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এখলাছে নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা এবং উক্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা। আমরা মনে করি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে দেশে একটি ব্যাপকভিত্তিক Consensus বা 'জাতীয় ঐক্যমত' সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

করুন- আমীন। নিম্নে 'হাদীছ'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হ'লঃ-

হাদীছ-এর গুরুত্বঃ

১. 'হাদীছ' সরাসরি আল্লাহ্র 'অহি'। কুরআন প্রকাশ্য 'অহি' ও হাদীছ অপ্রকাশ্য 'অহি'। কুরআন 'অহিয়ে মাত্লু' যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ গায়ের মাত্লু, যা তেলাওয়াত করা হয় না। যেমন (ক) আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوْحَى- 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তাঁর নিকটে 'অহি' হিসাবে প্রেরণ করা হয়' *(নাজ্ম ৩-৪)*। (খ) তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا- 'আল্লাহ আপনার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম' *(নিসা ১১৩)*। (গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلاَ إِنِّىْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু'...।[২] (ঘ) আবু উমামা বলেন, ইহুদীদের জনৈক আলেম একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূল চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর জিব্রীল এসে বললেন, আজ আমি আল্লাহ্র এত নিকটে পৌঁছেছিলাম, যেখানে ইতিপূর্বে কখনো পৌঁছতে পারিনি। সেটি হ'ল আমি তাঁর নূরের ৭০ হাযার পর্দার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَ خَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا 'সর্বনিকৃষ্ট স্থান হ'ল বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হ'ল মসজিদ'।[৩]

২. হাদীছ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ- 'আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহ্ল ৪৪)*।

৩. হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- 'তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয় সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তারা তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ পোষণ না করবে এবং অবনতচিত্তে তা গ্রহণ না করবে' *(নিসা ৬৫)*।

৪. হাদীছের বিরোধিতা করার কোন এখতিয়ার মুমিনের নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا- 'কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে (ভিন্নমত পোষণের) কোনরূপ এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে পতিত হ'ল' *(আহযাব ৩৬)*।

৫. হাদীছ মেনে নেওয়া উম্মতের উপরে অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا- 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

৬. হাদীছ অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আলে ইমরান ৩১)*।

৭. ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছকে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' হিসাবেই বিশ্বাস করতেন। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকটে আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিখাবেন যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও সেখানে আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে

---

২. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৩।*
৩. *আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাকেম, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৭৪১ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন'।[৪]

এখানে তিনটি বিষয় সাব্যস্ত হয় (১) রাসূলের যামানায় পুরুষ ও নারী সকলে হাদীছ শিক্ষাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন (২) পুরুষের ন্যায় মহিলাগণও রাসূলের নিকটে হাদীছ শিখতে আসতেন (৩) হাদীছকে তাঁরা সবাই আল্লাহ্র সরাসরি ইল্ম তথা 'অহি' হিসাবে বিশ্বাস করতেন।

৮. বিবাদীয় বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ্র দিকেই ফিরে যেতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তাহ'লে তোমরা বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। সেটাই হবে উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে সুন্দরতম' *(নিসা ৫৯)*।

৯. হাদীছের বিরোধিতা করা কুফরী। যেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ- 'আপনি বলে দিন যে, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের। যদি তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহ'লে (তারা জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ কখনোই কাফেরদের ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩২)*।

১০. রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীছের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যূন ৪০ জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

১১. হাদীছের অনুসরণের মধ্যেই আল্লাহ্র আনুগত্য নিহিত। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*।

১২. হাদীছের বিরোধিতা করলে ফিৎনায় পড়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালীন জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব' *(নূর ৬৩)*।

১৩. হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে না নেওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ- وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ- 'তারা বলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি ও তাঁর আনুগত্য করি। অতঃপর তাদের মধ্যকার একদল লোক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তারা মুমিন নয়। অনুরূপভাবে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়ছালার দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাদের মধ্যকার একদল লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়' *(নূর ৪৭-৪৮)*। 'অথচ মুমিনদের কথা এরূপ হওয়া উচিত যে, যখন তাদেরকে ফায়ছালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হবে তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(নূর ৫১)*।

(খ) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا- 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা এসো ঐ সত্যের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং (এসো) রাসূলের দিকে, তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বা তোমার নিকটে আসা থেকে লোকদের পথ রুদ্ধ করে দেবে' *(নিসা ৬১)*।

১৪. হাদীছের উপরে বিশ্বাস রাখা ও না রাখাই হ'ল মুমিন ও কাফিরের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন লোকদের মধ্যে পার্থক্যকারী'।[৫]

১৫. হাদীছ অমান্য করলে জাহান্নামী হ'তে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى- 'আমার প্রত্যেক উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল তারা ব্যতীত, যারা অসম্মত হবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল 'অসম্মত কারা'? তিনি বললেন, যারা

৪. *বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩, ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১৬৬১ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের জন্য রোদন' অনুচ্ছেদ।*

৫. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

আমার আনুগত্য করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার অবাধ্যতা করবে, তারাই হ'ল অসম্মত'।[৬]

১৬. হারাম ও হালালের বিধান প্রদানে হাদীছের স্থান কুরআনের ন্যায়। বরং তার চেয়ে বেশী। যেমন গৃহপালিত গাধা, দন্ত-নখরওয়ালা হিংস্র পশু ও পক্ষী কুরআনে হারাম করা হয়নি, অথচ হাদীছে হারাম করা হয়েছে।[৭] কুরআনে সকল মৃত এবং রক্তকে হারাম করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ১৭৩)*। অথচ হাদীছে দু'প্রকার মৃত অর্থাৎ মাছ ও টিড্ডি[৮] এবং দু'প্রকার রক্ত অর্থাৎ কলিজা ও প্লীহাকে হালাল করা হয়েছে।[৯]

১৭. হাদীছ কেবল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী নয়, বরং অনেক সময় কুরআনই হাদীছের প্রত্যয়নকারী।

যেমন (ক) হিজরতের পূর্বে মক্কায় ১২ নববী বর্ষে সংঘটিত মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হয় এবং জিব্রীল এসে রাসূলকে ওযূ ও ছালাতের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেন এবং তখন থেকেই ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত ওযূ সহ ছালাত আদায় করতে থাকেন। অথচ ওযূর ফরয পদ্ধতি সম্পর্কে সূরা মায়েদাহ্র ৬ নং আয়াত নাযিল হয় মি'রাজের ঘটনার ৮ বছর পরে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদীনায়। (খ) অনুরূপভাবে ইহুদীদের শনিবার ও নাছারাদের রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনার দিনের বিপরীতে ছাহাবায়ে কেরাম মদীনায় আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে শুক্রবার জুম'আর ছালাত আদায় শুরু করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরত করে এলে জুম'আ ফরয হওয়ার আয়াত সম্বলিত সূরা জুম'আ নাযিল হয়'।[১০]

তবে যেহেতু হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারের সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ কুরআনের ন্যায় 'মুতাওয়াতির' বা অবিরত ধারায় বর্ণিত ও সকলের নিকটে একই সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি, সেকারণ বিদ্বানগণ হাদীছকে কুরআনের পরে দ্বিতীয় স্তরে রেখেছেন। তবে কুরআনের সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও মৌলিক বিধান সমূহের বিপরীতে বিস্তারিত, সুস্পষ্ট এবং মৌলিক ও বিস্তৃত বিধানাবলী সম্বলিত হাদীছ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা মুমিন জীবনে সর্বাধিক। যা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী জীবন যাপন করা মুমিনের জন্য আদৌ সম্ভবপর নয়।

১৮. হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত মুমিনের সকল নেক আমল নিষ্ফল হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*।

১৯. আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে হাদীছ হ'ল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

যেমন (১) কবর আযাব, ঈসার উত্তোলন ও ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে অবতরণ, মাহদীর আগমন, দাজ্জালের আবির্ভাব প্রভৃতি আক্বীদাগত বিষয় (২) ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের নিয়ম-কানূন ইত্যাদি ইবাদতগত বিষয় (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য সহ অর্থনৈতিক হালাল-হারামের বিধান সমূহ, স্ত্রীর সাথে তার খালা-ফুপুকে বিবাহ না করা, রক্ত সম্পর্কীয়দের ন্যায় দুধ মাতা সম্পর্কীয়দের সাথে বিবাহের নিষিদ্ধতা সহ বিবাহ ও তালাক্বের বিস্তারিত নিয়ম ও বিধান সমূহ, পৌত্রের সম্পত্তিতে দাদীর উত্তরাধিকার, সামাজিক জীবনে আমীরের আনুগত্য, বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারের শাস্তির পার্থক্য, মদ্যপান, অঙ্গকর্তন ও ক্ষতিকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিবিধান সহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিধি-বিধান কেবলমাত্র হাদীছের মাধ্যমেই আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। সেকারণ হাদীছের অনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ কল্পনা করা অসম্ভব।

অধঃপতনের কারণঃ

মুসলিম উম্মাহ্র অধঃপতনের বহুবিধ কারণের মধ্যে সবচাইতে বড় কারণ হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। কুরআন ও হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ ও এতদুভয়ের প্রকাশ্য ও সরলার্থের উপরে আমল ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে লোকেরা ক্রমে দলপূজা ও ব্যক্তি পূজায় লিপ্ত হয়। আর এগুলি শুরু হয় মূলতঃ রাজনৈতিক ও দুনিয়াবী স্বার্থকে কেন্দ্র করে। আবুবকর (রাঃ)-এর আড়াই বছরের খেলাফতকাল ব্যয়িত হয় মূলতঃ ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজে তথা মুরতাদদের ঢল ঠেকানো, যাকাত অস্বীকারকারীদের ও ভণ্ডনবীদের ফেৎনা, বিদেশী বৈরী শক্তির হামলা মুকাবিলা করা ইত্যাদি কাজে। ওমর (রাঃ)-এর ১০ বছরের খেলাফতকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মুসলিম শক্তির বিজয়াভিযান এগিয়ে চলে বাধাহীন গতিতে। মুসলমানদের জীবনযাত্রায় স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। ওছমান (রাঃ)-এর ১২ বছরের খেলাফত কালের প্রথমার্ধে ব্যাপী এই অভিযান অব্যাহত থাকে ও মুসলিম শক্তি তৎকালীন পৃথিবীতে একক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু এরি মধ্যে কিছু বিলাসী লোক দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে ঐসব দুনিয়াদার লোকদেরকে খেলাফতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয়। যার পরিণতিতে তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) ও

৬. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩।
৭. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৩; মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০৫, ৪১০৬।
৮. এক প্রকার ছোট মরুপক্ষী, যা সচরাচর আরবরা শিকার করে খেত।
৯. আহমাদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪১৩২ শিকার ও যবহ অধ্যায়, 'যে সব খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ।
১০. তাফসীর কুরতুবী ১৮/৯৮।

পরে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) নিহত হন। চরমপন্থী খারেজীরা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে এবং মিক্বদাদ, সালমান ফারেসী ও আবু যার গেফারীসহ হাতে গণা কয়েকজন ব্যতীত সকল ছাহাবীকে এবং আরেক চরমপন্থী দল শী'আরা আলী (রাঃ) ও তাঁর সমর্থকগণ ব্যতীত সকল ছাহাবীকে কাফের বলতে থাকে। এইভাবে নেতৃস্থানীয় ছাহাবীগণকে 'কাফের' বলার কারণে উম্মাতের মধ্যে তাঁদের বিশাল ভাবমূর্তি ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়। যে কেউ তাঁদের সমালোচনায় সাহসী হয়ে ওঠে। ফলে মুসলিম ঐক্য হুমকির মুখে পড়ে যায়। মাদীনা ও দামেস্ক এবং পরে কূফা ও দামেস্ক রাজনৈতিক বিভক্তির দুই কেন্দ্রে পরিণত হয়। অতঃপর আব্বাসীয় আমলে বাগদাদে একক রাজধানী স্থাপিত হয়।

উপরোক্ত রাজনৈতিক বিভক্তির কারণে মসজিদ, মাদরাসা সর্বত্র আক্বীদাগত বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বছরার মা'বাদ জুহনী (মৃঃ ৮০ হিঃ) তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। জাহম বিন ছাফওয়ান সমরকন্দী (নিহতঃ ১২৮ হিঃ) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করে। ওয়াছিল বিন 'আত্বা (৮০-১৩১ হিঃ) বছরায় মু'তাযিলা মতবাদের জন্ম দেয়। তারা যুক্তির আলোকে ছহীহ হাদীছ সমূহকে যাচাই শুরু করে এবং তাদের জ্ঞান মত না হ'লে তাকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে থাকে অথবা নিজেদের 'রায়' মত করে নেওয়ার জন্য অকাট্য ছহীহ হাদীছ সমূহের তাভীল ও দূরতম ব্যাখ্যা শুরু করে।

মোটকথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মূল বাহক ও প্রচারক মহামান্য ছাহাবীগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ফলে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ সমূহের গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে কুচক্রীরা মেতে ওঠে। ইহুদী-খৃষ্টান থেকে ধর্মান্তরিত নও-মুসলিম লোকেরাই মূলতঃ এই চক্রান্তে নেতৃত্ব দেয়, যাতে ইসলামের দুই প্রধান স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হাদীছ শাস্ত্রকে বাতিল প্রমাণ করা যায়। আর হাদীছ শাস্ত্রকে বাতিল কিংবা অগ্রহণযোগ্য কিংবা সন্দেহযুক্ত প্রমাণ করতে পারলেই কুচক্রীদের উদ্দেশ্য সফল হবে। কেননা হাদীছের স্তম্ভের উপরেই ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছাহাবীগণের ভূমিকাঃ

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের শিষ্য তাবেঈনে এযাম সর্বদা হাদীছের পাহারাদার হিসাবে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ভূমিকা পালন করে গেছেন। হাদীছের নামে মিথ্যা বর্ণনা, হাদীছের অপব্যাখ্যা, দূরতম ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে তাঁরা ছিলেন বহু যোজন দূরে। এসব বিষয় ছিল তাঁদের স্বপ্নেরও বাইরে। এ কারণে তাঁরা জনগণের মধ্যে 'আহলুল হাদীছ' 'আহলুস সুন্নাহ' ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাদের বিরোধীরা 'আহলুল বিদ'আ' তথা বিদ'আতী নামে অভিহিত হতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে ছাহাবীগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হ'লেও তাঁদের মধ্যে আক্বীদাগত কোন বিভক্তি দেখা দেয়নি। তাঁরা পরস্পরকে 'কাফির' বলেননি বা কারুর রক্ত হালাল বলেননি। তাঁদের মধ্যে যা কিছু বিরোধ ছিল, তা ছিল স্রেফ ইজতিহাদী মতবিরোধ। যাঁর ইজতিহাদ সঠিক ছিল, তিনি দ্বিগুণ ছওয়াব পাবেন এবং যাঁর ইজতিহাদ বেঠিক ছিল, তিনি একগুণ ছওয়াব পাবেন।

বছরায় থাকাকালীন সময়ে একদা ছাহাবী ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক এসে বললঃ হে আবু নাজীদ! আপনি আমাদেরকে কুরআন শুনান। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) তখন লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা কি ছালাত আদায় করো না? তোমরা কি যাকাত আদায় করো না? তাহ'লে তা কার দেওয়া পদ্ধতিতে আদায় করো? লোকটি বললঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললঃ أَحْيَيْتَنِيْ أَحْيَاكَ اللهُ 'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!' তবে এই ধরনের প্রশ্ন তৎকালীন মুসলিম সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেনি। বরং ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল। বরং বলা চলে যে, ইরাকেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল। সেকারণ বছরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেঈ বিদ্বান আইয়ূব সাখতিয়ানী (৬৮-১৩১ হিঃ) নিজ দেশের লোকদের চূড়ান্তভাবে বলে দেন যে, إذا حدّثتَ الرجل بالسنةِ فقال: دعنا من هذا و حدّثنا من القرآنِ فاعلمْ أنه ضالّ و مضلّ 'যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে হাদীছ শুনাবে, তখন সে যদি বলে যে, ছাড় এসব, আমাদেরকে কুরআন শুনাও, তখন তুমি জেনো যে, ঐ লোকটি পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী'।

ব্যক্তি পর্যায়ে হাদীছ বিরোধী উক্ত মনোভাব সীমাবদ্ধ থাকলেও দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে এসে বেশ কিছু লোককে পাওয়া যায়, যারা পুরা হাদীছ শাস্ত্রকেই অস্বীকার করে অথবা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করে। যদিও মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক সামাজিক জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব তখনও পড়েনি, আজও পড়েনি। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।* তবে হাদীছ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে সর্বদা অব্যাহত ছিল, আজও আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শত্রুরা এখন আর বাইরের নয়, বরং ঘরের শত্রু। ইসলামের বড় বড় বিদ্বান হিসাবে যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। এক্ষণে বিগত ও বর্তমান যুগের প্রকাশ্য ও পরোক্ষ হাদীছ দুশমনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ এদের দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে।

প্রাচীন যুগের হাদীছ অস্বীকারকারীগণঃ

১. খারেজীঃ এরা প্রথমে আলী (রাঃ)-এর দলভুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে রাজনৈতিক

সমঝোতার উদ্দেশ্যে দু'জন ছাহাবীকে শালিশ মেনে নেওয়ায় এরা তাঁর বিরোধী হয়ে যায় এবং শ্লোগান তোলে যে, لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّه 'কোন হুকুমদাতা নেই আল্লাহ ব্যতীত' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কাউকে শালিশ মানিনা। অতঃপর উক্ত শালিশীর সমর্থক সকল ছাহাবীকে তারা 'কাফির' বলে এবং তাঁদের বর্ণিত ফিৎনা পরবর্তী সকল হাদীছকে তারা অস্বীকার করে।

২. শী'আঃ আলী (রাঃ)-এর অন্ধ সমর্থক এই দলের লোকেরা তাদের ধারণা মতে হাতে গণা কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত সকল ছাহাবীকে 'কাফির' বলে এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করে। তাদের নিজস্ব পদ্ধতি মতে তাদের দলীয় বা সমর্থিত কিছু ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ সমূহকেই মাত্র তারা গ্রহণ করে থাকে।

৩. মু'তাযিলাঃ বুদ্ধিবাদী এই দলটির অতি যুক্তিবাদী তৎপরতায় প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এই মতের অনুসারী লোকেরা পুরা হাদীছ শাস্ত্রকেই অস্বীকার করেছে। এমনকি যুক্তির বাইরে হওয়ায় তারা কুরআনের অবোধ্য বিষয়গুলি (إعجاز القران) এবং রাসূলের মু'জিযা সমূহকেও অস্বীকার করেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে তারা সেরা মিথ্যুক বলতেও দ্বিধা করেনি। ছাহাবী ও তাবেঈগণের ফৎওয়া সমূহকে তারা তাচ্ছিল্য করে এবং তাঁদেরকে মূর্খ ও মুনাফিক বলে, এমনকি তাঁদেরকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী বলে।

তবে সঠিক কথা এই যে, উপরোক্ত ভ্রান্ত দলগুলি পুরা হাদীছ শাস্ত্রকে অস্বীকার করেনি। বরং তাদের স্বার্থের বিরোধী হাদীছ সমূহকেই মূলতঃ তারা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন খারেজীরা আহলে বায়তের মর্যাদায় বর্ণিত হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করে। মু'তাযিলারা আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করে। যদিও ঐসব দলগুলি অন্যান্য প্রশাখাগত বিষয়ে বর্ণিত কিছু কিছু হাদীছ মান্য করে থাকে।

মুসলিম উম্মাহ্র সকল দল-উপদল বিশ্বস্ত একক বর্ণনাকারীর বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ভুক্ত হাদীছ বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতেন। এ ব্যাপারে উম্মাতের মধ্যে ঐক্যমত ছিল। ইবনু হযম (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেন, 'কিন্তু ১ম শতাব্দী হিজরী শেষের কিছু মু'তাযিলা দার্শনিক এই নীতির ব্যত্যয় ঘটান' এবং 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের হাদীছ সমূহে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। এই মু'তাযিলী যুক্তিবাদী ঢেউ বিভিন্ন ফেক্বহী মাযহাবের বিদ্বানগণের মধ্যেও লাগে কেবলমাত্র আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ ব্যতীত। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(২য় কিস্তি)

গায়রুল্লাহ্র নামে যবহ

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবহ ও বলি দেয়া শিরকে আকবর-এর অন্যতম। আল্লাহ বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ-

'আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং যবহ করুন' *(কাওছার ২)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবহ করে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত'।৭

যবহ-এর সঙ্গে জড়িত হারাম দু'প্রকার। যথাঃ (১) আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবহ। যেমন- দেবতার কৃপা লাভের জন্য। (২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে যবহ। উভয় প্রকার যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম।

জাহেলী আরবে জিনের উদ্দেশ্যে প্রাণী যবহ-এর রেওয়ায ছিল, যা আজও বিভিন্ন আঙ্গিকে কোন কোন মুসলিম দেশে চালু আছে। সে সময়ে কেউ বাড়ী ক্রয় করলে কিংবা তৈরি করলে অথবা কূপ খনন করলে তাদের উপরে জিনের উপদ্রব হ'তে পারে ভেবে পূর্বাহ্নেই তারা দরজার চৌকাঠের উপরে প্রাণী যবহ করত। এরূপ যবহ সম্পূর্ণরূপে হারাম।***

* *প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
** *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*
৭. *মুসলিম হা/১৯৭৮।*
*** *আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ সন্তান লাভ, রোগমুক্তি, মুশকিল আসান, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ কিংবা অন্যবিধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দরগা, মাযার ও কুদরতী মসজিদে (!) গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, চাউল, মিষ্টান্ন, টাকা-পয়সা প্রভৃতি দিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, এসব জায়গায় এগুলি দেওয়ার ফলে দরগাহ ও মাযারের সাথে সংশ্লিষ্ট মৃত মহাজন বা কুদরতী মসজিদ তাদের সব সমস্যা দূর করে দেবে। এরূপ বিশ্বাস সরাসরি শিরক। দেবতার নামে নরবলী দেওয়ার প্রথাও নানা ধর্মে অতীতকাল থেকেই চালু আছে। কেউ তা করলে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হবে- অনুবাদক।*

হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা

কোন কিছু হালাল কিংবা হারাম করার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন মানুষ আল্লাহ্‌র দেওয়া হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার অধিকার রাখে না। তবুও অনধিকার চর্চা বশে মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্‌কৃত হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করণের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এটি একটি হারাম কাজ। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হালাল-হারাম করার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। জাহেলী তথা অনৈসলামী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়ের নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে, স্বেচ্ছায় ও বৈধ জ্ঞানে বিচার প্রার্থনা করা এবং এরূপ বিচার প্রার্থনার বৈধতা আছে বলে আক্বীদা পোষণ করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই মারাত্মক শিরক প্রসঙ্গে বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা তাদের আলেম ও সাধু-দরবেশদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে' *(তওবা ৩১)*।

আদী বিন হাতেম (রাঃ) আল্লাহ্‌র নবীকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন إِنَّهُمْ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ– 'ওরা তো তাদের ইবাদত করে না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তা বটে। কিন্তু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা ওদেরকে তা হালাল করে দিলে ওরা তা হালালই মনে করে; একইভাবে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা ওদেরকে তা হারাম করে দিলে ওরা তা হারামই মনে করে। এটাই তাদের ইবাদত করা'।[৮]

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ–

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তারা তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে তাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না' *(তওবা ২৯)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ–

'আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছেন, তন্মধ্যে তোমরা যে সেগুলির কতক হারাম ও কতক হালাল করে নিয়েছ, তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? আপনি বলুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এতদ্বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্‌র নামে মনগড়া কথা বলছ'? *(ইউনুস ৫৯)*।*

যাদু, ভাগ্যগণনা ও হারানো বস্তুর সন্ধান দান

যাদু, ভাগ্যগণনা, হারানো বস্তুর সন্ধান দান কুফর ও শিরকের পর্যায়ভুক্ত হারাম।

যাদু তো পরিষ্কার কুফর এবং সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ্‌র অন্যতম। যাদু শুধু ক্ষতিই করে, কোন উপকার করে না। যাদু শিক্ষা করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ–

'তারা এমন জিনিস (যাদু) শিক্ষা করে, যা তাদের অপকারই করে, কোন উপকার করে না' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

'যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন সে সফল হবে না' *(ত্বা-হা ৬৯)*।

যাদু চর্চাকারী কাফের। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ–

'সুলায়মান কুফরী করেননি। কিন্তু কুফরী করেছে শয়তানরা। তারা মানুষকে শিক্ষা দেয় যাদু এবং বাবেলে হারূত-মারূত নামের দু'জন ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা। ঐ ফেরেশতাদ্বয় কাউকে একথা না বলে কিছু শিক্ষা দেয়নি যে, আমরা এক মহাপরীক্ষার জন্য। সুতরাং তুমি (যাদু শিখে) কুফরী করো না' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

ইসলামী বিধানে যাদুকরকে হত্যা করার কথা রয়েছে। যাদুকরের উপার্জন অপবিত্র ও হারাম। জ্ঞানপাপী,

---

৮. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/১১৬ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩০৯৫, হাদীছ হাসান, আলবানী, গায়াতুল মারাম, পৃঃ ১৯।*

* *অধুনা অনেক মুসলিম দেশে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদের স্বার্থে কুরআন-সুন্নাহকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে আইন পরিষদে এমন সব আইন পাশ করা হচ্ছে, যার ফলে আল্লাহ্‌র দেয়া বহু হারাম হালাল হয়ে যাচ্ছে এবং বহু হালাল হারাম হয়ে যাচ্ছে। যেমন মদ-জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সূদ-ঘুষ ইত্যাদিকে লাইসেন্সের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। অথচ ইসলামে এগুলি কঠোরভাবে হারাম। অপরদিকে শরী'আ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা, ইসলামী ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি হালাল ও যরূরী বিষয়কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল আইন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের অধিকাংশই মুসলিম বলে নিজেদেরকে দাবী করে। যাদের উপর এসব আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে তারাও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম। তারা কেউ ইসলাম বিরোধী এসব আইনের প্রতিবাদ করে না; বরং স্বাচ্ছন্দে এগুলি গ্রহণ করে নিচ্ছে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আমরা কি মুসলিম? -অনুবাদক।*

অত্যাচারী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্যের সঙ্গে শত্রুতা ও জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে যাদুকরদের নিকটে যায়।

অনেকে আবার যাদুর ক্রিয়া দূর করার জন্য যাদুকরের শরণাপন্ন হয়। এ জন্যে যাওয়াও হারাম। বরং তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্র শরণাপন্ন হওয়া এবং আল্লাহ্র কালাম যেমন সূরা নাস, ফালাক্ব ইত্যাদি দিয়ে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা।

গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা উভয়েই আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী কাফিরদের দলভুক্ত। কারণ তারা উভয়েই গায়েব বা অদৃশ্যের কথা জানার দাবী করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।

অনেক সময় তারা সরলমনা লোকদের সম্পদ লুটে নেয়ার জন্য তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। এ জন্য তারা বালুর উপর আঁকি-বুঁকি, চটা চালান, হাতের তালুতে ফুঁক, চায়ের পেয়ালা, কাঁচের গুলি, আয়না ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। এসব লোকের কথা একটা যদি সত্য হয় তো নিরানব্বইটাই হয় মিথ্যা। কিন্তু গাফিলরা ধোঁকাবাজদের এক সত্যকেই হাযার সত্য গণ্য করে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভাশুভ তাদের নিকট জানতে চায়। তারা হারানো জিনিস কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে তা জানার জন্য তাদের নিকটে ছুটে যায়। যারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করে, তারা কাফের এবং ইসলাম থেকে বহির্ভূত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ-

'যে ব্যক্তি গণক কিংবা হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকটে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করে'।[৯]

যে ব্যক্তি তারা গায়েব জানে না বলে বিশ্বাস করে কিন্তু অভিজ্ঞতা কিংবা অনুরূপ কিছু অর্জনের জন্য তাদের নিকটে যায় সে কাফির হবে না বটে, তবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত গৃহীত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً-

'যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকটে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত গৃহীত হবে না'।[১০] তবে তাকে ছালাত অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং বিশেষভাবে তওবা করতে হবে।

৯. আহমাদ ২/৪২৯; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৫৯৩৯।
১০. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৫১।

রাশিফল ও মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত বিশ্বাস

যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়াতে এক রাতে আকাশে একটি চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। সেদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে বসেন এবং বলেন, 'তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন তা কি তোমরা জান'? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'আমার কিছু বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী হয়ে এবং কিছু বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে ভোরে ওঠে। যারা বলে, আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যারা বলে, অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষত্রে বিশ্বাসী'।[১১]

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যেমন কুফরী, তেমনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলের আশ্রয় নেওয়াও কুফরী। যে ব্যক্তি রাশিফলের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করবে, সে সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে রাশিফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সেগুলি পাঠ করা শিরক। তবে বিশ্বাস না করে কেবল মানসিক সান্ত্বনা অর্জনের জন্য পড়লে তাতে শিরক হবে না বটে, কিন্তু কবীরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে না। কেননা শিরকী কোন কিছু পাঠ করে সান্ত্বনা লাভ করা বৈধ নয়। তাছাড়া শয়তান কর্তৃক তার মনে উক্ত বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে কতক্ষণ? তখন এ পড়াই তার শিরকের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে।

স্রষ্টা যেসব বস্তুতে যে কল্যাণ রাখেননি তাতে সে কল্যাণ থাকার আক্বীদা পোষণ

আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ও তার মধ্যেকার যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি যে কল্যাণ যে বস্তুর মধ্যে রাখেননি, ঐ বস্তু সেই উপকারই করতে পারে বলে অনেকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস শিরকের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, বহু লোক তাবীয-তুমার, শিরকী ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন প্রকার তাগা ও খনিজ পাথর ব্যবহার করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এতে রোগ-বালা কাছে ভিড়তে পারে না। আর যদি রোগ হয়েই থাকে তবে এগুলি ব্যবহারে সুস্থতা ফিরে আসে। এগুলি ব্যবহারের পিছনে গণক, যাদুকর প্রমুখ শ্রেণীর পরামর্শ অথবা যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিশ্বাস কাজ করে।

অনেকে বদ নযর রোধের মানসে বাচ্চা ও বড়দের গলায় এসব ঝুলিয়ে দেয়, শরীরের অন্যত্রও বেঁধে রাখে। গাড়ী-বাড়ীতেও তাবীয ও দো'আ-কালাম লিখিত কাগজ ঝুলিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে গাড়ী-বাড়ী দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় বলে তাদের বিশ্বাস।

১১. বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/৩৩৩।

অনেকে আবার রোগের হাত থেকে উদ্ধার পেতে কিংবা রোগ যাতে হ'তে না পারে সেজন্য কয়েক প্রকার ধাতু নির্মিত আংটি পরে থাকে। এর ফলে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল হ্রাস পায় এবং হারাম জিনিস দ্বারা চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

এসব তাবীযের অনেকগুলিতেই স্পষ্ট শিরকী কথা, জিনের নিকট ফরিয়াদ, সূক্ষ্ম আঁকি-বুঁকি ও অবোধ্য কথা লেখা থাকে। অনেক জ্ঞানপাপী শিরকী মন্ত্রের সাথে কুরআনের আয়াত মিশিয়ে দেয়। কেউ কেউ নাপাক দ্রব্য, ঋতুস্রাবের রক্ত ইত্যাদি দিয়েও তাবীয লেখে। এ ধরনের তাবীয, তাগা, আংটি ঝুলানো কিংবা বাঁধা স্পষ্ট হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ-

'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাল নিশ্চয়ই সে শিরক করল'।[১২]

যে তাবীয ব্যবহার করে তার যদি বিশ্বাস হয় যে, এসব জিনিস আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়াই উপকার কিংবা অপকার করে, তাহ'লে সে বড় শিরক করার দোষে দুষ্ট হবে। আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, এগুলি উপকার-অপকারের একটি উপকরণ মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলিকে রোগ বিনাশ সংক্রান্ত কোন উপকার বা অপকারের উপকরণ করেননি, সেক্ষেত্রে সে ছোট গুনাহ করার দোষে দুষ্ট হবে। আর তখন এটি কারণ উদ্ভূত শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে।

লোক দেখানো ইবাদত

আল্লাহ তা'আলার নিকটে আমল কবূল হওয়ার জন্য রিয়া বা লৌকিকতা মুক্ত এবং কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত নিয়মে হওয়া অপরিহার্য। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করবে, সে ছোট শিরক করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ قَلِيْلاً-

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সঙ্গে প্রতারণা করতে চায়। অথচ তিনিও তাদের সাথে প্রতারণা করতে সক্ষম। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় যে তারা ছালাত আদায় করছে, কিন্তু আল্লাহ্কে তারা কমই স্মরণ করে' *(নিসা ১৪২)*।

স্বীয় কাজের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ুক এবং লোকেরা শুনে বাহবা দিক এ নিয়তে যে কাজ করবে সে শিরকে নিপতিত হবে। এরূপ বাসনাকারী সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّٰهُ بِهِ-

'যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার বদলে তাকে শুনিয়ে দিবেন। আর যে লোক দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার বদলে তাকে দেখিয়ে দিবেন। *(মুসলিম)*। অর্থাৎ তিনি এসব লোককে কঠোর শাস্তি দিবেন।

যে আল্লাহ ও মানুষের সন্তুষ্টিকল্পে ইবাদত করবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ-

'আমি অংশীবাদিতা (শিরক) হ'তে সকল অংশীদারের তুলনায় বেশী বেনিয়ায। যে কেউ কোন আমল করে এবং তাতে অন্যকে আমার সাথে শরীক করে, আমি তাকে ও তার আমল উভয়কেই বর্জন করি'।[১৩]

তবে কেউ কোন আমল শুরু করার পর যদি তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব জাগ্রত হয় এবং সে তা ঘৃণা করে ও তা থেকে সরে আসতে চেষ্টা করে, তাহ'লে তার ঐ আমল শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি সে তা না করে; বরং লোক দেখানো ভাব মনে উদয় হওয়ার জন্য প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করে, তাহ'লে অধিকাংশ আলিমের মতে তার ঐ আমল বাতিল হয়ে যাবে।

কুলক্ষণ (اَلطِّيَرَةُ)

কুলক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهُ-

'যখন তাদের (ফের'আউন ও তার প্রজাদের) কোন কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হ'ত, তারা তখন মূসা ও তাঁর সাথীদের অলক্ষণ বলে গণ্য করত' *(আ'রাফ ১৩১)*।

আরবরা যাত্রা ইত্যাদি কাজের প্রাক্কালে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার শুভাশুভ নির্ণয় করত। পাখি ডাইনে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বামে গেলে অশুভ মনে করে তা হ'তে বিরত থাকত। এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) বলেন,

اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ

'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক'।[১৪]

---

১২. *আহমাদ ৪/১৫৬; আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/৪৯২।*

১৩. *ছহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫।*

১৪. *মুসলিম হা/২৯৮৫।*

মাস, দিন, সংখ্যা, নাম, প্রতিবন্ধী ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করাও তাওহীদ পরিপন্থী হারাম আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অনেক দেশে হিজরী সনের ছফর মাসকে ও প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে চিরস্থায়ী কুলক্ষণ মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ১৩ সংখ্যাকে 'অলুক্ষণে তের' বা Unluckey thirteen বলা হয়। কেউ যদি তের ক্রমিকে একবার পড়ে যায় তাহ'লে তার আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। অনেকে কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দোকান খুলতে গিয়ে এমনিতর কোন কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অথচ এ জাতীয় আক্বীদা পোষণ করা হারাম ও শিরক। এজন্য যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। তিনি বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَ تُطُيِّرَ لَهُ وَلاَ تَكَهَّنَ وَلاَ تُكُهِّنَ لَهُ (وَأَظُنُّهُ قَالَ) أَوْسَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ-

'যে ব্যক্তি কুলক্ষণে বিশ্বাস করে ও যার জন্য কুলক্ষণের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে ও যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সম্পর্কেও বলেছিলেন) এবং যে যাদু করে ও যার কারণে যাদু করা হয় সেই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৫]

কেউ কোন বিষয়ে কুলক্ষণ করে থাকলে তাকে এজন্য কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা এখানে কোন অর্থ কিংবা ইবাদত নয়; বরং পাপ বিমোচক একটি দো'আ, যা আব্দুল্লাহ বিন আমর বর্ণিত হাদীছে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বললেন, কুলক্ষণ যে ব্যক্তিকে কোন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয়ই সে শিরক করে। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহার কাফফারা কি হবে? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি বলবে-

اَللَّهُمَّ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রাকা ওয়ালা তিয়ারা ইল্লা তিয়ারাকা ওয়ালা ইলা-হা গায়রুকা।

'হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই। আপনার সৃষ্ট কুলক্ষণ ছাড়া কোন কুলক্ষণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোন (হক) মা'বূদও নেই'।[১৬]

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে বাড়ে ও কমে। উহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন,

وَمَا مِنَّا إِلاَّ (أَىْ إِلاَّ وَيَقَعُ فِىْ نَفْسِهِ شَىْءٌ مِّنْ ذَلِكَ) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ-

'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দেন'।[১৭]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্য হ'তে যার নামে ইচ্ছা কসম করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নেই। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষের মুখেই নির্বিবাদে গায়রুল্লাহ্র নামে কসম উচ্চারিত হয়। কসম মূলতঃ এক প্রকার সম্মান, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا بِاللهِ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ-

'সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কারো যদি শপথ করতেই হয়, সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে'।[১৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত আরেকটি হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল, সে শিরক করল'।[১৯]

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا-

'যে আমানত বা গচ্ছিত দ্রব্যের নামে কসম করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২০]

সুতরাং কা'বা, আমানত, মর্যাদা, সাহায্য, অমুকের বরকত, অমুকের জীবন, নবীর মর্যাদা, অলীর মর্যাদা, পিতা-মাতা ও সন্তানের মাথা ইত্যাদি দিয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ।

কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে তবে তার কাফফারা হ'ল কালেমা ত্বাইয়েবা 'লা ইলা-হা

১৫. তাবারানী, কাবীর ১৮/১৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৩৫।
১৬. আহমাদ ২/২২০ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬৫।
১৭. আবুদাঊদ হা/৩৯১০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৩০।
১৮. বুখারী, ফাতহুল বারী ১১/৫৩০ পৃঃ।
১৯. আহমাদ ২/১২৫; ছহীহুল জামে' হা/৬২০৪।
২০. আবুদাঊদ হা/৩২৫৩, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪।

ইল্লাল্লা-হ' পাঠ করা। যেমন হাদীছে এসেছে-

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِى حَلَفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ-

'যে ব্যক্তি শপথ করতে গিয়ে লাত ও উযযার নামে শপথ করে বসে, সে যেন বলে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'।[২১]

উল্লিখিত অবৈধ শপথের ধাঁচে কিছু শিরকী ও হারাম কথা কতিপয় মুসলমানের মুখে উচ্চারিত হ'তে শোনা যায়। যেমন বলা হয়, 'আমি আল্লাহ ও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। 'আল্লাহ আর আপনার উপরই ভরসা'। 'এটা আল্লাহ ও তোমার পক্ষ হ'তে হয়েছে'। 'আল্লাহ ও আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই'। 'আমার জন্য উপরে আল্লাহ আর নীচে আপনি আছেন'। 'উপরে খোদা, নীচে হুদা'। 'আল্লাহ ও অমুক যদি না থাকত'। 'আমি ইসলাম থেকে মুক্ত বা ইসলামের ধার ধারি না'। 'হায় কালের চক্র, আমার সব শেষ করে দিল'। 'এখন আমার দুঃসময় চলছে'। 'এ সময়টা অলুক্ষণে'। 'সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে' ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সময়কে গালি দিলে সময়ের স্রষ্টা আল্লাহকেই গালি দেয়া হয় বলে হাদীছে কুদসীতে এসেছে। সুতরাং সময়কে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে عَبْدٌ বা দাস অর্থবোধক শব্দ এ পর্যায়ে পড়ে। যেমন আবদুল মসীহ, আবদুর রাসূল, আবদুন নবী, আবদুল হুসাইন, গোলাম রাসূল ইত্যাদি।

আধুনিক কিছু শব্দ ও পরিভাষাও রয়েছে যা তাওহীদের পরিপন্থী। যেমন ইসলামী সমাজতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র, জনগণের ইচ্ছাই আল্লাহ্র ইচ্ছা, দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে, দ্বীন আল্লাহ্র দেশ সকল মানুষের, বিপ্লবের নামে শপথ করে বলছি, খাঁটি আরব হওয়ার নামে শপথ করে বলছি ইত্যাদি।

কোন রাজা-বাদশাহকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাধিরাজ' বলাও হারাম। একইভাবে কোন মানুষকে 'কাযীউল কুযাত' বা 'বিচারকদের উপরস্থ বিচারক' বলা যাবে না। কেননা 'ক্বাযীউল কুযাত' একমাত্র আল্লাহ।

কোন কাফির বা মুনাফিকের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক 'সাইয়িদ' তথা 'জনাব' বা অন্য ভাষার অনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করাও সিদ্ধ নয়।

আফসোস, অনুশোচনা ও উচ্ছাস প্রকাশের জন্য 'যদি এটা করতাম তাহ'লে ওটা হ'ত না' 'হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করো' এ জাতীয় কথা বলাও বৈধ নয়।

[চলবে]

---

২১. বুখারী, ফাৎহুল বারী ১১/৫৩৬ পৃঃ।

পলাশীঃ স্বাধীনতা হারানোর এক বেদনাময় স্মারক

মোহাম্মাদ আবদুল গফুর

গত ২৩ জুন ২০০৩ সোমবার ছিল আমাদের ইতিহাসের এক মহাবিপর্যয়ের স্মারক দিবস। ২৪৬ বছর আগে ১৭৫৭ সালের ঠিক এই ২৩ জুনেই পলাশীর আম্রকাননে কুচক্রীদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যায়। দেশের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের কাল অমানিশা। শুরু হয় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার সুদীর্ঘ প্রাণান্তকর সংগ্রাম। সংগ্রামের নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা আজ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। স্বাধীন বাংলাদেশে ২৩ জুন প্রতি বছর পলাশী দিবস পালিত হয় জাতির মহাবিপর্যয়ের স্মারক দিবস হিসাবে। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে পলাশী দিবস পালিত হয়েছে।

পলাশী দিবস পালনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য কোথায়? ২৪৬ বছর আগের এই দিনে পলাশীতে আমাদের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যায় বলে এই দিনটিকে আমাদের ইতিহাসের মহাবিয়োগান্ত এক দিন হিসাবে বিবেচনা করতে হয়। পলাশী দিবস আমরা স্মরণ করি এজন্য যে, আমরা চাই না জাতির জীবনে আবার পরাধীনতার গ্লানি নেমে আসুক। পলাশী দিবস আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, এ দিনে আমরা স্মরণ করি, পর্যালোচনা করি, বুঝতে চেষ্টা করি কিভাবে, আমাদের কি কি গাফলতি ও অসচেতনতার কারণে সেদিন জাতির জীবনে পলাশীর অভিশাপ নেমে এসেছিল। আমরা পলাশী দিবস উদযাপন করি এ কারণে যে, আমরা খতিয়ে দেখতে চাই আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বর্তমানে পুনরায় স্বাধীনতা বিপন্নকারী কোন উপসর্গ সৃষ্টি হয়েছে কি-না। কারণ আমরা চাই না আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা আমাদের কোন ভুল বা অসতর্কতার কারণে আবার বিপন্ন হৌক।

পলাশী দিবসে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম বলে এ দিনে আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার সুদীর্ঘ সংগ্রাম কিভাবে, কখন সূচিত হয়, কিভাবে সে সংগ্রাম পরিচালিত হয়, সে সম্বন্ধেও একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা আমাদের জন্য যরূরী। কারণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন কিভাবে সূচিত হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কি কি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়, এ সংগ্রামে কোন্ কোন্ মোড় ও বাঁক অতিক্রম করতে হয়, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এ বিষয়ে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা থেকেই যায়।

আমরা সবাই জানি, পলাশী ময়দানে কোন যুদ্ধের মাধ্যমে

নয়, এক অবিশ্বাস্য চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম। বাংলার স্বাধীনতাবিরোধী সে চক্রান্তের মূল কুচক্রী ছিল বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রবার্ট ক্লাইভ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যেসব অমাত্য গোপনে ক্লাইভের এ চক্রান্তের মূল ভূমিকা পালন করে তাদের নেতৃত্বদান করে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রমুখ। পলাশীর ট্রাজেডীর প্রধান কুচক্রী হিসাবে মীর জাফরের নাম বহুল প্রচার লাভ করলেও চক্রান্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাবীর লোভ দেখিয়ে তাকে এ চক্রান্তে সংশ্লিষ্ট করা হয়।

পলাশী চক্রান্ত মূলতঃ ছিল ভারতে মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। ক্রুসেডীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় খৃষ্টানশক্তি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একের পর এক গ্রাস করতে প্রয়াস পায়। ভারতবর্ষে ইংরেজ, ফরাসী ও পুর্তগীজ তিন শক্তিই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে যায় ইংরেজরা। ক্লাইভের সঙ্গে জগৎশেঠ প্রমুখের যে গোপন সমঝোতা হয়, তাতে প্রথম পর্যায়ে স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে কোন ক্ষমতালোভী দুর্বলচেতা মুসলমানকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শিখণ্ডি নবাব হিসাবে বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। মুসলমানকে শিখণ্ডি হিসাবে বসাবার সিদ্ধান্ত হয় এ কারণে যে, এটা যে খৃষ্টান-হিন্দু চক্রান্ত তা যেন ধরা না পড়ে। এ ব্যাপারে জগৎশেঠের পসন্দ ছিল ইয়ার লুৎফে খান। কিন্তু ক্লাইভ জগৎশেঠকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, মুসলমানকে শিখণ্ডি নবাব বানালেই চলবে না, সিরাজউদ্দৌলার কোন আত্মীয়কে নবাব করা হ'লে লোকে একে পারিবারিক দ্বন্দ্ব হিসাবে স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে। সে হিসাবেই শেষ মুহূর্তে মীর জাফরকে নবাবীর টোপ দিয়ে এ ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট করা হয়। এরপর কিভাবে সেনাপতি মীর জাফরের পরামর্শে নবাব বাহিনীকে যুদ্ধে নিরস্ত রাখা হয় এবং রাতের আঁধারে কিভাবে ইংরেজরা নবাবশিবির আক্রমণ করে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় স্বীকার করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তা সবারই জানা আছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইচ্ছা ছিল পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করা। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পাননি। এর আগেই তাকে গ্রেপ্তার করে ৩ জুলাই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মীর জাফরকে 'নবাব' করার চক্রান্তে তার পুত্র মীরণ ও জামাতা মীর কাসিমও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজরা মীর জাফরকে অযোগ্যতার কারণে নবাব পদ থেকে অপসারিত করে মীর কাসিমকে নবাব করে। মীর কাসিম প্রথম দিকে সিরাজ-বিরোধী চক্রান্তে শামিল হ'লেও ইংরেজদের শিখণ্ডি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাযী ছিলেন না। ফলে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইংরেজদের সাথে কয়েক দফা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে যান এবং করুণ মৃত্যুবরণ করেন।

পলাশীতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে না পেরে নবাব সৈন্যদের অধিকাংশ একবুক হতাশা নিয়ে পলাশী ময়দান ত্যাগ করলেও স্বাধীনতার আগুন যে তাদের মনে ধিকিধিকি জ্বলছিল, তার প্রমাণ মেলে পরবর্তীকালে ইংরেজবিরোধী বহু ছোট বড় সশস্ত্র যুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। মীর কাসিমের পর ফকীর মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকীর বিপ্লব, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা খ্যাত লড়াই, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও পুত্র দুদু মিয়ার ফরায়েযী আন্দোলন, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ শহীদ ইসমাঈলের জিহাদ আন্দোলন, বিভিন্ন আঞ্চলিক অভ্যুত্থান, সর্বশেষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত এই একশ' বছর প্রধানতঃ মুসলমানরাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা লড়াই জারী রাখে। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতায় স্যার সৈয়দ আহমাদ, নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এই সহযোগিতায় যুগের এক পর্যায়ে ১৯০৫ সালে বৃহৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি দু'ভাগ করা হয় এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়।

এই নতুন প্রদেশ গঠিত হ'লে মুসলিমপ্রধান পূর্ববঙ্গের জনগণের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। এতে দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা ভোগকারী হিন্দু নেতৃত্ব মহাক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। ইংরেজ সরকার ছয় বছরের মাথায় 'বঙ্গভঙ্গ রদ' ঘোষণা করে। পূর্ববঙ্গের জনগণ এবং তাদের অবিসম্বাদিত নেতা নবাব সলিমুল্লাহ বৃটিশ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতায় দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ইংরেজ সরকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র অন্যতম দাবী, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা দেয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও কলিকাতা প্রবাসী হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ জানান। তারা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অদ্ভুত যুক্তি দেন যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোক মুসলমান কৃষক, তাই তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। অবশেষে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যুর ছয় বছর পর নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ শাসনে পর্যুদস্ত মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য যতবার যত পদক্ষেপ গৃহীত হয়, প্রতিবারই সুবিধাভোগী হিন্দু নেতৃবৃন্দ তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে দেন। দেশবন্ধু সিআর দাশ বিশের দশকে বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে বঞ্চিত মুসলমানদের চাকুরীর ক্ষেত্রে সুবিচারের কিঞ্চিৎ চেষ্টা চালালে সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে সে শুভ উদ্যোগটিও ব্যর্থ হয়ে যায়। বাংলাদেশে ইংরেজ সরকারের দালালীর মাধ্যমে জমিদারীর সিংহভাগের অধিকারী হয় হিন্দু, আর প্রজাদের অধিকাংশ থাকে মুসলমান। সে কারণে বাংলা কংগ্রেস কখনও জমিদারী উচ্ছেদের প্রস্তাবে রাযী হয়নি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-প্রশাসন

সর্বত্র মুসলমানদের একটানা বঞ্চনা ভোগের কারণে ১৯৪০ সালের নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে, বৃটিশ ভারতকে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভক্ত করে উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত এই দাবীতে প্রবল আন্দোলন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে এ আন্দোলন সর্বাধিক ব্যাপ্তি লাভ করে। মুসলিম লীগের এই দাবী মুসলিম জনগণ সমর্থন করে, না কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের দাবীকে তারা সমর্থন করে, তা যাচাইয়ের জন্য ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় নির্বাচনেই মুসলিম লীগের দাবী বিপুল সমর্থন লাভে ধন্য হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে মুসলিম লীগ লেজিসলেটারদের এক সম্মেলনে তদানীন্তন পরিস্থিতি বিবেচনায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এক প্রস্তাবক্রমে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহ মিলে একাধিকের বদলে একটি (পাকিস্তান) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে 'বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আ'যম এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালেও বাংলার হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার কারণে এ চেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যায়(*দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক ইত্তেফাক, বিশেষ সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, ১৯৬৪, 'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি'ঃ শেখ মুজিবুর রহমান*)।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসানে আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ'-এর নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করি। পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদেরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। তাছাড়া সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যারও অধিকাংশ ছিল পূর্ববঙ্গবাসী। সে হিসাবে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে আমাদের প্রত্যাশা ছিল বিরাট। কিন্তু পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এবং উচ্চ শ্রেণীর আমলা, সেনাবাহিনী ও শিল্পপতিদের মধ্যে অবাঙ্গালীদের প্রাধান্য থাকায় প্রথম থেকেই পূর্ববঙ্গের প্রতি বঞ্চনা ও অবিচারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে কোন সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই মানিঅর্ডার ফরম, পোষ্টকার্ড, এনভেলপ প্রভৃতিতে ইংরেজীর সঙ্গে শুধু উর্দূর ব্যবহার শুরু করে দেওয়া হয়। ফলে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরেই তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে প্রথম বড় রকমের অভ্যুত্থান হয়। আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দীন ভাষা-সংগ্রামীদের দাবীদাওয়া মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে সেই নাযিমুদ্দিন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পল্টন ময়দানে উর্দূকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্বভাবতই এতে জনগণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ ভাষা সমর্থকদের উপর ২১ ফেব্রুয়ারী পুলিশ গুলী করে ৬/৭ জন তরুণকে হত্যা করে। এর ফলে ভাষা আন্দোলন আরও জোরদার ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এ পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে শাসক মুসলিম লীগ দল শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। অতঃপর ১৯৫৬ সালে নতুন গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের ক্রমাগত প্রাসাদ চক্রান্তের কারণে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিকাশ চরমভাবে ব্যাহত হয়।

এই পটভূমিতে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে জেনারেল আইউব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে অবাঙ্গালী অধ্যুষিত সামরিক বাহিনীর শাসনের কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা আরও সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় এতদিনকার স্বায়ত্তশাসন দাবী স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনগণ বিপুল ভোটে স্বাধিকারপন্থীদের পক্ষে তাদের রায় প্রদান করে। কিন্তু সামরিক সরকার নির্বাচন-বিজয়ীদের হাতে সরকার গঠনের দায়িত্ব না দিয়ে সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে জনগণের স্বাধিকার চেতনা ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়াস পায়। জনগণ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাকীদে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কায়েম করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা আমরা প্রথম পাই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে। ঐ লাহোর প্রস্তাবেই উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এই লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঐ লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়ন হিসাবে উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হ'তে পৃথক হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করে। এরপর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫০ সালের গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা, ষাটের দশকের শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা আন্দোলন, এমনকি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটির আন্দোলন প্রভৃতি সকল শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

লাহোর প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সাতচল্লিশের পার্টিশনের মাধ্যমে আমরা লাহোর প্রস্তাবের একাংশের বাস্তবায়ন পেয়েছিলাম। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা লাহোর প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশের তথা লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি।

এক্ষেত্রে যে কথাটি সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য তা হ'ল, বাংলাদেশের সংবিধানেও উল্লেখ রয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে ভূখণ্ডটি 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত ছিল, সেটাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ঐ পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডটির সীমারেখা আমরা অর্জন করেছিলাম ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট। আমরা যদি সাতচল্লিশের ১৪ আগষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'তাম, তাহ'লে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা আজ স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরীদের ভাগ্য থেকে এতটুকু পৃথক হ'ত না, তা এ দেশের আপামর জনসাধারণ ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। আর তা বুঝেছিলেন বলেই তারা সে সময় পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন দান করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

পলাশী দিবস স্মরণে আর যা বলা প্রয়োজন বোধ করছি তার একটি হ'ল, পলাশীর প্রাক্কালে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আঁতাতের মাধ্যমেই সেদিন আমাদের স্বাধীনতা হারাতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালেও নেহরু-মাউন্টব্যাটেন আঁতাতের কারণে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, কাছাড়, করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে বাংলাদেশকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। ক্লাইভ, মাউন্টব্যাটেনদের উত্তরসুরীরা আজও কিভাবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে অশুভ অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ফিলিস্তীন, বসনিয়া, চেচনিয়া, মিন্দানাও, কসোভো, কাশ্মীর, গুজরাট, আফগানিস্তান ও ইরাকে। সেই ষড়যন্ত্রকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা (মিঃ মিশ্র) যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাঈল ও ভারতকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে এদেশের (যে দলেরই হোক) সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির সেবাদাসদের মতিগতি সম্বন্ধে আমাদের সাবধান হ'তে হবে। পলাশী দিবসে আমরা স্বাধীনতা হারানোর বেদনাদায়ক ইতিহাস স্মরণ করি এবং বলি 'পলাশী আর চাই না'। কিন্তু আমাদের আশপাশেই যদি কেউ কেউ ক্ষুদ্র স্বার্থে এদেশে পলাশীর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, তাদের সম্বন্ধে চোখকান খাড়া রাখার প্রয়োজন আছে বৈকি।

॥ সংকলিত ॥

সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রুসেডঃ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

*ডাঃ ফারূক বিন আবদুল্লাহ**

পনের শতকের পূর্বে ইংল্যাণ্ড তথা গোটা ইউরোপের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য স্থান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানত না। তারা এটাও জানত না ভূমধ্যসাগর কিংবা আটলান্টিক মহাসাগরের পরে কি আছে? সে সময় পর্তুগালের রাজকুমার ছিলেন হেনরী। তিনি ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তার জীবনের একমাত্র সাধনাই ছিল মুসলিম শক্তি ধ্বংসের মাধ্যমে নিজ জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং খ্রীষ্টধর্মকে জগতের বুকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়া।

কারণ একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পবিত্র জেরুযালেম উদ্ধারের নামে এশিয়ার সেলজুক, তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে খৃষ্টান ইউরোপের আটটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। সেসব যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টানশক্তি বিজয়ী হ'লেও শেষ পর্যায়ে বিজয়ী হয় মুসলিম শক্তি। মুসলিম শক্তির এই বিজয়কে ইউরোপের খৃষ্টান জগত বিশেষ করে পর্তুগাল, স্পেন ও ইংল্যাণ্ড সহজভাবে গ্রহণ করেনি। খৃষ্টান বাহিনীর আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আফ্রো-এশীয় মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করা। এই দানবীয় কামনা-বাসনার আগুন বুকে লালন করে তৎকালীন খৃষ্টান জগতের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবান ইউরোপের রাজন্যবর্গকে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে মুসলিম নির্মূলে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানান। ইতিহাসে যা 'ক্রুসেড' (Crusade) নামে অভিহিত। এই ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে খৃষ্টান ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরুদ্ধে খৃষ্টান ইউরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ'।

ক্রুসেডে পরাজিত খৃষ্টান শক্তি মুসলিম শক্তির বিজয়াভিযানকে ব্যাহত করার জন্য নবউদ্দীপনায় সঞ্চারিত হয়ে নিত্য-নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট হ'তে থাকে। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের তথা ইউরোপের বাণিজ্য পথে মুসলিম আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে খৃষ্টান ইউরোপের জন্য নতুন জলপথ আবিষ্কার একান্তই প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই 'সেন্ট ভিনসেন্ট' নামক স্থানে তিনি স্থাপন করেছিলেন এক 'পণ্যাশ্রম' এবং তার সাথে একটি নৌ-বিদ্যালয়। উল্লেখ্য যে, এই নৌ-বিদ্যালয়ই ছিল ইউরোপের একমাত্র শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই নৌ-বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েই কুসংস্কারমুক্ত কিছু খৃষ্টান দুঃসাহসী নাবিক হিসাবে গড়ে উঠল। রাজকুমার হেনরীর প্রতিষ্ঠিত এই নৌ-বিদ্যালয়ই পরবর্তীতে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল খৃষ্টান নাবিকদের নব নব আবিষ্কারের পথ। এজন্য রাজকুমার হেনরীকে অভিহিত

** মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, বগুড়া।*

করা হয় জলপথ আবিষ্কারের 'প্রথম পথিকৃৎ' হিসাবে। ১৪৮৬ সালে এদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রান্তের উত্তমাশা অন্তরীপ। অতঃপর ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

১৪৯৭ সালে ভাস্কো-ডা-গামার নেতৃত্বে পর্তুগীজদের ভারত অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা এবং দীর্ঘ ১১ মাস পর ১৪৯৮ সালে গামা সেই দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন। অতঃপর ১৫১৪ সালে তারা উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপলি নামক স্থানে এবং ১৫১৭ সালে চট্টগ্রামে সর্ব প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।[১]

১৪৯২ সালের জানুয়ারীতে স্পেনের মাটি থেকে মুসলিম শক্তি নিশ্চিহ্ন হ'লে স্পেনের মুসলিম নিধনকারী রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার চোখে সেদিন ছিল নব বিজয়ের স্বপ্ন। এই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ও আপ্লুত হয়ে তারা ইটালীর জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাসকে দিলেন এক চার্টার ও প্রচুর অর্থ, যার বলে বলীয়ান হয়ে কলম্বাস আবিষ্কার করেন ভারতবর্ষ হয়ে চীনে পৌঁছার জলপথ। কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তখনকার পরাজিত খৃষ্টানরা মুসলমানদের কি চোখে দেখত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে স্পেনের রাজা-রাণীকে সম্বোধন করে লেখা কলম্বাসের অভিভাষণ থেকে। কলম্বাস তার অভিভাষণে জানান, 'ইয়োর হাইনেস! খৃষ্ট বিশ্বাসের সাগ্রহী প্রচারক, সৎ খৃষ্টান ও ক্যাথলিক রাজ-ব্যক্তিত্ব হিসাবে এবং তেমনিভাবে মুসলিম অনুগামীদের ও অন্যান্য সকল পৌত্তলিক ধর্ম-বিরোধীদের শত্রু হিসাবে প্রাচ্যের এই দেশটিতে (ভারতবর্ষে) পাঠিয়ে সেখানকার রাজন্যবর্গ, মানুষ, লোকালয়, সেসবের বিন্যাস ও যাবতীয় ব্যাপার এবং এসব অঞ্চলকে আমাদের পবিত্র বিশ্বাসের আওতায় ধর্মান্তরিত করার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আমাকে পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন'।[২] ইসলাম অনুসারীদের প্রতি ঐ সদ্য সভ্যতাপ্রাপ্তদের মনোভাব কি তা ঐ অভিভাষণে যথেষ্টই স্পষ্ট।

ভাগ্যের কি লীলা! কলম্বাস ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যে পৌঁছার জন্য জাহাজ ভাসিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়, অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এক বিশাল ভূ-খণ্ডে। তাতেই ইউরোপের অভাবগ্রস্ত খৃষ্টান অনুসারীদের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যায়। তখন থেকেই ইউরোপে জাগতিক উন্নতির চাকা দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকে। অধ্যাপক আযীয আতিয়া তাই লিখেছেন, "Indeed it would not be imprudent to argue that the discovery of America was an indirect by product of the Crusading movement, a byproduct which was symptomatic of the new orientation in world history." অর্থাৎ 'বাস্তবিক এই যুক্তি প্রদান হঠকারিতা হবে না যে, আমেরিকা আবিষ্কার ছিল ক্রুসেড আন্দোলনেরই এক পরোক্ষ অবদান, বিশ্ব ইতিহাসের এক নব বিকাশের রক্ষণমূলক অবদান'।[৩]

আমেরিকা আবিষ্কারের পর কলম্বাস তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'এই আদিবাসীরা খুবই সরল আর সৎ এবং নিজেদের সম্পত্তি অন্যদের দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে খুবই উদার'। তারপরেই মোক্ষম কথাটি তিনি বলেছেন মন্তব্য আকারে, 'হ্যাঁ, এরা দাস হিসাবে চমৎকার। এদের সবাইকে বশে আনার জন্য আমাদের জনাপঞ্চাশেক মানুষই যথেষ্ট। তারপর এদের দিয়ে আমরা যেরকম খুশি সেরকম কাজ করিয়ে নিতে পারব'।[৪]

খৃষ্টানরা অধিকাংশই কলম্বাসের মত ছিল অমানবিক এবং বর্বর। মানবতা, ন্যায়-নীতি, সততা তাদের নিকট থেকে আশা করা সত্যিই ছিল দুরাশা। এই খৃষ্টানদের ন্যায়-নীতি, সততা, মানবতা সম্পর্কে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন History of Bengal গ্রন্থে বলেছেন, "Nothing was unfair to a fanatical christian and fanaticism was the order of day the partic ularly in the comparatively less civilized lands of the West, When a Moor or Muslim happened to be the victim" অর্থাৎ 'কোন ধর্মান্ধ খৃষ্টানের কাছে অন্যায় বলে কিছু ছিল না এবং ধর্মান্ধতা ছিল তখনকার নিয়মনীতি, বিশেষ করে তুলনামূলকভাবে প্রতীচ্যের কম সভ্য দেশগুলিতে অথবা যদি প্রতিপক্ষ হ'ত মুসলমান'।

যে কলম্বাসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে, খৃষ্ট ধর্মের পথ প্রদর্শক হিসাবে, সভ্যতার বর্তাবাহক হিসাবে, মহৎ ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত করা হয়, সেই কলম্বাসের বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা আর লুণ্ঠনের কাহিনী খৃষ্ট জগতের লেখকরা অতি যত্নে ধামাচাপা দিয়ে গেছেন। কলম্বাস বাহিনী শুধু সম্পদই লুণ্ঠন করেনি- যেখানে তারা বসতি স্থাপন করেছিল সেখানকার আদিবাসীকেও নিশ্চিহ্ন করেছে নিষ্ঠুরভাবে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস যখন আমেরিকার হিস্পানিওলাতে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তখন সেখানকার ভূমিপুত্রের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ। মাত্র দুই বছরের মধ্যে কলম্বাস বাহিনীর নির্যাতনের ফলে তাদের সংখ্যা ১ লাখে নেমে এসেছিল। ১৫০৪ সাল নাগাদ এই আদিবাসী বেঁচে ছিল ৬০ হাযার। হিস্পানি ঐতিহাসিক ওভিওর ধারণায় ১৫৪৮ সালে ৫০০ জন ভূমিপুত্র বেঁচে ছিল কিনা সন্দেহ। তাই হিস্পানিওলার আদি অধিবাসীরা আজ ইতিহাস মাত্র।

আমেরিকা আবিষ্কারক কলম্বাসের মত ভারতের জলপথ আবিষ্কারক ভাস্কো-ডা-গামাও ছিলেন ধর্মান্ধ খৃষ্টান, বর্বর

১. *কে,এম, রাইছউদ্দীন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা পৃঃ ৪৮৬।*
২. *ডঃ আশকার ইবনে শাইখ, ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম সংকরণঃ ১৯৯৪), পৃঃ ৪৫। গৃহীতঃ B. de Las Casas, Historia de Las Indias.*
৩. *Aziz S. Atiya, Crusade, Commerce and Culture (Oxford University press, 1962), P. 128.*
৪. *আবুল মোমেন, প্রবন্ধঃ অর্থ দানবরাষ্ট্র কাহিনী, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৮ মে ২০০৩, পৃঃ ৮।*

এবং লুণ্ঠনকারী। গামার সহ-অভিযাত্রীরা মোটেই সভ্য ছিল না। গামার সহ-অভিযাত্রীদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

'লিসবনে জাহাজ আরোহণের সময় লোক নির্বাচন ছিল অসম্ভব। যেতে আগ্রহী-ভবঘুরে, জেল-পলাতক, ঋণগ্রস্ত, সব রকমের অপরাধী; দুরাত্মা-যারা নীতি বিগর্হিত ও চরিত্রহীনতার কারণে দেশে চাকরি পাওয়ার জন্য ছিল অযোগ্য, যাদের পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে পর্তুগাল সরকার নির্বাসনে পাঠাতে ছিল উদগ্রীব তাদের প্রত্যেককে তালিকাভুক্ত করা হ'ল'।[৫]

ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে কালিকট বাণিজ্যবন্দরে পৌঁছা সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, 'ফিরিঙ্গি-বণিকের বাণিজ্য-তরণী কালিকট বন্দরে উপনীত হইবার সময়ে তদ্দেশে নানা জাতি ও নানা ধর্মের নর-নারীর বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত ছিল। ... যে সকল মুসলমান অতি পুরাকাল হইতে মালাবারে বাস করিতেন, তাঁহারা আরব দেশ হইতে সমাগত। তাহাদের সাধারণ নাম মোপ্‌লা। তাহারা ধর্মান্ধ ছিলেন না। যাঁহারা মিশর ও পারশ্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা খৃষ্টবিদ্বেষী হইলেও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। মালাবারে হিন্দু-মুসলমান তুল্যভাবে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভুত্ব লাভ করিতেন।... পুরাকাল হইতে কত বিদেশের বণিক আসিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছে, কেহ কখনও স্বপ্নেও কালিকটের রাজার সহিত কলহ উপস্থিত করে নাই। রাজা এই সকল কারণে রাজ্য রক্ষার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য পালন করিতেন না। সুতরাং পর্তুগালের পক্ষে এরূপ অরক্ষিত ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতিকে বাহুবলে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল। গামা ধর্মকলহের সহিত বাণিজ্য-কলহ মিশ্রিত করিয়া, কালিকটের বন্দরে এক অজ্ঞাতপূর্ব বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কালিকট রাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন'।[৬]

তার পরের ইতিহাস পর্তুগীজদের দানবীয় চরিত্র প্রকাশের ইতিহাস, বাণিজ্যের নামে পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও অকথ্য অত্যাচার-নির্যাতনের ইতিহাস, এতদ্দেশীয় মুসলিম রাজশক্তিকে বারবার বিপন্ন করার ইতিহাস এবং ভারতবর্ষে নির্ণীয়মান মুসলিম স্থলসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সাগর-সাম্রাজ্য স্থাপন-প্রয়াসের ইতিহাস।[৭]

এর পরের ইতিহাস কালিকট থেকে পলাশী অর্থাৎ ১৪৯৮ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫৯ বছর ইউরোপীয় খৃষ্টান বণিক গোষ্ঠী এদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পর্তুগীজ, ডাচ, দিনেমার, ফরাসীদের সাথে পাল্লা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রুসেড পরাজিত খৃষ্টান শক্তি আর মুসলমানদের হাতে ভারতের পরাজিত ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দু শক্তি, বহুকাল পোষিত মুসলিম বিদ্বেষ চরিতার্থের লক্ষ্যে 'দ্বি-পক্ষীয় চুক্তিতে' উপনীত হয়। দু'শক্তির চক্রান্তেই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, যা পুনরুদ্ধার করতে সময় লেগেছিল দীর্ঘ ১৯০ বছর।

আজকের সভ্য বলে পরিচিত ইংল্যাণ্ড ও তাদের সমগোত্রীয়রা পনের শতক থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাতে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। এদের আগ্রাসনের প্রকৃতি ছিল বিচিত্র। এরা কখনো মিশনারী বেশে, কখনো বণিক এবং পর্যটকের পোশাকে, আবার কখনো রণপতি নিয়ে এসব অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। ইংল্যাণ্ড তথা পশ্চিমী আগ্রাসন-নীতির সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন মিঃ জে,বি,যা। তিনি লিখেছেন, 'ম্যানচেষ্টারের পণ্য সম্ভারের জন্য যখন সে (ইংল্যাণ্ড) নতুন কোন বাজার কামনা করে, তখন সে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করে সংশ্লিষ্ট মানুষকে শান্তির বাণী শেখাতে। অধিবাসীদের সাথে সংঘর্ষ বাধে ধর্ম প্রচারকদের, নিহত হয় ধর্মপ্রচারক। শান্তির বার্তাবাহী ধর্ম প্রচারকরা তখন খৃষ্ট ধর্ম রক্ষার জন্য সসৈন্যে আগমন করে, যুদ্ধ করে এবং জয় করে সে দেশটি। আর ঈশ্বরের দান হিসেবে সে বাজারকে লুফে নেয়'।[৮]

আধুনিক সভ্যতার ধারক-বাহক বলে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের প্রথম গভর্ণর ম্যাস ইষ্টোন টেক্সাসও মেক্সিকোর বিরাট অংশ দখলের আগে বলেছিলেন, অ্যাংলো-স্যাকসন জাতির উচিত আমেরিকা মহাদেশের পুরো দক্ষিণ অঞ্চলটা দখল করে নেওয়া। আমেরিকার আধিবাসীদের চাইতে মেক্সিকানরা এমন কিছু উন্নত নয়। সুতরাং তাদের ভূমি দখল না করার কোন যুক্তি আমি দেখি না'।

এর সমর্থনে তাদের খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক বলেছিলেন, 'ঐ আদিবাসীদের মতো অসভ্য, বর্বর এবং নানা পাপে কলুষিত জাতিকে জয় করে আমরা যে সঠিক কাজ করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফল রাষ্ট্রপতিদের একজন থিওডোর রুজভেল্ট তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য স্ট্রেনাস লাইফ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বলাবাহুল্য যে আমাদের জাতীয় ইতিহাস রাজ্য জয় ও বিস্তারেরই ইতিহাস। অধম বর্বরদের হয় পালাতে হবে, নয় পরাজিত হতে হবে- এই তো নিয়ম। কারণ যারা শক্তিধর এবং সভ্য তারা কখনো যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে না'।[৯]

ইতিহাস কিন্তু রুজভেল্টের কথা স্বীকার করে না। মার্কিনীদের জাতীয় ইতিহাস রাজ্য জয়ের হ'লেও তারা কোনদিন সভ্য ছিল না। সভ্যতার মুখোশ পরে শুধু তারা অসভ্যতারই জন্ম দেয়নি, তারা তা লালনও করেছে বিশ্বব্যাপী। মানবতা, ন্যায়-নীতি, সততা এদের অভিধানে নেই। কারণ পশুশক্তিতে বলীয়ান শক্তিধরের শক্তি প্রয়োগ

---

৫. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৮।
৬. শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ফিরিঙ্গী-বণিক, পৃঃ ৭৮।
৭. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৬।
৮. Quoted by chrestopher LLoyd in Democracy and its Rivals, P.-31.
৯. প্রথম আলো, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

করতে কোন অসীলা লাগে না। বর্বর, অসভ্য, ইতর শ্রেণীর পশুরা কখনো হানাহানি এবং যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলে না। ইতিহাস পাঠকরা ভালভাবেই অবগত আছেন, মার্কিনীদের ইতিহাস মাত্র ছয় শত বছরের। এদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার একেবারেই অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ। গর্ব করার মত এদের কিছুই নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় বিশ্ব লুণ্ঠনে সদা তৎপর বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পতিত বৃটেন সাম্রাজ্যবাদ যারা আজকে ইরাক ধ্বংস করেছে, তাদের পূর্ব পুরুষরা যখন টেমস, সীন, দানিয়ুবের তীরে তীরে বন-জঙ্গলে শাখামৃগদের সাথে একসাথে বসবাস করতো, হায়েনা, শুকর ও শৃগালদের উচ্ছিষ্ট নিয়ে টানাটানি করে দিন কাটাতো, তখন ইরাকীরা গড়ে তুলেছিল এক সুমহান উন্নত সভ্যতা। বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশবাদ একথা ভাল করেই জানে যে, তাদের ইতিহাস অত্যন্ত কদর্য, অপরিচ্ছন্ন এবং অপবিত্র। বৃটিশের উত্তরসূরী মার্কিনীরা তাদের আদিবাসীকে বিতাড়িত ও নির্মূল করে আজ তারা সভ্যতার ধারক-বাহক হয়েছে। মার্কিন সংবিধানে ভোগবিলাসের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হ'লেও আজও সেখানে কৃষ্ণাঙ্গরা যথাযথ মর্যাদা পায় না। ১৮৯২ সালে যখন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশত বছর পূর্তি উৎসব চলছিল, তখন এক মার্কিন হর্তাকর্তা ধনী ব্যক্তি বলেছিলেন, 'এ উৎসব আমাদের সভ্যতা প্রকাশের উৎসব। মহৎ ব্যক্তিদের আরাম, আয়েশ, আনন্দ, বিলাস আর ক্ষমতা অর্জনের উৎসব'।

এর পেছনে বিগত ৪০০ বছরের যে অগণিত অত্যাচার-নির্যাতন, লুণ্ঠন, বিতাড়ন, মৃত্যু, কান্না, রক্তপাত, নিশ্চিহ্নকরণের নিষ্ঠুর ইতিহাস আছে তা ছাপিয়ে আরাম আয়েশ আনন্দ, বিলাস আর ক্ষমতা অর্জনের এসব কথা বলা হয়েছে। বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিনীদের আগ্রাসন, লুণ্ঠন আর পররাজ্য দখল এগুলি হচ্ছে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য। কারণ ভূমি ও ইতিহাসের প্রতি তাদের কোন অঙ্গীকার নেই। যাবতীয় অন্যায়ের জন্য তাদের কোন অনুশোচনা নেই। সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত মানুষের মহত্তম অর্জনসমূহ ইঙ্গ-মার্কিনীরা যেভাবে পদদলিত করছে, যেভাবে অর্থহীন করে তুলছে সভ্যতা-মানবতা ও মানবাধিকারের ধারণা সমূহকে, তাতে একথা বললে কি অন্যায় হবে যে, প্লেটো, এরিষ্টটল, রুশো, ভল্টেয়ার, জেফারসন, লিংকন, রাসেল প্রমুখদের তত্ত্ব দর্শনের ধারণা আজ ভিত্তিহীন?

উল্লেখ্য যে, ১২০৬ সালে বর্বর মোঙ্গলরা তেমুজিন চেংগিস খানকে বরণ করে নিয়েছিল তাদের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে। সে সময় ঘোষণা করা হয়েছিল, যেমন 'মোংগল প্রভুত্বের অধীনে একীভূত করা হবে সমগ্র পৃথিবীকে, আসমানে উদিত হবে একক সূর্য, যমীনে তেমনি একক প্রভু হবে চেংগিস খান'।[১০] ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে চেংগিস খানের পৌত্র হালাকু খান এক লক্ষ বিশ হাযারের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করেছিল বাগদাদে, ধ্বংস করে দিয়েছিল সবকিছু।[১১]

বর্তমান সমরশক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ১৯৮৮ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর বলেছিলেন, 'এ শতাব্দীকে বলা হয় আমেরিকান শতাব্দী। কারণ আমরা সক্ষম হয়েছি পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে। আমরা আরো একটি নতুন শতাব্দীর দারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এবার তাহ'লে কোন নাম বহাল করবে এ নতুন শতাব্দী? আমি বলতে চাই একবিংশ শতাব্দীও হবে আরেকটি আমেরিকান শতাব্দী'।

২০০১ সালে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলের নামে আফগানিস্তানে হামলার পূর্বে পিতার কথার সূত্র ধরে পুত্র জুনিয়র বুশের মুখে সগর্বে উচ্চারিত হয়েছিল, 'যারা সন্ত্রাস দমনে আমাদের সমর্থন জানাবে, তারা আমাদের বন্ধু। যারা সমর্থন করবে না, তারা শত্রু'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর চেংগিস-হালাকু খানদের মতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যারা বিশ্বকে পদানত করার জন্য নানা-ছলছুঁতায় বিভিন্ন দেশে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। নব্য ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করা। কারণ নব্য ক্রুসেডার বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ এটা ভাল করেই জেনেছে যে, পুঁজিবাদের মরণকাল এসেছে, সমাজতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে, বর্ণবাদের অবলুপ্তি ঘটছে, উপনিবেশবাদ বিদায় নিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং অব্যাহতগতিতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সত্যানুসন্ধানী খৃষ্টানরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ক্রুসেডারদের নিখাদ বিশ্বাস মুসলমানদেরকে এখনই প্রতিহত না করতে পারলে ইসলামের তাওহীদী কালেমা অচিরেই সারা বিশ্বকে অধিকার করে নিবে। কারণ আদর্শিক সংগ্রামে নব্য ক্রুসেডার ইঙ্গ-মার্কিনী শক্তি ইসলামের মোকাবেলার কোন প্রতিরোধই দাঁড় করাতে সক্ষম হবে না। তাই তারা সন্ত্রাস দমনের ধুয়া তুলে মুসলিম শক্তি নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীকে শাসন-শোষণ-ত্রাসন ও লুণ্ঠন করতে চাচ্ছে।

বর্তমান ক্রুসেডারদের বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ শতকের পর এ পর্যন্ত ৫০টিরও অধিক রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালিয়েছে। এ শতকের শুরুতে 'Operation Infinite Justice' নামে তারা আফগানিস্তান দখল করেছে, 'Operation Iraq Freedom' নামে তারা ইরাকের দখলদারিত্ব গ্রহণ করেছে, প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র গঠন ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ইসরাঈলের মাধ্যমে ইহুদীদের বহু সাধের 'Kingdom of David' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে। আর এর পিছনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইন্ধন দিচ্ছে পতিত বৃটিশ

১০. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪১।

১১. হাসান আলী চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৪৯৩।

সাম্রাজ্যবাদ। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘদিনের পোষিত স্বপ্ন হ'ল মুসলমানরা যেন কোনক্রমেই শির উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

ইতিহাস সচেতন পাঠকরা একথা ভাল করেই অবগত আছেন যে, বৃটিশের কারণেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর তুর্কী অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আজকের ইঙ্গ-মার্কিনীদের দ্বারা পদদলিত ইরাকও ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম বিশ্বের অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও ঐক্যকে বিভক্ত করার জন্যই বৃটিশ ও পাশ্চাত্য খৃষ্টান শক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ষড়যন্ত্র করে গেছে। মুসলিম তুরস্কের বিপর্যয়ে উৎফুল্ল হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন ১৯২৪ সালে দাম্ভিকতার সুরে বলেছিলেন, 'আসলে আমরাই তুরস্কের পতন ঘটিয়েছি এবং তুরস্ক আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কেননা আমরা তার আধ্যাত্মিক শক্তি ইসলাম ও খেলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছি'। চৌদ্দ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত তুর্কী খেলাফত গৌরবের আসনে মাথা উঁচু করে থাকলেও বিশ শতকে তুরস্ককে স্রেফ পশ্চিমের একটা বশংবদ রাষ্ট্র বলা চলে। বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা যখন খৃষ্টান সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তার প্রতিমন্ত্রী স্যার ডগলাসকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করা এবং তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা খর্ব করার পশ্চিমা পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছিলেন। চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল 'হংকং মুসলিম হেরাল্ড '৯০ এর জুন সংখ্যায়। তিনি বলেন, 'বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সরকার এবং তার মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের এই নীতি অনুসরণ করব। কেননা ইউরোপের বুকে কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে সহ্য করা হবে না। অধিকন্তু সাবেক রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান যোদ্ধাদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল করেছি বিশ্বের অপর কোন স্থান যেমন বসনিয়া হার্জেগোভিনার ব্যাপারে একই ভুল হ'তে দিতে পারি না'।

ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বৃটিশরা ছিল চিরদিন বদ্ধপরিকর। বৃটিশ সরকারের এককালের মুখপাত্র লর্ড ক্রোমার তার 'History of Modern Egypt' গ্রন্থে লিখেছেন- "We shall not tolerate for a single moment the establishment for an independent islamic state anynhere in the world." অর্থাৎ 'দুনিয়ার কোথাও কোন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও বরদাশত করব না'। মুসলমানদের ঈমানী জাযবা ও মুসলমানীত্ব বিনাশ করে তামাম দুনিয়াতে পাশবিক শক্তি দিয়ে রাজত্ব করার অভিপ্রায়ে এই বৃটিশরাই মুসলমানদের হাত থেকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেছিল। ভিক্টোরিয়ান যুগে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাড ষ্টোন এক হাতে কুরআনুল কারীম তুলে ধরে কমন্সসভার সদস্যদের জানিয়েছিলেন, 'মিসরীয়দের (মুসলমানদের) হাতে যতদিন এই পুস্তক থাকবে, ততদিন আমরা মিসরে নিরিবিলি শান্তিতে থাকতে পারব না'।[১২]

বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে, প্রতিদিন ফিলিস্তীনী জনগণকে পাইকারীহারে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, এর জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী এই বৃটিশরাই। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া 'ইসরাঈল' নামক জারজ রাষ্ট্রের জন্মের পিছনে বৃটিশরা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় অভিশপ্ত ইহুদী জাতি বৃটিশদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল সর্বদিক দিয়ে। প্রতিদান হিসাবে বৃটিশরা ইহুদী জাতিকে ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠনে প্রতিশ্রুতি দেয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসান নদভী লিখেছেন,

'বিশ্ব সমরে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল ইহুদী ধনকুবেরগণও। তারা ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি সম্পাদনা করেছিল। সে চুক্তি মোতাবিক তাদেরকে ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত করবে বলে ইংরেজরা তাদেরকে কথা দেয়। এ গোপন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারী মিষ্টার ব্যালফোর ২ নভেম্বর ১৯১৭ ইং সালে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ঘোষণাকে 'ব্যালফোর ঘোষণা' বলা হয়। দুঃখের বিষয় এ ঘোষণা দ্বারা ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী রাষ্ট্র কায়েম হয়'।[১৩] তাই ইতিহাস প্রমাণ করে পৃথিবী থেকে মুসলমানদেরকে উৎখাত করার পরিকল্পনা হচ্ছে বৃটিশদের আজন্ম লালিত বাসনা।

একথা নির্জলা সত্য যে, স্পেনে পরাজিত মুসলিম জনগণের সঙ্গে ইউরোপীয় ধর্মান্ধ খৃষ্টান শক্তি অর্থাৎ ক্রুসেডাররা যে অমানবিক অন্যায় করেছিল, তার ফলশ্রুতিতে আটশত বছর একাদিক্রমে শাসন করার পরও স্পেনের মাটিতে একটি মুসলমানও জীবিত ছিল না। বিশ্বব্যাপী মুসলিম বিদ্বেষী শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পদলেহনকারী পতিত বৃটিশ উপনিবেশবাদ এবং তাদের পোষ্য ইসরাঈলের বর্তমান সম্মিলিত বর্বর আক্রমণ, ভূমি দখল, লুণ্ঠন, তার লক্ষ্য ও আচরণ হুবহু সেদিনের সেই স্পেনের মতই। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ফার্ডিন্যাণ্ড-ইসাবেলার লক্ষ্য ছিল স্পেনকে নিরংকুশভাবে ইসলাম ও মুসলমানমুক্ত করা। আর আজ বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণদের লক্ষ্য হ'ল পুরো পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য মুসলিম উম্মাহকে উৎখাত করে দেয়া।

বর্তমান আফগানিস্তান, ইরাক, সঊদী আরব, মরক্কো প্রভৃতি স্থানে আত্মঘাতী (আত্মঘাতী না বলে আত্মত্যাগী বলাই

১২. মুহাম্মদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃঃ ২৭।
১৩. আবুল হাসান নদভী, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইজ্জত কা'বা, পৃঃ ১৩৯।

সুন্দর শুনায়) বোমা হামলা ও বিভিন্ন জনপদে সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন, এটাই প্রমাণ করে যে জনগণের ভিতর বৃটিশ-মার্কিনী বিদ্বেষ ও সেন্টিমেন্ট কতটা প্রকট। এখন এমন কাল অতিবাহিত হচ্ছে যে, ইঙ্গ-মার্কিনীদের হত্যা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, মহাপুণ্যের কাজ, অনন্ত জান্নাত লাভের প্রেরণা। বর্তমানে ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিনীদের বর্বর হামলা, ভূমিদখল ও তেলসম্পদ লুণ্ঠন শুধু মুসলিম বিশ্বকেই ভাবিয়ে তুলেনি; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে আতংকিত করে তুলেছে। ইরাক দখলের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী সেন্টিমেন্ট মুসলিম বিশ্বে যেভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, ইঙ্গ-মার্কিনীরা ইরাক ত্যাগ না করলে তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ইরাকের আকাশসীমা ছাড়িয়ে প্রতিশোধের দাবানলের মত ছড়িয়ে যেতে পারে অন্যত্র, এমনকি আটলান্টিকের ওপারেও।

একাদশ শতকের রোমীয় ধর্মরাজ্যের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে যোগদানকারী ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানীর ক্রুসেডার ওলটার, পিটার, গডফ্রে, বলডুইন, বোহেমণ্ড, পনের শতকের পর্তুগালের মুসলিম বিদ্বেষী রাজকুমার হেনরী, ভাস্কো-ডা-গামার, পর্তুগাল অধিপতি রাজা ম্যানুয়েল, ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের আশীর্বাদকারী স্পেনের মুসলিম নিধনকারী ফার্ডিন্যাণ্ড-ইসাবেলার মত ধর্মান্ধ খৃষ্টানরা যেমন মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনি, একবিংশ শতকের নব্য ক্রুসেডার বুশ-ব্লেয়ার শ্যারণদেরকেও অনন্তকাল ধরে মানুষ শুধু ঘৃণাই জানাবে।

নদী যেমন এঁকেবেঁকে চলে ইতিহাসও ঠিক তেমনি কখনো সোজা পথে রচিত হয়নি। রোম পারস্য পরাজিত হয়েছিল বেদুইন আরবের কাছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকার নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণের কাছে, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ঘটেছে বাকরুদ্ধ জনগণের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের ফলে। আর মার্কিনীদের পতনের পদধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া ও সোমালিয়াসহ পৃথিবীর সর্বত্র। বর্তমানে দোর্দন্ড প্রভাবশালী স্বঘোষিত নব্য ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় হবে ইতিহাসের আঁকাবাঁকা নিয়মেই। কারণ ইতিহাস একরৈখিক ধারায় কখনো বিকশিত হয় না, ইতিহাসের পথ বহুরৈখিক, বন্ধুর, আঁকা-বাঁকা এটি চির সত্য। অতএব খুব বেশী দিন দূরে নয়; যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনামের মত লেজ গুটিয়ে ভিজে ইঁদুরের মত নিজেদের গর্তে ঢুকতেই হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগণে হামলা এটাই প্রমাণ করে মার্কিনীরা আসলে কাগুজে বাঘ। এই কাগুজে বাঘের বিরুদ্ধে লড়তে মুসলমানদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাই মুসলিম ঐক্যই আজ সময়ের দাবী। এছাড়া নব্য ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচার কোন বিকল্প পথ নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ মাথাপিছু ২৮ হাযার টাকার ঋণ ও অনুদান!

হারুনুর রশীদ

১৯৭১ থেকে ২০০১, এই ৩০ বছরে বাংলাদেশ ঋণ ও অনুদান পেয়েছে ৩৭ বিলিয়ন ৭১৩ মিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২ লাখ ১৮ হাযার ৭৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১ লাখ ১৪ হাযার ৪২২ কোটি টাকা এবং অনুদান হচ্ছে ১ লাখ ৪ হাযার ৩০৭ কোটি টাকা। ঋণদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঋণ পাওয়া গেছে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ৭ বিলিয়ন ৬৭ মিলিয়ন ডলারের মতো। আর অনুদানদাতাদের শীর্ষে রয়েছে জাপান। জাপান থেকে সাহায্য অনুদান পাওয়া গেছে ৬ বিলিয়ন ৪৯ মিলিয়ন ডলার পরিমাণ। এই ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ হালনাগাদ হিসাব করলে তা ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ২ লাখ ৪০ হাযার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এর পাশাপাশি এনজিওরাও দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদির নামে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। তারা যদি গত ৩৩ বছর যাবৎ বার্ষিক গড়ে মাত্র ৪০ কোটি ডলার বা ২০০০ কোটি টাকা হিসাবেও এনে থাকে তাহ'লে তারাও এ যাবৎ এনেছে ৬৪ হাযার কোটি টাকা পরিমাণ দান-অনুদান।

অর্থাৎ বাংলাদেশের রফতানী বাবদ আয় ও বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়াই সরকারী ও এনজিও খাতে ঋণ, অনুদান ও দান বাবদই এদেশে এসেছে ২ লাখ ১৮ হাযার ৭৩৫ কোটি + ৬০ হাযার কোটি = ২ লাখ ৭৮ হাযার ৭৩৫ কোটি টাকা। অবশ্যই এই পরিমাণ কোন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো পরিমাণ নয়। বাংলাদেশ যখন ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়, তখন বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি। এখন তা ১৪ কোটির মতো। এদেশের গড় লোক সংখ্যা যদি ১০ কোটিও ধরা হয়, তাহ'লেও দেখা যাবে যে, উক্ত বিদেশ লব্ধ টাকা যদি জনগণের মধ্যে স্রেফ সমভাবে বন্টনও করে দেয়া হ'ত, তাহ'লে বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষ পেতো ২৮০০০ (আটাশ হাযার) টাকা করে। অর্থাৎ এক একটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার পেতো ১,৪০,০০০ টাকা হারে এবং ফলে বাংলাদেশে আর কোন দরিদ্রই অবশিষ্ট থাকতো না। কিন্তু কার্যত তা কি হয়েছে? হয়নি। এর ওপর তো রয়েছে বাংলাদেশের নিজস্ব বাজেট।

তাহ'লে এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ ও দান-অনুদান আসছে এবং প্রতিবছর হাযার হাযার কোটি টাকার জাতীয় বাজেট হচ্ছে, এর ফলে আসলে উপকৃত হচ্ছে কে বা কারা? এনজিওদের প্রধান কর্মসূচীই তো হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানও বলেছেন, তার প্রায় ৫২ হাযার কোটি টাকার বার্ষিক বাজেটেরও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন। অথচ এতো ফাণ্ডের পরও

কেন বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের পর্যায়ে নেমে এসেছে? লক্ষণীয়, আজ থেকে ৩৩ বছর আগেও বাংলাদেশ দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ ছিল না। অথচ সরকার ও এনজিওরা মিলে দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এনে 'দারিদ্র্য বিমোচন'-এ তৎপর হওয়ার ফলশ্রুতিতেই আজ বাংলাদেশের এই দশা হয়েছে। গরীবরা এ টাকার সুফল পায়নি। তাই বলে এই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তো আর মন্ত্রপূত টাকার মত বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। এ টাকা তো নিশ্চয়ই গিয়েছে কারো না কারো পকেটে। কারা তারা?

হিসাব করে দেখা যায় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ৩২ বছরে বাস্তবিকই লাভবান হয়েছেন সর্বমোট ১০ লাখের মতো মানুষ এবং তাদের ঘরেই গিয়েছে দেশ-বিদেশের এসব টাকা বা টাকার বেনিফিট, তাদেরই গড়ে উঠেছে সম্পদের পাহাড়। তাদের সকলেই এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। বলাবাহুল্য, এসব কোটিপতির মধ্যে রয়েছেন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এনজিও মালিক, সরকারী আমলা-কর্মচারী (পুলিশসহ), মাস্তান-চাঁদাবাজ-পেশাদার খুনী প্রমুখ এবং রাজনৈতিক নেতা-ক্যাডাররা।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের উল্লিখিত ১০ লক্ষ কোটিপতির সিংহভাগই নাকি হচ্ছেন সরকারী আমলা-কর্মচারী। এদের মধ্যে নাকি রয়েছেন সচিব-অতিরিক্ত সচিব থেকে শুরু করে নিম্নে টেলিফোনের লাইনম্যান, বিদ্যুতের মিটার রিডার ও পুলিশের কনস্টেবল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের অনেক ছোট বড় ব্যক্তিত্বও নাকি এই পর্যায়ভুক্ত। এদের কোটিপতি হওয়ার মূল চাবিকাঠিই নাকি ঘুষ-দুর্নীতি, বখরাবাজি ও আত্মসাৎ। এদের ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপারটা নাকি একদম খোলাখুলিই এবং প্রায়শ জবরদস্তিমূলকও বটে। এদের উপরের দিকের অনেকে নাকি দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থরক্ষার বিনিময়েও মোটা অংকের অর্থ পেয়ে থাকেন। বিদেশলব্ধ অর্থ ও সরকারী বাজেটের একটা বৃহৎ অংশই নাকি ঢুকে যায় এসব সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পকেটে।

ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অধিকাংশেরই টাকার পাহাড় নাকি গড়ে উঠেছে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং-এর কারসাজি, ফটকাবাজারী, চোরাচালানী, ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের যোগসাজশে বিভিন্ন কাজ কন্ট্রাক্ট সাপ্লাই, ইজারা ইত্যাদি বাগানো, বিভিন্ন প্রকার আণ্ডারগ্রাউণ্ড কারবার এবং সর্বোপরি ডিউটিট্যাক্স ফাঁকি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশী ঋণ অনুদান আয়ের একটা বড় অংশও এরাই নাকি বাগিয়ে ফেলে। বাংলাদেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও সমাজকল্যাণ বিভাগের অনুমোদনপ্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যা আনুমানিক ৮ থেকে ১০ হাযার। পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ, এর মধ্যে ১৬৭৫টির মত নাকি কাজ করছে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে। এরা নাকি এ যাবৎ ১ কোটি ৯ লাখ নারী ও ১৮ লাখ পুরুষকে 'ঋণ' প্রদান করেছে। বলাবাহুল্য, এসব ঋণ গ্রহীতাদের প্রত্যেকের পেছনেই রয়েছে এক একটি পরিবার। এমতাবস্থায় এই ঋণের ফলশ্রুতিতে যদি বাস্তবিকই দারিদ্র্য বিমোচন হ'ত তাহ'লে তো এ যাবৎ অন্তত ওই ১ কোটি ২৭ লক্ষ পরিবার, তথা ৬ কোটি আদম সন্তানের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আর তাই-ই যদি হ'ত, তাহ'লে তো বাংলাদেশের নামও আর বিশ্বের দরিদ্রতম দেশসমূহের তলায় পড়ে থাকত না। কিছুটা হ'লেও উপরে উঠে আসত। বলা বাহুল্য, দরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, লিঙ্গ ভারসাম্য ইত্যাদি অজুহাতে এনজিও মালিকরা বিদেশ থেকে যে টাকা আনে, তার সিংহভাগই নাকি চলে যায় তাদের নিজেদেরই পকেটে। কার্যত এনজিওদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই নাকি প্রাপ্ত টাকার ৫০% থেকে ৬০% পর্যন্ত মেরে দিলেও তা ধরার কোন উপায়ই থাকে না। কাগজ-পত্রে হিসাবটা মিলিয়ে রাখলেই চলে। যেসব এনজিও কর্মরত আছে, তাদের অধিকাংশ মালিকই নাকি কোটি কোটি টাকার অধিকারী হয়ে পড়েছেন। চাঁদাবাজ-মাস্তান-পেশাদার খুনীদের কোটিপতি হওয়ার পদ্ধতি তো সকলেরই জানা। বাংলাদেশের টপটেরর ও গডফাদারদের প্রত্যেকেই নাকি কোটি কোটি টাকার মালিক।

ক'দিন আগে এক সেমিনারে বিএনপি-র সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশের রাজনীতি এখন কোটিপতিদের হাতে চলে গেছে। এটাও সর্বজনবিদিত বিগত জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত যে, বাস্তবিকই নির্বাচিত হওয়ার আশায় নির্বাচন করতে হ'লে, প্রত্যেক প্রার্থীকে অবস্থাভেদে ১ কোটি থেকে শুরু করে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বাজেট নিয়েই নামতে হয়। আগামী ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনেও নাকি যাঁরা অন্ততঃ ২ কোটি টাকা খরচের ক্ষমতা রাখবেন না, তাঁদের পক্ষে ওই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে শোনা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর ৮০-এর দশক থেকে এযাবৎ যাঁরা মন্ত্রী-এমপি হয়েছেন কিংবা প্রধান কোন দলের কেন্দ্র, জেলা বা থানা পর্যায়ের শীর্ষ নেতা হয়েছেন, তাঁদের ৯০%-ই নাকি কোটিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিগত চার আমলে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন, অথচ কোটিপতি হননি, এমন মাননীয় ব্যক্তি বাস্তবিকই ক'জন আছেন? ওয়াকেফহাল মহলই এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, তাঁদের অর্থসম্পদের একটা বড় অংশই বিদেশী ঋণদান অনুদান থেকে আহরিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক

নেতা-ক্যাডার, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এনজিও মালিকদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অর্থ সম্পদ ও লাইফ স্টাইলের সঙ্গে তাঁদের বৈধ আয়ের পরিমাণ মিলিয়ে দেখলেই নাকি স্পষ্ট হয়ে যাবে, তাঁদের স্বনামে বেনামে অর্জিত অর্থ সম্পদ ও রাজকীয় জীবন ধারার কতটা ন্যায়লব্ধ এবং কতটা অন্যায়লব্ধ।

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং ও তাঁর অনুসারী-বশংবদরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বর্তমান জোট সরকারের আমলে কোন দেশ বা দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশকে কোনরূপ ঋণ অনুদান বা সাহায্য-সহযোগিতা না দেয়। তাঁদের ব্যাপক প্রোপাগান্ডার ফলে দাতা গোষ্ঠীরা বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি, ঋণ-অনুদান ইত্যাদির যথার্থ সদ্ব্যবহারে অক্ষমতাসহ বিভিন্ন ব্যাপারে প্রবল উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার পরও বিশ্ব ব্যাংকই সম্প্রতি বাংলাদেশের জন্য ৫৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণ অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৩০ কোটি ডলার বা প্রায় ১৮০০ কোটি টাকাই দেওয়া হচ্ছে সর্বাত্মক দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়ন সহায়তা হিসাবে। বাকি ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যাংকিং খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে আইএমএফও মঞ্জুর করেছে ৪৯ কোটি ডলার, বাংলাদেশী টাকায় যার পরিমাণ প্রায় ২৯০০ কোটি টাকা। এছাড়াও জাপানসহ আরো কিছু দেশ ও সংস্থার ঋণ-অনুদান পাইপ লাইনে রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, 'সর্বাত্মক দারিদ্র্য নিরসন কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা' বাবদ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ১৮০০ কোটি টাকার কতটা সত্যিকার দরিদ্রদের দারিদ্র্য নিরসনে ব্যয়িত হবে, আর কতটা কৌশলে চলে যাবে অন্যদের পকেটে? আই এমএফ যে ঋণ দিচ্ছে, তারও অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে 'অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা'। এক্ষেত্রেও বা আসলে কাদের কোন কৌশল বাস্তবায়িত হবে? পল্লী অবকাঠামোগত উন্নয়নের টাকাও শহুরে রাঘব বোয়ালদের পেটে চলে যাবে না তো? এবছর (২০০৩-২০০৪) প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য ৬/৭ হাযার কোটি টাকার বিদেশী ঋণ-দান-অনুদানও সেভাবেই ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে না তো, যেভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা ও আত্মসাৎকৃত হয়ে এসেছে গত ৩২ বছর ধরে প্রাপ্ত প্রায় ৩০,০০,০০ কোটি (তিন লক্ষ কোটি) টাকার মত? না হওয়ার কি কোন গ্যারান্টি আছে? আর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ দাতা গোষ্ঠীরাও কি বাস্তবিকই চায় এদেশের দরিদ্রতা দূর হোক, সুশাসন ও আইন-শৃংখলা কায়েম হোক? এদেশ স্বনির্ভর হোক? নাকি মুখে মুখে সুবচন ঝাড়লেও তারাও অন্তরে অন্তরে চায়, দুর্নীতিবাজ দেশপ্রেমহীন, মূল্যবোধহীন, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ, আমলা-এনজিও মালিক ও তথাকথিত ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাই বহাল থেকে তাদের তল্পিবহন করুক? তাদের দাস্যবৃত্তি করুক? এদেশে মওজুদ থাকুক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দেশ প্রেমহীন-চরিত্রহীন অথচ শক্তিশালী ও ধনবান একটি দালাল বা কম্প্রাডোর শ্রেণী?

॥ সংকলিত ॥

আল্লাহ্র পথে ব্যয়ঃ একটি পর্যালোচনা

*মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন**

আল্লাহ পাক দুনিয়া পরিচালনার স্বার্থেই মানুষের মধ্যে অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঐ প্রবণতা অধিক হয়ে যখন কৃপণতার পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিন্দনীয় হয়। সঞ্চয়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে খরচের প্রবণতাও দান করা হয়েছে। মানুষ যেমন সঞ্চয় করে আনন্দ পায়, তেমনি খরচ করেও তৃপ্তি পায়। এই সঞ্চয় ও ব্যয় যখন সঠিক ও সৎ পথে হয়, তখন তা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির কারণ হয়। মানুষ সাধারণতঃ দু'ভাবে ব্যয় করে থাকে। এক- দুনিয়াবী স্বার্থে ও আনন্দ উপাচারে। দুই- পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ্র ওয়াস্তে। প্রথমোক্ত ব্যয়ের প্রতিই মানুষের সহজাত আগ্রহ সর্বদা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দানের মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, সে জান্নাত পাওয়ার যোগ্য হবে কি-না। ধন-সম্পদ যার যত বেশী তার পরীক্ষা তত বেশী ও কঠিন। দুনিয়া ও আখেরাতে তার হিসাবও তত বেশী ও কঠিন হবে।[১]

আলোচ্য নিবন্ধে আল্লাহ্র পথে দান এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

দান-খয়রাতঃ

আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কুরআন মাজীদে কোথাও إِنْفَاقٌ শব্দে, কোথাও إِطْعَامٌ শব্দে, কোথাও صَدَقَةٌ শব্দে এবং কোথাও الزَّكٰوةُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, إِطْعَامٌ، إِنْفَاقٌ، صَدَقَةٌ প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যাপক অর্থবোধক এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, ওয়াজিব কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক না কেন। অপরদিকে ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কুরআনে একটি স্বতন্ত্র শব্দ الزَّكٰوةُ ব্যবহার হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ ছাদাক্বাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[২]

দানশীলের মর্যাদাঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করে তারা, যারা মুত্তাক্বী

* বি,এ (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ৯।

২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ), তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১৪৩ পৃঃ।

(বাক্বারাহ ৩; আলে ইমরান ১৩৪), যারা বিনয়ী *(হজ্জ ৩৫)* এবং যারা প্রকৃত মুমিন *(আনফাল ৩)*। তাদের প্রতি আল্লাহ সুদৃষ্টি রাখেন *(আলে ইমরান ১৭)*। বস্তুতঃ আল্লাহ দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার *(আহযাব ৩৫)*।

দানের ফযীলতঃ

যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত- যেমন একটি শষ্যবীজ, তা থেকে উৎপন্ন হ'ল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হ'ল) একশ' করে দানা *(বাক্বারাহ ২৬১)*। অতএব এর ফল দাঁড়াল এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল। উল্লেখ্য, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট, কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা এ তিনটির যেকোন একটি বিষয়ের অভাব হ'লে হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানা উৎপন্নের ন্যায় ফলনশীল হবে না।[৩] বর্ণিত দৃষ্টান্তে বুঝা গেল হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, যিনি ব্যয় করবেন তাকে ব্যয়ের রীতি জানতে হবে এবং যোগ্য পাত্রে ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না। মহানবী (ছাঃ) বলেন, ...আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না- আল্লাহ স্বীয় ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। তোমাদের কেউ যেমন একটি ঘোড়াশাবক লালন-পালন করে সেরূপ আল্লাহ উহা দাতার জন্য প্রতিপালন করতে থাকেন, যতক্ষণ না তা পাহাড় পরিমাণ হয়'।[৪]

কারা এ ফযীলতের অধিকারী?

দান-খয়রাতের ফযীলত তারাই পাবে, যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতঃ সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং সেজন্য কাউকে কষ্টও দেয় না *(বাক্বারাহ ২৬২)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলি সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করে ফেল না, যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না' *(বাক্বারাহ ২৬৪)*। আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা ধন-সম্পদ হ'তে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত অর্থ-সম্পদ ব্যয় কর না। তবেই তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন রকমের অন্যায় করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২৭২)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যায়েদ ইবনে ক্বায়েসের তাবূক অভিযানে যাওয়া সম্পর্কে তার মনোভাব জানতে চাইলেন, তখন সে বলল, আমি রোমীয় সুন্দরী রমণীদেরকে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারব না, ফিৎনায় পতিত হব। কাজেই আমাকে এই অভিযানের বাইরে থাকার অনুমতি দিন। আমি এই অভিযানে অর্থ সাহায্য করব। তার এই অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৫] 'হে নবী! আপনি (মুনাফিকদের) বলে দিন, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক তোমাদের পক্ষ হ'তে তা আদৌ গৃহীত হবে না। (কেননা) তোমরা সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়। বস্তুতঃ তাদের অর্থ সাহায্য গৃহীত না হবার প্রতিবন্ধক এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে কুফরী করে, ছালাতে শৈথিল্যের সাথে আসে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে' *(তওবা ৫৩-৫৪)*।

দান-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলীঃ

দান গ্রহণীয় হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা হ'ল-

(ক) আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ছাঃ) ও পরকালে বিশ্বাসী হ'তে হবে (খ) সম্পদ হালাল হ'তে হবে (গ) আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ ও নেকীর প্রত্যাশী হ'তে হবে (ঘ) ব্যয়ের রীতি জানা (ঙ) যোগ্য পাত্র (চ) কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান না করা (ছ) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হওয়া (জ) পার্থিব কোন উদ্দেশ্য না থাকা।

দান গ্রহণীয় হওয়ার দৃষ্টান্তঃ

উল্লিখিত শর্তাবলী যে দানের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তার উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের ন্যায়, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল ফলে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট *(বাক্বারাহ ২৬৫)*। তাতে ফুল-ফল হয়ে থাকে। কোন বছরই ফলশূন্য হয় না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের দান-খয়রাত কখনো পুণ্যহীন হয় না, এমনকি দান কবূলের শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে ব্যয়কৃত বস্তু পরিমাণে অল্প হ'লেও তা আল্লাহ্‌র নিকটে বিরাট স্তুপাকারে পরিগণিত হয়।

দান বরবাদ হওয়ার দৃষ্টান্তঃ

পূর্বে বর্ণিত শর্তাবলী যে দানের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না তার উদাহরণ এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, যার উপরে কিছু মাটি জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই *(বাক্বারাহ ২৬৪)*। অর্থাৎ দান কবূলের শর্তাবলী না থাকার কারণে দাতা কোন ছওয়াব পাবে না।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও আল্লাহ পাক একটি উদাহরণের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ পসন্দ করবে কি যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে। বাগানের নীচ দিয়ে পানির নহর সমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সকল প্রকার ফল-ফসল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও

৩. তদেব।
৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৮৮ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
৫. আনওয়ারুত তানযীল, পৃঃ ৪২১।

শক্তিহীন সন্তান-সন্ততিও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্যে নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর' *(বাক্বারাহ ২৬৬)*।

ঐ ব্যর্থ দানশীলদের অবস্থা ক্বিয়ামতের দিন এরূপ হবে। লোক দেখানো দানের কারণে তার সমস্ত পুণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ ঐ উপমার দ্বারা বলতে চান যে, তোমরা কেউ কি চাও যে, তোমাদের অবস্থা ঐ বৃদ্ধের মত হোক?

কিরূপ বস্তু দান করবে?

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّآ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ করো না। কেননা (এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাদেরকে দেওয়া হ'লে) তা তোমরা নিজেরা গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও সে কথা ভিন্ন। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। বাস্তবে দেখা যায় উৎপন্ন শস্য হ'তে মসজিদ-মাদরাসা কিংবা কোন অভাবী ফকীর-মিসকীনকে এমনকি যাকাত, ওশর দেওয়ার সময় দাতা নিম্নমানের যেমন আবর্জনা মিশ্রিত, পোকালাগা ইত্যাদি শস্য দিয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু হ'তে ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর (সেটা কি ধরনের বস্তু) আল্লাহ তা জানেন' *(আলে ইমরান ৯২)*।

মনে রাখা দরকার যে, উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মূলতঃ উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে তার নিকটে যা আছে ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

দান কখন করতে হবে?

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ-

'(হে নবী!) আমার মুমিন বান্দাদের বলে দিন, তারা ছালাত কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা-কেনা ও বন্ধুত্ব নেই' *(ইবরাহীম ৩১)* এবং কোন সুপারিশও নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৪)*। অর্থাৎ ক্বিয়ামত আসার পূর্বে। আল্লাহ আরো বলেন, 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহ'লে আমি ছাদাক্বাহ করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম'? *(মুনাফিকূন ১০)*। এটা শুধু তার কথার কথা মাত্র। কারণ এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত কর না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল, এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অমুক কাজে ব্যয় কর'।[৬] তখন তা গ্রহণ করা হবে না। আর মৃত্যু হয়ে গেলে তো কোন কথাই নেই। তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান ছাদাক্বাহ।[৭]

দান করার পদ্ধতিঃ

ক. দানের পরিমাণঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ- 'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমাণ) ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ২১৯)*। (আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে) 'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহ'লে তুমি (ব্যয়কুণ্ঠের কারণে) তিরস্কৃত ও (মুক্তহস্তের কারণে) নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে' *(বনী ইসরাঈল ২৯)*।

খ. দানের খাতঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

'তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তারা কি ব্যয় করবে? বলে দাও, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর তা হবে পিতা-মাতার, আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীম-অনাথদের, অসহায়দের এবং মুসাফিরদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২১৫)*। 'খয়রাত ঐসব গরীব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ্র পথে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না' *(বাক্বারাহ ২৭৩)*।

---

৬. বুখারী ও মুসলিম; তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ১৩৭৬ পৃঃ।
৭. মুসলিম; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়।

গ. দানের সময়ঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের পালনকর্তার নিকটে তাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই' *(বাক্বারাহ ২৭৪)*। '(আর) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর দান খয়রাত যদি গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গুনাহ দূর করে দিবেন' *(বাক্বারাহ ২৭১)*।

অত্র আলোচনায় আমরা দানের পরিমাণ, খাত ও সময় জানতে পারলাম। রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় দান করা যায়। অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য হ'লে প্রকাশ্যে দান বৈধ ও উত্তম। যদি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা হবে অবৈধ ও অকল্যাণকর। কেননা লোক দেখানো দান শিরক।[৮] তদুপরি গোপন দান সর্বাপেক্ষা উত্তম। এটা রিয়া হ'তে মুক্ত। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন ঐ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না।[৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নফল দান গোপনে দেয়ার ফযীলত সত্তর গুণ; কিন্তু ফরয দান অর্থাৎ যাকাত প্রকাশ্যে দেয়ার ফযীলত পঞ্চাশ গুণ।[১০]

আল্লাহকে ঋণ দানঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ-

'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার' *(হাদীদ ১১)*। 'তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। কেননা তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিত রূপে পাবে' *(মুযযাম্মিল ২০)*। '(দেখ) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন' *(তাগাবুন ১৭)*। 'নিশ্চয়ই (সেসব) দানশীল নর ও নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দিয়ে থাকে, বিনিময়ে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ (ছওয়াব) এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার' *(হাদীদ ১৮)*।

উল্লেখ্য, আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী; তাঁকে দেয়া ঋণ কখনো বিফলে যাবে না, অবশ্যই পরিশোধিত হবে।[১১]

দাতা ও কৃপণঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ، قَدِاضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، اَلْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কৃপণ ও দাতার উদাহরণ এমন দু'ব্যক্তির ন্যায়, যাদের দেহে লৌহবর্ম পরিধান করা আছে, আর তাদের হস্তদ্বয় বুকের সাথে মযবূত করে বাঁধা আছে। অতঃপর দাতা যখন দান করে তখন তার লোহার পোষাক ও বাঁধন ঢিলা হ'তে থাকে, কিন্তু কৃপণ যখনই দান করতে চায় (বাঁধনের) আংটাগুলি স্বীয় স্থানে চেঁপে ধরে'।[১২] কৃপণ ব্যক্তিরা মনে করে দান করলে সম্পদ কমে যাবে। কিন্তু দান-খয়রাতে সম্পদ কমে না (বরং বরকত হয়)। আর আল্লাহ ক্ষমার মাধ্যমে মানুষকে ইযযত-সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন।[১৩]

কৃপণতা ও পরিণামঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, (আল্লাহর পথে ব্যয় না করে) 'যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে (হিসাব) রাখে, সে মনে করে তার ধন-সম্পদ চিরদিন তার নিকটে থাকবে। কখনো নয়। সে ব্যক্তিতো অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? আল্লাহর আগুন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত, যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করে' *(হুমাযাহ ২-৭)*।

'যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে,

৮. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ২৫১ পৃঃ।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৭০১ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ।
১০. তাফসীর ইবনে কাছীর, ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান অনূদিত (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৫), ৩/৭৪০ পৃঃ।
১১. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, ১৪১৮ পৃঃ।
১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৬৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।
১৩. মুসলিম; মিশকাত হা/১৮৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত' *(হাদীদ ২৪)*। 'তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে কিসে বাঁধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী'? *(হাদীদ ১০)*।

'শুনে রেখো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অথচ তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে' *(মুহাম্মাদ ৩৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমরা যথাসাধ্য ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। যারা মনের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ১৬)*। কৃপণতার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে' *(আলে ইমরান ১৮০)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতার শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। বস্তুতঃ (এই সব) কাফেরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৩৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিদিন ভোরবেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও'।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে'।[১৫]

মহান আল্লাহ এসব কৃপণদের সম্পর্কে বলেন, 'এরা এমনই চরিত্রের মানুষ যে, নিত্য ব্যবহার্য বস্তুও অন্যকে দেয় না' *(মাঊন ৭)*। পরকালে এরা জান্নাতীদের এক প্রশ্নের জবাবে বলবে, 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না' *(মুদ্দাছছির ৪৪)*।

অবিশ্বাসীদের ব্যয় ও পরিণামঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ-

'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এই জন্য, যাতে আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা দান করতে পারে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তা-ই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা (মুসলমানদের কাছে) পরাজিত হবে। (আর পরকালে) এসব কাফেরদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে' *(আনফাল ৩৬)*। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও মূল্যায়িত হবে না *(আলে ইমরান ১১৬)*।

অবিশ্বাসীদের অশুভ পরিণামের দৃষ্টান্তঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هَذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

'কাফেররা এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করে তার তুলনা হ'ল- ঐ ঝড়ো হাওয়ার মত, যাতে রয়েছে তীব্র ঠাণ্ডা, যা সে জাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। অতঃপর ঐ ঝড়ো হাওয়া ক্ষেতের সমস্ত শস্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন অন্যায় করেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অন্যায় করেছিল' *(আলে ইমরান ১১৭)*।

দানের ক্ষেত্রে হিংসাঃ

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দুই ব্যক্তি ছাড়া কারও প্রতি হিংসা করা যায় না। এক- ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। অতঃপর তাকে ঐ মাল তাঁর পথে খরচ করার তাওফীক দান করেছেন। দ্বিতীয়ঃ ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে সেই প্রজ্ঞা অনুযায়ী মীমাংসা করে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকে'।[১৬]

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দানঃ

গুরুত্বের দিক দিয়ে স্থানের ভিন্নতার কারণে দানের ছওয়াবের তারতম্য হ'তে পারে। যেমন জিহাদের খাতে বা কুরআন ও হাদীছ শিক্ষার নিকেতনগুলিতে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ-

১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৬০ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।

১৫. মুসলিম; মিশকাত হা/১৮৬৫ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।

১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/২০২ 'ইলম' অধ্যায়।

(রামাযানের কারণে) 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমল দশ থেকে বাড়িয়ে সাত শ' গুণ করা হয়'।[১৭] দান যেহেতু একটি নেক আমল সুতরাং এরও প্রতিদান সাত শ' গুণ বৃদ্ধি পাবে।

দান আত্মীয়দের দিলে (দানের ছাওয়াব ও আত্মীয়তা রক্ষার ছাওয়াবের কারণে) দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

প্রবাহমান আমলঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ-

'আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সব আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২. এমন ইলম যার দ্বারা কল্যাণ লাভ হয় এবং ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[১৯]

অত্র হাদীছে 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ' বলতে ঐ ছাদাক্বাকে বুঝানো হয়েছে, যার উপকারিতা জারি থাকে। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে এটা হ'ল ওয়াক্‌ফকৃত ছাদাক্বাহ। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, পানীয় জলের জন্য কূপ খনন, সেচের জন্য খাল খনন, ইলম ও ইবাদতের জন্য মাদরাসা, মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি।[২০]

দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়াঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَتَشْتَرِهِ وَلاَتَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ-

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে এক ব্যক্তিকে অশ্বের পিঠে চাপিয়ে দিলাম অর্থাৎ জিহাদে যাওয়ার জন্য দান হিসাবে এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দিলাম। অতঃপর লোকটি অভাবজনিত কারণে তার সর্বস্ব শেষ করে ফেলল। এখন ঘোড়াটি সে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে ফেলতে পারে ধারণা করে সেটা আমি ক্রয় করে নিতে চাইলাম। তার আগে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালাম। তিনি বললেন, তোমার ছাদাক্বাহ ক্রয়ও কর না এবং ফেরতও নিও না। যদি ওটা তোমাকে এক দিরহামের বিনিময়েও দেওয়া হয়। জেনে রেখ! ছাদাক্বাহ ফেরত নেওয়া ঐ কুকুরের মত যে বমি করে আবার খায়'।[২১]

দানের পারলৌকিক পুরস্কারঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً وَّلاَ يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'তারা অল্প বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করতে পারেন' *(তওবা ১২১)*। 'অতএব আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং মন্দের বিপরীতে ভাল করে তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ' *(রা'দ ২২)*। জান্নাতে অনেকগুলি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটি দান-খয়রাতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট। তাই দান ছাদাক্বাকারীদেরকে সেদিন আহ্বান করা হবে ছাদাক্বার দরজা দিয়ে।[২২] 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না' *(আনফাল ৬০)*।

উপসংহারঃ

দেহের রক্তের সঙ্গে সমাজের অর্থ ব্যবস্থাকে তুলনা করা যায়। এজন্য এটা যথাযথ ব্যয়ের জন্য ইসলামে উপর্যুপরি তাকীদ এসেছে। কিন্তু শয়তান মানুষকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে *(বাক্বারাহ ২৬৮)*। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে এবং তারা এমন এক ব্যবসা কামনা করে যা কখনো লোকসান হবার নয়' *(ফাতির ২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর। আমি তোমাকে দান করব'।[২৩] সারকথা হ'ল, ধনী হউন, গরীব হউন সবাইকে দানশলী হ'তে হবে। কোন অবস্থাতেই কৃপণ হয়ে মৃত্যুবরণ করা চলবে না। দানের মাধ্যমেই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত নেমে আসবে। সমাজ হবে সমৃদ্ধ। আল্লাহ আমাদের প্রকৃত দানশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৯৫৯ 'ছওম' অধ্যায়।
১৮. মুসলিম, 'যাকাত' অধ্যায়, 'নিকটাত্মীয়দের উপর ছাদাক্বাহ ও ব্যয়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
১৯. মুসলিম; মিশকাত হা/২০৩ 'ইলম' অধ্যায়।
২০. আত-তাহরীক, নভেম্বর '৯৯, দরসে হাদীছ।
২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'যে দান ফিরিয়ে নিতে পারবে না' অনুচ্ছেদ।
২২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৯০ 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।
২৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৮৬২ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ঐ' অনুচ্ছেদ।

চিকিৎসা জগৎ

বর্ষায় নাক, কান ও গলার অসুখ

ডাঃ মনযুরুল হক

বর্ষায় নাক, কান ও গলায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়। যেমন কানে চুলকানি, ব্যথা, কানের নিঃসরণ, কান বন্ধভাব লাগা, শুনতে সমস্যা, গলাব্যথা, স্বর ভেঙে যাওয়া, কাশি, নাক বন্ধ থাকা, হাঁচি হওয়া, মাথাব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি। এসব রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কানের ছত্রাক, কানে ফোঁড়া, নাক ও গলার প্রদাহ, বিশেষ করে গলবিল টনসিলের প্রদাহ ও সাইনোসাইটিস ইত্যাদি। তাছাড়া এলার্জির প্রকোপও বেড়ে যায়।

উর্ধ্ব শ্বাসনালীর শুরুতেই রয়েছে নাক ও সাইনাস, তারপর গলা ও সাথে কান। গলায় রয়েছে টনসিল, গলবিল ও স্বরযন্ত্র। সর্বোপরি এই তিন অঙ্গের মধ্যে রয়েছে সরাসরি যোগাযোগ। যাতে যেকোন একটি আক্রান্ত হ'লেই অন্যগুলিতে প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ে। তাই এ সময় নাক, কান ও গলাসহ শরীরের যত্ন ও আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশী দেখা যায় কানের ছত্রাক রোগ, এটি বহিঃকর্ণের এক ধরনের প্রদাহ। যাতে বহিঃকর্ণের নালীর ভেতরের অংশ আক্রান্ত হয়। বর্ষার ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম ও ময়লার মিশ্রণ ছত্রাক বৃদ্ধিতে সহায্য করে। তাছাড়া কান অপরিচ্ছন্ন আঙ্গুল, কাঠি বা অন্য কোন কিছু দিয়ে খোঁচানোর বদভ্যাস, কানে ফোঁটা জাতীয় এন্টিবায়োটিক ওষুধের অতি বা অপব্যবহার ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। আবার অনেক সময় ছত্রাকের প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী হ'লে বা চিকিৎসায় অবহেলা করলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে রোগ জটিল হয়ে পড়ে।

ছত্রাকের কারণে কানে চুলকানি, ব্যথা, কানে খিললাগা, শ্রবণে ব্যাঘাত এবং কান থেকে নিঃসরণ প্রথমে পরিষ্কার ও পরে পুঁজমিশ্রিত তরল পদার্থ, যার রয়েছে বিদঘুটে দুর্গন্ধ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

ছত্রাকের চিকিৎসায় কানের নালী থেকে ছত্রাক সম্পূর্ণরূপে বের করে ছত্রাক ধ্বংসকারী ওষুধ মলম বা ফোঁটা ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে সাথে এন্টিবায়োটিক ষ্টেরয়েড ওষুধের মিশ্রণ ব্যবহার করা যায়।

কানে ফোঁড়া বা ফারাঙ্কল বহিঃকর্ণের একটি সাধারণ অসুখ। যাতে শিশু থেকে বয়স্ক সব বয়সের লোকজন আক্রান্ত হয়ে থাকে। বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরমে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ রোগে বহিঃকর্ণের চর্ম আচ্ছাদিত অংশ আক্রান্ত হয়ে থাকে। বহুমূত্র রোগীদের এই রোগ বার বার হয়, যার চিকিৎসা বেশ কষ্টসাধ্য। কানে নানা ধরনের আঘাত, কান খোঁচানো, এলার্জি ইত্যাদি রোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফোঁড়ার কারণে কানে ব্যথা, চুলকানি, মুখ খুলতে কষ্ট, বহিঃকর্ণের নালীর বন্ধভাব, হালকা বধিরতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। কদাচিৎ রোগ জটিল হয়ে গেলে ফোঁড়া থেকে পুঁজ নিঃসৃত হয়।

ফোঁড়ার চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক, এনালজেসিক সেবন এবং কান পরিষ্কার করে নালীতে এন্টিবায়োটিক মলম ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া নাক ও সাইনাসের তীব্র প্রদাহ বা ঠাণ্ডা ও গরমের আকস্মিক তারতম্যের কারণে হয়ে থাকে। তদুপরি যাদের এলার্জি জনিত সমস্যা রয়েছে, তারা সহজেই আক্রান্ত হয়। যেখানে নাক বন্ধ থাকা, নাকের পিছনে জ্বালাপোড়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি, মাথা ব্যথা, হালকা জ্বর ইত্যাদির সাথে সর্দি-কাশিও থাকে।

স্বরভঙ্গ বা স্বরযন্ত্রের তীব্র প্রদাহ, যাতে রোগীর গলা ভেঙ্গে যায়, গলায় ব্যথা, কাশি, ঢোক গিলতে কষ্ট, হালকা জ্বর, কদাচিৎ শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হয়ে থাকে। গলবিলের ও টনসিলের প্রদাহ, যাদের টনসিলের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ রয়েছে, তাদের এবং অন্যান্যদেরও টনসিলের তীব্র প্রদাহের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গলবিলের প্রদাহ, নাকের এলার্জি ইত্যাদির প্রকোপও এ সময়ে বেড়ে যায়।

এসব রোগের চিকিৎসায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম, উর্ধ্বশ্বাসনালীর অসুখের সময়মত চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যাপারে নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এ সময়ে রোগ প্রতিরোধে করণীয়ঃ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হঠাৎ ঠাণ্ডা-গরমের পরিবর্তিত পরিবেশ এড়িয়ে চলা, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানাহার ও ব্যবহার পরিহার, তাযা ফলমূল এবং পুষ্টিকর পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, কানে ময়লা কাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে না খোঁচানো এবং যখন তখন কানে ময়লা আঙ্গুল না ঢুকানো।

গোসলের পর তুলার কাঠি দিয়ে কান পরিষ্কার করে শুকনো রাখা, এন্টিবায়োটিক জাতীয় কানের ওষুধের অতি ও অপব্যবহার রোধ করা।

॥ সংকলিত ॥

দন্তক্ষয় রোধে চা

নানা রোগ প্রতিরোধে চা'র রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। সম্প্রতি জানা গেছে, দন্তক্ষয় রোধেও এর কার্যকারিতা প্রশংসার দাবিদার। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নিয়মিত চা পান করলে দন্ত ক্ষয় যেমন রোধ করা সম্ভব তেমনি সম্ভব মুখের বাজে গন্ধ প্রতিরোধ করা। চায়ে থাকা বিশেষ উপাদান গলায় ইনফেকশন, দন্তক্ষয় এবং অন্যান্য দন্তরোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইনডিপেন্ডেন্টস মিল্টন স্কিফেনবোর বলেছেন, ভাইরাসের বিরুদ্ধে গ্রীন টি সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মিল্টন এবং তার সহকর্মীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, চা-য়ে থাকা উপাদান রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর। শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েসের ক্রিষ্টিন উ বলেছেন, মুখে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে বাধা দানের পাশাপাশি ব্ল্যাক টি এবং এর পলিফেনল মুখের স্বাস্থ্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

সিদ্ধান্ত

*-মুহাম্মাদ খুরশিদ আলম**

অনেকদিন আগের কথা। পারস্যে আব্দুল আযীয নামে একজন ধার্মিক লোক বাস করত। তার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সামান্য কিছু জমিজমা ছিল, যা চাষবাস করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করত।

একদা আব্দুল আযীয ভীষণ ভাবনায় পড়ল। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুম'আর ছালাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ছালাত আদায় করতে হবে। এদিকে নিজের ব্যবহারের ঘোড়াটি ছুটে পালিয়েছে। এখনই খুঁজে না আনলে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাবে। অন্যদিকে আটার মিলে গম ভাঙ্গাতে দেওয়া আছে। আটা না আনলে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দু'দিন না খেয়ে থাকতে হবে। কেননা জুম'আর ছালাতের আগে মিল পরবর্তী দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া ফসলের জমিতে এখনই সেচ দেওয়া দরকার। পাশের জমিওয়ালা তার জমিতে সেচ দিচ্ছে। তার সেচ দেওয়া হয়ে গেলে মেশিন নিয়ে চলে যাবে। পরে সামান্য জমির জন্য মেশিন পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ততক্ষণে ফসল মরে যাবে। এই চতুর্মুখী চিন্তায় সে অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল। একদিকে ছালাত আদায়, অন্যদিকে ঘোড়া খোঁজা, মিল হ'তে আটা আনা এবং ফসলের জমিতে সেচ দেওয়া সবগুলি কাজই এক সঙ্গে করা দরকার; কিন্তু এক মুহূর্তে কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে। একটা ছেড়ে অন্যটা করতে গেলে বাকী কাজগুলির ক্ষতি হবে অপূরণীয়। চিন্তা করতে করতে আব্দুল আযীয সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, যত ক্ষতিই হোক না কেন আমি সর্বাগ্রে ছালাত আদায় করব। তারপর যা হবার তাই হবে। এই বলে সে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে চলে গেল।

ছালাত আদায় শেষ করে আব্দুল আযীয বাড়ী ফিরে আসল। বাড়ী ফিরে দেখে যে, ঘোড়া বাঁধার ঘরে ঘোড়া বাঁধা আছে। রান্না ঘরে বিবি আটার রুটি তৈরী করছে। আর বাচ্চারা আনন্দে খাচ্ছে। এই কাণ্ড-কারখানা দেখে সে ফসলের জমিতে গেল। গিয়ে দেখে ফসলের জমিতে কোথা হ'তে পানি এসে ভর্তি হয়ে আছে। হঠাৎ যন্ত্রণাদায়ক সমস্যাগুলির এমন আশ্চর্য ধরণের সমাধান দেখে আব্দুল আযীয আশ্চার্যান্বিত হয়ে পড়ল। বাড়ী ফিরে সে বিবিকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ঘোড়া কিভাবে বাড়ী এল? বিবি বলল, আমাদের ঘোড়াটা ছুটে বনের দিকে গিয়েছিল। বনে প্রবেশ করতেই এক নেকড়ে বাঘ ঘোড়াটিকে তাড়া করে। তাড়া খেয়ে ঘোড়া বাড়ীর দিকে ছুটে আসে। নেকড়ে ঘোড়ার পিছু পিছু আসে। ঘোড়া যখন খোয়াড়ে প্রবেশ করে তখন আমি ঘোড়াটি বেঁধে ফেলি এবং নেকড়েটাকে তাড়িয়ে দেই। আব্দুল আযীয বলল, পিঠা তৈরী করতে আটা পেলে কোথায়? বিবি বলল, আমাদের পাশের বাড়ীর বড় ভাই তাদের আটার বস্তা আনার জন্য মিলে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল বসত আমাদের আটার বস্তা নিয়ে চলে আসে। বাড়ী এসে দেখে বস্তার উপর তোমার নাম লেখা আছে। তাই আমাদের বস্তা আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

এবারে সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বিবি ফসলের জমিতে পানি আসল কিভাবে বলতে পার? বিবি বলল, হ্যাঁ, আমাদের পাশের জমিওয়ালা তাদের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য মেশিন চালু করে গাছের নীচে শুয়ে ছিল। এক সময় সেখানেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে তাদের জমিতে পানি বেশী হয়ে আমাদের জমিতে প্রবেশ করে। তুমি আসার কিছুক্ষণ আগে জমিওয়ালা এসে বলে গেল।

আব্দুল আযীয এতক্ষণ বিবির কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বিবির কথা শেষ হ'তেই বলল, শুকরিয়া সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে। বিবি বলল, কিসের শুকরিয়া! সে বলল, জান বিবি আজকে আমি ভীষণ সমস্যায় পড়েছিলাম যে, জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে, ঘোড়া খুঁজতে হবে, আটা মিল হ'তে আনতে হবে, ফসলের জমিতে সেচ দিতে হবে, কোনটা ছেড়ে কোনটা করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে ছালাত আদায় করব। বুঝলে বিবি আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা, আমার সমস্যাগুলি কতইনা সুন্দরভাবে তিনি সমাধান করে দিলেন। বিবি বলল, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলে বলেই মহান আল্লাহ সমস্যার সমাধান করে দিলেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

***উপদেশঃ** সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। যারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারাই সফলকাম হয়।*

* সহকারী শিক্ষক (বি,কম), মৌপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এন্ডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(ইষ্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮, ০১৭১-৯৩০৪৬৬।

কবিতা

লাশ

-আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

লাশ দেখেছ লাশ?
ক্ষুধার জ্বালায় ক্লিষ্ট হয়ে
রোগে ভুগে শিষ্ট হয়ে
গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে
পড়ে থাকে লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?

লাশ দেখেছ লাশ?
পাঠের শেষে ফিরছে বাড়ী
তিন শেয়ানা(?) তাড়াতাড়ি
ধরতে গেলে মান বাঁচাতে
সামনে পুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে
ছাত্রী হ'ল লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?

লাশ দেখেছ লাশ?
রাজধানীতে সালঙ্কারা
কেনা-কাটা করে সারা
ফিরছে ডেরায় পথে কারা
কাঁকন-মালা নেয় ছিনিয়ে
বানিয়ে রেখে লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?

লাশ দেখেছ লাশ?
বিদেশ থেকে ফেরে ঘরে
ভারী ক্যাশে পুলক ভরে
বিমান থেকে রোডে এসে
লাভে-মূলে গেল ফেঁসে
সবতো গেল নিজে হ'ল লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?

লাশ দেখেছ লাশ?
হকের পথে চলতে গিয়ে
তাগূত-বাতিল দলতে গিয়ে
দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে
পড়ল কত লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?

লাশ দেখেছ লাশ?
দেখবে আরও লাশ?
কাশ্মীরে আর চেচনিয়াতে
গুজরাটে আর বসনিয়াতে
ফিলিস্তীনের খবর নাও
আফগান আর ইরাকে যাও
দেখবে কত লাশ!

মুসলমানের লাশ!
নারী-শিশুর লাশ
বুড়া-বুড়ির লাশ!
ইলাহ তাদের আল্লাহ বলেই
হ'ল তারা লাশ!
দেখবে আরও লাশ?

লাশ দেখবে লাশ?
লাশের ভিড়ে না চিনলে লাশ
মিসরে যাও করো তালাশ
পেয়ে যাবে বিশেষ এক লাশ
বড় তাগূত ফির'আউনের যেথায় ছিল বাস!
'মমি' করে রেখেছে সে লাশ
যাও চলে যাও দেখে এসো
ফির'আউনের লাশ!
আরো দেখবে লাশ?

দেখবে আরও লাশ?
থাম ক'টা মাস!
বিশ্ব মোড়ল টনি-বুশের
দেখতে পাবে লাশ।
দেখলে যেমন লাশ
ফির'আউনের লাশ!
দেখবে তেমন লাশ
টনি-বুশের লাশ!
লাশ দেখেছ লাশ?
লাশ দেখেছ লাশ?

***

ব্যাক টু দি অহি

-মাক্বছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা (পশ্চিম), সাতক্ষীরা।

মুসলিম নিধনযজ্ঞ বুঝি
শুরু হ'ল বিশ্বময়,
শিয়াল পণ্ডিত কুমিরছানা
একে একে যেমনি খায়!
একটিকে ধরে অপরটিকে বলে
'তোমরাই আমার আপন জন,
ওকে দেখি বড় সন্ত্রাসী
তাই তো ওকে করছি শাসন'।
ইঙ্গ-মার্কিন শিয়াল পণ্ডিত
মুসলিম যেন কুমিরছানা,
নির্বিচারে করছে খতম
হিম্মত কার, করতে মানা?
বিশ্ব-মুশরিক একটি দল
তাই তো ওদের এতই জোর,
মুসলমানের রক্ত দিয়ে
হোলি খেলায় রয়েছে বিভোর।
জাতিসংঘ আজ বুশ-এর গোলাম
মুসলিম হত্যার হাতিয়ার,
বিশ্বে যত মুসলিম রাজ্য
তাকে করতে চায় তাবেদার।
মুনাফিক কিছু মুসলিম শাসক
হোয়াইট হাউজের পা-চাটা,

আমেরিকা যদি থাকে পাশে
তার গদি নেয় কোন বেটা?
যতদিন ভুলে রবে মুসলিম
লাইফ গাইড আল-কুরআন,
বেদ্বীনের হাতে খাবে মার
পোষ্যের হাতে হবে হতমান।
রক্ষা নাই হে মুসলিম
যতই যুক্তির শ্লোগান গাহি,
বাঁচার পথ একটিই আছে
ব্যাক টু দি 'অহি'।
***

সীমাহীন এক সমরের কথা

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

এক স্বপ্নাতুর বিরহ আত্মার কথা বলছি
স্বপ্নাহত পরাজিত গ্লানির নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত
আহত কিছু সৈনিকের কথা বলছি।

উদ্বিগ্ন মানুষের ব্যথাভরা হৃদয়ের কাতরতা স্পর্শে
বিরামহীন যাতনার অসহ্য যন্ত্রণায়
মানসিক আগুনের প্রজ্জ্বলিত স্ফুলিঙ্গে
ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছি;
আর সোনালী দিগন্তের মুক্ত আকাশ তলে
স্বপ্নিল এই মনে
কলঙ্কিত কীটগুলি দু'পায়েই দলছি।

ভেতরের দুয়ার খুলে তাকাবার নেই অবসর
কৈফিয়তের তাবেদার হ'তে পূর্ণতা ছেড়ে
নিভৃতে ঘুরে ঘুরে একাঙ্গেই শুধু চলছি;
চেচনিয়া, বসনিয়া, আফগান এবং ফিলিস্তীনের ব্যথায়
উন্মত্ত কাণ্ডহীন এক মাতালের মত টল্‌ছি,
আমি চক্রজালে আবর্তিত সীমাহীন
এক সমরের কথা বলছি।

রেড্‌ক্রসের লাল ছাতু দাক্ষিণ্য-
এবং সম্ভ্রমহীনতার সামগ্রী ভূষণে সজ্জিত নারী
নিদারুণ শীর্ণ অবয়বে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নার
নিক্ষিপ্ত প্লাবনে একাকার ভেসেই চলছি;
সভ্যতার পৃথিবীতে অসভ্য মানবতাহীন
জ্যান্ত খবীছ রক্ত লোলুপ
কুলাঙ্গার এক ইনসানের কথাই বলছি।
***

হুঁশহীন বুশ

-মুহাম্মাদ ফিরোয কবীর
গড়েরমাঠ, মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

যুক্তি, তর্ক, মূল্যহীন আজ
সব হ'ল যে মিছে,
মানবতাটা খামাখাই তাই
ঘুরছে বুশের পিছে।

মানবতার এ কেমন দোহাই
দিয়ে যাচ্ছে বুশ,
অসহায়রা পদদলিত হয়ে
তারই সন্ত্রাসে বেহুঁশ।

বুশীয় নীতি এক ভুবনে
থাকবে একটাই সিংহাসন,
সেই আসনেই বসে তিনি
একাই করবেন দুঃশাসন।

রাজা সেজে, গোটা বিশ্বে
বসে আছে বুশ,
হায়রে! হতভাগা প্রজা
সেই রাজারই নাই হুঁশ।

সত্য কথার প্রতিবাদে
ঘাড়ে চড়েন বুশ,
এক গুলীতেই উড়িয়ে দেন
ফুস-মন্তর ফুস।

লোভ-লালসা আর অহংকারে
মিথ্যার কালো দাপটে
বুশ (মার্কিন) রাজা মুখোশ খুলল
ভ্রান্তির ছল-কপটে।

বিশ্বজুড়ে যে মুহূর্তে
খুবই প্রয়োজন,
তৈরি হ'লেন সাহসী নেতা
লাদেন সে এক জন।

ক্ষুব্ধ প্রজার বিদ্রোহের ভাব
টের পেয়েছেন যখনি,
অমনি বুশ হারিয়ে হুঁশ
ঢোল পেটালেন তখনি।

লাদেনের বন্ধু যারা
ইরাক, ইরান, আফগান,
ধ্বংস কর সবই তাদের
সাজাও বারুদ আর কামান।

'সন্ত্রাসী ঠেকাও' শ্লোগানে
এই ফাঁকেতে এই অভিযানে,
সুর মিলিয়েছেন ঐক্যতানে
জনহার্ভাড/টনিব্লেয়ার আরও কিছু শয়তানে।

আতংকিত তারাও জানে
তাদের পরিণতি,
মুসলিম বিশ্ব জাগলে তাদের
ঔদ্ধত্যের হবে ইতি।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)-এর সঠিক উত্তর

১. প্রতিপত্তি ২. উদ্বোধন ৩. আচরণ ৪. বাকবিতণ্ডা
৫. সমাধান।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (রোবট) -এর সঠিক উত্তর

১. Robota শব্দ থেকে। অর্থঃ বাধ্যতামূলক শ্রম।
২. এটি একটি যন্ত্র-মানবের ছবি, যার হাত, পা, চোখ, মুখ সব থাকবে। সে আমাদের কথা শুনবে।
৩. ১৯২১ সালে।
৪. 'রোজামস ইউনিভার্সেল রোবটস' নামক নাটকে। রচয়িতাঃ কারেল চাপেক।
৫. ১৯৭০ সালের দিকে পেয়েরী জ্যাকুয়েট দ্রজ একটি খেলনা রোবট তৈরী করেন।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)

১. কোন্ সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করে গুণফলকে ৩ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ২ হবে?
২. তিন ছয়, তিন নয়, তিন আঠার কত হয়?
৩. ঢাকা ও সউদী আরবের সময়ের পার্থক্য ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড হ'লে সউদী আরবে অপরাহ্ণ ৫টার সময় ঢাকায় কত বাজবে?
৪. একই সরল রেখায় অবস্থিত তিনটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যাবে?
৫. -১ থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল শূন্য হবে?

□ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ)ঃ

১. এমন কোন্ ফল আছে যা বীজ সহ না খেয়ে উপায় নেই?
২. সবচেয়ে বেশী পাঁপড়ি বিশিষ্ট পাঁচটি ফুলের নাম জান কি?
৩. এমন দু'টি ফলের নাম বল, যা বছরের সব ঋতুতে পাওয়া যায়?
৪. মাত্র একবার ফল দিয়ে কোন্ গাছ মারা যায়?
৫. এমন ৪টি গাছের নাম বল, যা প্রবল ঝড়েও সহজে পড়ে না?

□ সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৯৫) বড়বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, সপুরা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ঈমান আলী (সদস্য, ভাঁড়ালীপাড়া, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ)।

উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (বি,এ, অনার্স ৩য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

পরিচালক ঃ ইলইয়াস আহমাদ (এইচ,এস,সি ফলপ্রার্থী)
সহ-পরিচালক ঃ জুয়েল রানা (১০ম শ্রেণী)
সহ-পরিচালক ঃ মীযানুর রহমান (৯ম শ্রেণী)।

কর্মপরিষদ (বালক)ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মি'রাজুল ইসলাম (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আব্দুল কাদের (৮ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ রাজু আহমাদ (৭ম শ্রেণী)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ শাহীনুর রহমান (৫ম শ্রেণী)।

কর্মপরিষদ (বালিকা)ঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ উমাইয়া খাতুন (৭ম শ্রেণী)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শর্মিলা খাতুন (৭ম শ্রেণী)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ লায়লা খাতুন (৫ম শ্রেণী)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ দিল আফরোযা (৩য় শ্রেণী)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ নাজমা খাতুন (৩য় শ্রেণী)।

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী॥ ২৫ জুন ২০০৩, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর হাফেয রবীউল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও মুনীরুয্যামান-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস ও আব্দুর রশীদ। বৈঠক পরিচালনা করেন মারকায শাখার সোনামণি পরিচালক দেলওয়ার হুসাইন।

ভাঁড়ালীপাড়া, রাজশাহী॥ ৩ জুলাই, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর বড়বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন ও আব্দুল হালীম। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন উক্ত মসজিদের ইমাম জনাব সাইফুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করেন ছোট্ট সোনামণি মুহাম্মাদ উমাইয়া আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নওদাপাড়া মাদরাসার দাখিল ফলপ্রার্থী ছাত্র আতীকুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে ৫ জন দায়িত্বশীল ও প্রায় ৬০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে সেখানে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী॥ ২৪ জুন, মঙ্গলবারঃ অদ্য উত্তর নওদাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর সোনামণি রাসেল-এর কুরআন তেলাওয়াত ও মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইন-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন আলিগঞ্জ আলিম মাদরাসার শিক্ষক ও অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। বৈঠক পরিচালনা করেন মারকায শাখার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ দেলওয়ার হুসাইন।

নীলফামারী ॥ ১৬ জুন, সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হ'তে রাত্রি ১২.০০টা পর্যন্ত যেলার শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

উল্লেখ্য যে, সুধীবৃন্দের মধ্য হ'তে কৈমারী, নীলফামারী স্কুল এ্যাণ্ড কলেজ-এর হেড মাওলানা আনোয়ার হোসাইন প্রশিক্ষণে সোনামণিদের আগ্রহ, কৌতূহল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।

সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা ॥ ২১ জুন, শনিবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা হ'তে সুধী ও যুবক সহ প্রায় শতাধিক সোনামণি বালক-বালিকাদের নিয়ে স্থানীয় রসূলপুর কাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর ॥ ২৭ জুন, শুক্রবারঃ অদ্য মজীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৭-টায় সোনামণি আরীফুয্যামানের কুরআন তেলাওয়াত ও মুহাম্মাদ কবীর হোসাইনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব আকবর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতের আলোকে সোনামণিদের ৭টি স্থায়ী হক ও চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র শাখার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, নতুন আহলেহাদীছ মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম (মেহেরপুর)।

উল্লেখ্য যে, মজিদপুর শাখার সোনামণি ও সোনামণি পরিচালনা পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালককে এক মানপত্র উপহার দেন। যা পাঠ করে শোনান অত্র শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আসাদুয্যামান।

বায়া স্কুল এণ্ড কলেজ, রাজশাহী ॥ ১১ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে দুপুর ১২-টা পর্যন্ত বায়া স্কুল এণ্ড কলেজে শতাধিক 'সোনামণি'র উপস্থিতিতে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সোনামণি শাহনাজ-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং রেখা-এর জাগরণীর মাধ্যমে অনুষ্টান শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহপরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস, আব্দুর রশীদ এবং 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত প্রমুখ।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন ২০০৩

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকা হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন 'সোনামণি সংগঠনে'র সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অতিথিবৃন্দ এবং 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করবেন।

সোনামণি সংগঠনের সকল পর্যায়ের সম্মানিত উপদেষ্টা, পরিচালক ও সহ-পরিচালক এবং বাছাইকৃত সোনামণি সহ সকলকে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রতিযোগিতার তারিখ, স্থান ও সময়ঃ

১. স্ব স্ব শাখায় ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং শুক্রবার সকাল ৭-টা হ'তে।
২. স্ব স্ব উপযেলা মারকাযে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং শুক্রবার সকাল ৮-টা হ'তে।
৩. স্ব স্ব যেলা মারকাযে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং শুক্রবার সকাল ৮-টা হ'তে।
৪. সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ইং বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৮-টা পর্যন্ত।

অনুষ্ঠান সূচীঃ

১. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতাঃ ২৫ সেপ্টেম্বর বাদ আছর হ'তে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮-টা পর্যন্ত।
২. কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০৩ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯ ঘটিকা হ'তে।

-কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি, বাংলাদেশ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

জীব বৈচিত্র্যের অনন্য স্মারক 'কুদুম গুহা'

বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র্যের অনন্য স্মারক 'কুদুম গুহা' যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এখন হুমকির সম্মুখীন। টেকনাফের হোয়াইকং নামক স্থানে অবস্থিত এই মাটির গুহার পাশে পঞ্চাশ বছর আগে ছিল গভীর প্রাকৃতিক অরণ্য। ইতিমধ্যে সেখানকার বিশাল বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। তবে এখনো গুহার ভেতরে কালো শিলাদামা নামক বিরল প্রজাতির পাখি, ফলাহারী ছোট বাদুড়, চামচিকা, চিংড়ি, শোল, কৈ মাছ, শামুক, মাকড়সা, জোঁক ইত্যাদি রয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ এলাকা আজ দারুণভাবে অবহেলিত।

দুবাই চিড়িয়াখানার পরিচালক, বিশিষ্ট প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ আলী রেযা খান টেকনাফের মাটির গুহা সরেজমিন সফর শেষে গত ১৯ জুন বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি)-এর কনফারেন্স রুমে এক লেকচার সেশনে এই বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, বালি-কাদায় মিশ্রিত এই গুহাটি দৈর্ঘ্যে ৩৮ মিটার, উচ্চতা গড়ে ১২ মিটার এবং প্রস্থ আড়াই মিটার।

দেশে মসজিদের সংখ্যা ১ লাখ ৯১ হাযার ৩৩৩

সরকারী হিসাবে দেশে মসজিদের সংখ্যা ১ লাখ ৯১ হাযার ৩৩৩টি। সর্বাধিক ৭ হাযার ৯১০টি মসজিদ রয়েছে কুমিল্লা যেলায়। গাযীপুর-১ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি এডভোকেট মুহাম্মাদ রহমত আলীর এক প্রশ্নের জবাবে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান গত ২২ জুন জাতীয় সংসদে এ তথ্য জানান।

১৯৯৮ সালে পরিচালিত জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সংসদে যেলাওয়ারী মসজিদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, কুমিল্লার পরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক মসজিদ রয়েছে ময়মনসিংহে ৭ হাযার ৩৭৭টি। চট্টগ্রামে তৃতীয় সর্বাধিক ৭ হাযার ২৩৮টি মসজিদ রয়েছে। ঢাকাকে 'মসজিদের নগরী' বলা হ'লেও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ঢাকা যেলায় মসজিদের সংখ্যা ৪ হাযার ৪১টি। যেলাওয়ারী হিসাবে সবচেয়ে কম সংখ্যক মসজিদ পার্বত্য খাগড়াছড়িতে ৫০৪টি। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সর্বনিম্ন ১ হাযার ৪৬টি মসজিদের যেলা চুয়াডাঙ্গা।

শহীদ মিনারে ফুল দিলে পাপও হয় না, পুণ্যও হয় না!

চারদলীয় ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল কাদের মোল্লা সম্প্রতি উপরোক্ত কথা বলেছেন। দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক 'ইনকিলাব'-এর সাথে গত ২২ জুন '০৩ তারিখে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধে যাওয়ার ব্যাপারে ইসলামে কোন নিষেধ নেই। তবে ঐখানে গিয়ে কি কাজ করা হবে তার উপরই বিধি-নিষেধ আছে। শহীদ মিনারে গিয়ে কেউ দোয়া খায়ের করতে পারে। আবার সামাজিক কায়দায় ফুলও দিতে পারে। শহীদ মিনারে ফুল দেয়াতে পাপও নেই আবার পুণ্যও নেই। তবে সেখানে গিয়ে যদি কেউ দোয়া করে তবে যাদের উদ্দেশ্যে করা হয় তারাও ছওয়াবের ভাগী হন। যিনি করেন তিনিও হন। আমাদের যে দু'জন মন্ত্রী আছেন, তারা সেখানে পূর্বনির্ধারিত রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে যান। তারপর তারা সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করে থাকেন। এতে আমি কোন দোষ দেখিনা।

[দোষ দেখবেন কি করে? যারা 'দ্বীন কায়েম'-এর অর্থ 'হুকুমত' করে থাকেন, তাদের চোখে তো আর তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত-এর পার্থক্য ধরা পড়ে না। সরকারী চেয়ার দখলের স্বার্থে সবকিছুই বৈধ হয়ে যায়। জণ্ডিসের রোগী সবকিছু হলুদ দেখতে পায়। নীল সানগ্লাস পরা ব্যক্তি মনে করে পৃথিবীটা নীল। এর বেশী কিছু মন্তব্য করতে পারলামনা। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন-আমীন! -সম্পাদক]

বর্তমান মজুদ পরিস্থিতিতে গ্যাস বিক্রি দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না

-অর্থনীতিবিদদের অভিমত

'বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশ' শীর্ষক এক লোকবক্তৃতায় দেশের অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন, বর্তমান মজুদ পরিস্থিতিতে গ্যাস বিক্রি করলে তা হবে দেশের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত। গ্যাসের মজুদ নির্ণয়ে সরকারের কাছে জমা দেওয়া দু'টি প্রতিবেদনে যেসব তথ্য দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কোন অবস্থাতেই গ্যাস বিক্রি দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না; বরং গ্যাস সম্পদের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুফল গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে গত ২৪ জুন বিকেলে এ লোকবক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডঃ কাজী খালেকুযযামান আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মূল বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

কাঠামোগত পরিবর্তনই সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ

সড়ক দুর্ঘটনার কারণে কেবলমাত্র পরিবহন খাতে প্রতিবছর বাংলাদেশে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাযার ৪২৫ কোটি টাকা। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যাও খুনের চেয়ে অনেক বেশী। একমাত্র ঢাকা মহানগরীতে ২০০০ সালে যেখানে খুন হয়েছে ৩শ' ৩০ জন, সেখানে একই সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে ৩শ' ৫৯ জনের। এছাড়া ইউরোপে প্রতি ১০ হাযার গাড়ীর মাত্র ২টি দুর্ঘটনায় পতিত হ'লেও বাংলাদেশে এর সংখ্যা ৭৩টি। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য ঢালাওভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করা হ'লেও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ আমদানীকৃত গাড়ীর যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত পরিবর্তনকেই মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া গাড়ীর চালকদের প্রশিক্ষণ স্বল্পতা ও বেপরোয়া চালানোকেও এজন্য দায়ী করা হয়েছে।

জানা গেছে, একশ্রেণীর পরিবহন ব্যবসায়ী সকল নিয়ম-কানুন, নৈতিকবোধকে বিসর্জন দিয়ে শুধু গাড়ীর বাহ্যিক কাঠামোই নয়, চেসিসেও ইচ্ছামত পরিবর্তন আনছেন। মূল ডিজাইনে হাতুড়ে কায়দায় পরিবর্তন করায় চালাতে গিয়ে চালক প্রায়শই যেমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে, তেমনি অল্প দিনের মাথাতেই এ গাড়ীগুলি পরিবেশ দূষণ করাসহ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরাও

কম্পিউটার প্রযুক্তির বিস্ময়কর জগৎ থেকে আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না বাংলাদেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের

জন্য বিশেষ ধরনের কম্পিউটার সফটওয়্যার এ দেশে আনা হয়েছে। এ অবস্থায় কম্পিউটারে ব্রেইল বর্ণমালাকে সাধারণ বর্ণমালায় এবং সাধারণ বর্ণমালাকে ব্রেইলে রূপান্তর করা যাবে।

গত ১লা জুলাই এ বিশেষ ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শনী শেষ হয় ঢাকার আগারগাঁওয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ওয়েবেল মিডিয়াট্রনিক্স লিমিটেডের তৈরি কম্পিউটার ভিত্তিক ব্রেইল ট্রান্সক্রিপশন সিস্টেমের উপর এই প্রদর্শনী ও কর্মশালার আয়োজন করে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম' এবং 'বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল' (বিসিসি)।

সফটওয়্যারসহ বিশেষ ব্রেইল প্রিন্টার তৈরি করেছে ওয়েবেল। এ ব্যবস্থায় কম্পিউটারের সঙ্গে ব্রেইল প্রিন্টার এবং সাধারণ প্রিন্টার দু'টিই যুক্ত করা হয়। এখন বাংলা, ইংরেজী ও ১১টি ভারতীয় ভাষায় সফটওয়্যার তৈরি করেছে ওয়েবেল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা কম্পিউটারের কি-বোর্ড চাপলেই অক্ষরের উচ্চারণও শোনা যাবে। ব্রেইলে টাইপ করা কোন কিছু এ সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় রূপান্তর করে প্রিন্ট দিতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে w.w.w.braille-aids.com ওয়েবসাইট থেকে।

অবশেষে শামসুল হুদার তওবা

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত পরিবর্তনের দাবীকারী 'গণ উন্নয়ন সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা অবশেষে তাওহীদী জনতার ফুঁসে ওঠা তীব্র আন্দোলনের মুখে গত ১লা জুলাই প্রকাশ্যে জনতার সামনে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে জ্বলন্ত আগুনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি মাওলানা মাসউদ হোসাইন শামসুল হুদাকে তওবা পাঠ করান।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মে জামালপুর পৌরসভা মিলনায়তনে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং তরঙ্গ মহিলা কল্যাণ সংস্থা ও বাংলাদেশ মহিলা উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে 'নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা' শীর্ষক এনজিওদের এক সেমিনারে শামসুল হুদা উক্ত দাবী করে।

মন্ত্রী-এমপিদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও এমপিদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে গত ৭ ও ৮ জুলাই '০৩ জাতীয় সংসদে বিল পাস হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর (ভাতা ও সুবিধাদি) সংশোধন বিলে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩৫ হাযার টাকা থেকে ৫০ হাযার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দৈনিক ভাতা (ভ্রমণকালে) ২৫০ টাকা থেকে এক হাযার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা (সংশোধন) বিলে মন্ত্রীদের ব্যয় নিয়ামক ভাতা ২ হাযার টাকা থেকে ৬ হাযার টাকা, বাড়ী ভাড়া ১৭ হাযার টাকা থেকে ২৫ হাযার টাকা এবং ঐচ্ছিক তহবিল ২ লাখ টাকা থেকে ৩ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রীদের ব্যয় নিয়ামক ভাতা দেড় হাযার টাকা থেকে ৪ হাযার টাকা, বাড়ী ভাড়া ১৫ হাযার টাকা থেকে ২০ হাযার টাকা এবং ঐচ্ছিক তহবিল ১ লাখ থেকে ২ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উপমন্ত্রীদের ব্যয় নিয়ামক ভাতা ১ হাযার টাকা থেকে ৩ হাযার টাকা, বাড়ী ভাড়া ১৫ হাযার টাকা থেকে ২০ হাযার টাকা এবং ঐচ্ছিক তহবিল ১ লাখ টাকা থেকে দেড় লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

মন্ত্রীরা ঢাকার বাইরে ভ্রমণকালে সরকারী গাড়ী ছাড়াও নিজ মন্ত্রণালয়ের অধীন কোন দফতরের একটি জীপ ব্যবহার করতে পারবেন।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ভাতা ও সুবিধাদি (সংশোধন) বিলে উভয়ের ব্যয় নিয়ামক ভাতা ৫ হাযার ও ৩ হাযার থেকে বাড়িয়ে ৬ হাযার টাকা এবং ঐচ্ছিক তহবিল ২ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ টাকা করা হয়েছে। ডেপুটি স্পীকারের ঐচ্ছিক তহবিল একজন মন্ত্রীর সমতুল্য হবে।

এমপিদের মাসিক ব্যয় নিয়ামক ভাতা এক হাযার টাকার স্থলে দুই হাযার টাকা, অফিস খরচ এক হাযার ৫০০ টাকার স্থলে ৬ হাযার টাকা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা বাবদ দেড় হাযার টাকার স্থলে ৫ হাযার টাকা, বার্ষিক স্বেচ্ছাধীন তহবিল বাবদ ৭৫ হাযার টাকার স্থলে ১ লাখ টাকা, ভ্রমণ ভাতা প্রতি মাইলে ১ টাকার স্থলে প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৬ টাকা এবং টেলিফোন বিল মাসিক ৪ হাযার টাকার স্থলে ৬ হাযার টাকা করা হয়েছে।

শয়তানের নয়নবারি

রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ

ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটে পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও দেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে নোংরা, কুৎসিৎ, অশ্লীল ও জঘন্য ভাষায় চরম আপত্তিকর বাক্য দিয়ে লেখা একটি কবিতার বই বিক্রি হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু বিক্রি নয়, দেশে-বিদেশে একটি গোষ্ঠীর মাঝে বিতরণও করা হচ্ছে। এ নিয়ে রীতিমত উল্লাস চলছে। অথচ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নির্বিকার।

'কুরআনে পুত্রবধু ও ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয, নবীগণের আমলে প্রণীত আসমানী কিতাব গল্প-কিসসা, কুরআন বদলাতে হবে, মাদরাসা-মক্তব পোড়ানো হোক, মোল্লারা শূকর ছানা, উলুধ্বনি শোনা দরকার, জয় একুশ লাব্বায়েক ধ্বনির মত, ঈসা, মুসা, মুহাম্মাদ রঙিলা ধর্মলেবাসী, ফরমায়েসী ইতিহাস হচ্ছে ধর্ম' এমনই সব চরম জঘন্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অশ্লীল বাক্যের কবিতা রয়েছে বইটিতে। বইটির নাম 'শয়তানের নয়নবারি'। লেখক জনৈক খায়রুল আনাম, প্রকাশক সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল নামের এক কবি। ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেটের 'স্বরব্যন' প্রকাশনী থেকে এ বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটির নবম ও দশম পৃষ্ঠায় 'বিকৃতি' নামক এক কবিতায় বলা হয়েছেঃ

'পালক পুত্র আবু যিয়াদের সুন্দরী বউ
শ্বশুড়ের স্ত্রী হয়ে কেমন ছিলেন?
আবু বাকারের ন' বছরের নয়নমনি
পঞ্চাশোর্ধ্ব মুহাম্মদের বধু আয়েশা
কেমন ঘরণী ছিলেন?

বইটির ২২ পৃষ্ঠায় 'বিজয়ের দিন' নামক কবিতায় আলেমদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ 'শুয়োরের বাচ্চাগুলো চলে যাক

জাহান্নামে/উড়ে যাক, পুড়ে যাক মাদ্রাসা মক্তব/খয়রাত ভুক মোল্লা সমাজের ব্যাধি/জাতির বোঝা'।

উল্লেখ্য যে, বইটির লেখক খায়রুল আনাম একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। তিনি দেশে থাকাকালীন সময়ে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশ্রয়ে ছিলেন। এ বইটি ছাড়াও তার 'যদি রাজাকার হ'তাম, 'Poetry of the Twins' এবং 'চলো ঈশ্বর বানাই' নামে তিনটি বই রয়েছে। তার লেখা 'চলো ঈশ্বর বানাই' বইটিও চরম ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্যে ভরা।

বইটির প্রকাশক সাইফুল্লাহ আশির দশকের কবি ও ছড়াকার হিসাবে পরিচিত। বিগত সরকারের আমলে আওয়ামী লীগপন্থী কবি বলয়ে তার অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান ছিল। ছিল তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাঈদের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। সূত্রে প্রকাশ, সালমান রুশদীর পক্ষে বাংলাদেশে জনমত গঠনে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'স্বরব্যঞ্জন' থেকে ডজনখানেক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির বেশীর ভাগই বিদেশী।

[অন্তত বর্তমান সরকারের আমলে এরকম একের পর এক ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক। 'শয়তানের নয়নবারি'তে যেসব চরম ধর্মবিরোধী ও অবমাননাকর কথা লেখা হয়েছে তাতে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, সরকার 'প্রথম রাতে বিড়াল বধ' করতে ব্যর্থ হ'লে এক সময় পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করবে। আমরা সরকারের ত্বরিত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকলাম।- সম্পাদক]

এ কেমন নিষ্ঠুরতা!

উম্মে যাকিয়া মাহমূদা তন্বী নামের ৫ বছরের শিশু কন্যাকে পিটিয়ে এবং গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে হত্যা করেছে এক দম্পতি। অবিশ্বাস্য এ ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকায়। নিহত শিশুটির পিতার নাম মাহমূদুল হক মিলন এবং মাতার নাম আসমা বেগম।

পল্লবীর ১২ নম্বর সেকশনের ধ ব্লকের ৪ নম্বর রোডের ৫ নম্বর বাড়ীতে মৃত শিশুটিকে সাদা কাপড়ে পেঁচিয়ে গত ৭ জুলাই বেলা পৌনে ১২-টার দিকে মিরপুর ৮ নম্বর সেকশনের পোড়া বস্তির দক্ষিণ পাশের মাঠে মাটি চাপা দেয়ার সময় স্থানীয় লোকজন দেখে ফেলে। তারা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে শিশুটির লাশ ও তার বাবা-মাকে আটক করে। শিশুটির বাবা-মা প্রথমে পুলিশকে জানায়, শিশুটি স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছে। কিন্তু তাদের আচরণ ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক। এই আচরণ দেখে লাশের শরীরে জড়ানো কাপড় খুলে পুলিশ দেখতে পায় শিশুটির সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত। পরে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে পাষণ্ড বাবা-মা পিটিয়ে এবং গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে শিশুটিকে হত্যা করেছে। লাগাতার অসুস্থতা এবং দুষ্টুমী করার অপরাধেই নাকি তাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ বাবা-মাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করে। ময়না তদন্ত শেষে লাশটি দাফনের জন্য 'আঞ্জুমানে মুফীদুল ইসলাম'য়ে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনার ব্যাপারে পল্লবী থানায় একটি মামলা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিশুটির পিতা মিলন একজন পান দোকানী। তার বাড়ী চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার অলীপুর গ্রামে। তন্বীই ছিল তাদের একমাত্র সন্তান। তবে অনেকের ধারণা নিহত শিশুটি তাদের সন্তান নয়।

বিদেশ

নদীর নীচ দিয়ে এশিয়ার দীর্ঘতম পাতাল সড়ক চালু

নদীর নীচ দিয়ে তৈরি এশিয়ার দীর্ঘতম পাতাল সড়ক গত ২১ জুন চালু হয়েছে। প্রায় তিন কিঃ মিঃ দীর্ঘ এই সড়ক সাংহাইয়ের হুয়াংপু নদীর নীচ দিয়ে গেছে। যা সর্ববৃহৎ চীনা নগরীর ৯৯ কিঃ মিঃ দীর্ঘ আউটার রিং রোডকে যুক্ত করেছে। এই সড়কে রয়েছে ৮টি লেন। এগুলি দিয়ে সর্বোচ্চ ৮০ কিঃ মিঃ গতিতে গাড়ী চলতে পারে। ৭টি ৪৭ হাযার টন ওযনের টিউব যুক্ত করে পথটি তৈরি। এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২২ কোটি ডলার।

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ

বাবরী মসজিদের স্থানে কখনোই কোন হিন্দু মন্দির ছিল না

উত্তর ভারতের অযোধ্যায় ভেঙ্গে ফেলা বাবরী মসজিদের এলাকায় কট্টর হিন্দুবাদীদের দাবী অনুযায়ী হিন্দু মন্দির কিংবা কথিত রাম মন্দিরের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ তিন মাস অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে বাবরী মসজিদের ধ্বংসাবশেষের স্থলে এবং তার আশেপাশে খনন কাজ চালিয়ে এ ধরনের কোন প্রাগৈতিহাসিক মন্দিরের নিদর্শন দেখতে পায়নি। গত মার্চ মাসে আদালত থেকে বিতর্কিত এলাকায় খননকার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় দীর্ঘ তিন মাসে ৬০টি খননকার্য চালানোর পর ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ আদালতে উপরোক্ত রিপোর্ট পেশ করে।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে কট্টরপন্থী হিন্দু নেতাদের উস্কানির মুখে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় নির্মিত ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই অনাকাংখিত ঘৃণিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় লোমহর্ষক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ভারত ব্যাপী বিস্তৃত দাঙ্গায় প্রায় ৩ সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়। যার মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

গুজরাটে ২১ হিন্দুকে খালাস দেয়ার দিনটি ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার জন্য কালো দিবস

-ভারতীয় সংবাদপত্র

গত বছর গুজরাটে গণহত্যা চলাকালে ভারতের গুজরাট রাজ্যের একটি বেকারীতে ১২ জন মুসলমানকে পুড়িয়ে হত্যা করার মামলায় অভিযুক্ত ২১ জন হিন্দুকে বেকসুর খালাস প্রদানের রায়কে সেদেশের জন্য কলংকজনক আখ্যা দেয়া হয়েছে। ভারতের সংবাদপত্রগুলি এ রায় প্রদানের দিনটিকে ভারতের বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি কালো দিবস আখ্যা দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিও এ রায়ের তীব্র সমালোচনা করেছে।

প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর 'ন্যায়বিচারের চোখ বাঁধা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ২৭ জুন শুক্রবার গুজরাটের আদালতে এই রায় দেয়া হয়। দিনটি ভারতের বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি কালো দিবস। পত্রিকাটি মুসলিম গণহত্যার প্রকৃত সত্য উদঘাটনের যে কোন আইনগত চেষ্টাকে বাধা প্রদানের দায়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে

অভিযুক্ত করেছে। 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছে, অভিযুক্তদের খালাস প্রদান ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' 'দ্রুত অবিচার' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলেছে, এ রায় থেকে বোঝা যায় যে, যারা আসলে এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের ধরতে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, এই রায়ে তিনি গভীরভাবে ক্ষুব্ধ।

বিশ্বের জন্য 'আল-ক্বায়েদা'র চেয়েও বড় হুমকি যুক্তরাষ্ট্র

-বিবিসি

বিবিসি পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক জরিপে দেখা যায়, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ 'আল-ক্বায়েদা'র চেয়ে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রকে অধিক বিপজ্জনক মনে করে। ১১টি দেশে ১১ হাযারের বেশী মানুষের মধ্যে চালানো উক্ত জরিপে তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষ প্রেসিডেন্ট বুশকে পসন্দ করেন না। 'হোয়াট ওয়ার্ল্ড থিংক অফ আমেরিকা' শীর্ষক একটি টিভি প্রোগ্রামের জন্য এই জরিপ চালানো হয়। জরিপে ৮১ শতাংশ রুশ ও ফ্রান্সের ৬৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন মার্কিনীদের ইরাকে হামলা ছিল ভুল।

বিশ্বে কোটিপতির সংখ্যা ৭৩ লাখ

সারাবিশ্বে গত বছর কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে ৭৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনী লোকের সংখ্যা এবং তাদের মোট সম্পদের পরিমাণ কমে গেছে। গত ১১ জুন প্রকাশিত এক জরিপে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যাপ জেমিনি আর্নেষ্ট এণ্ড ইয়াং' পরিচালিত জরিপে স্থাবর সম্পত্তি বাদ দিয়ে অন্তত ১০ লাখ ডলারের মালিককে ধনী ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। গত বছর এই পরিমাণ অর্থের অধিকারী লোকদের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২ লাখ, যা গত ৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের সংখ্যা গত বছর ২ দশমিক ১ শতাংশ হ্রাস পায়। ঐ এলাকার কোটিপতিদের সংখ্যাও ১ দশমিক ৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে শুধু উত্তরাঞ্চলেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র একই চিত্র। যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারগুলির চলমান মন্দা অবস্থাই এর প্রধান কারণ।

ভারতে এইডস-এর বিস্তার

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে পেদামপুরাম এক প্রত্যন্ত শহর। অত্যন্ত অনুন্নত এই মফস্বল শহরটির বাঙ্গারামান মন্দির সড়কের দু'পাশের ক্ষুদ্র কুটিরগুলি যেন একেকটি মৃত্যুপুরী। এখানকার এক চা বিক্রেতা বীরাকা ৮ বছরের এক পুত্র সন্তান ও স্ত্রী রেখে সম্প্রতি এইডসে মারা যায়। বীরাকার কাছ থেকে তার স্ত্রীর দেহেও এই ঘাতক রোগ বাসা বেঁধেছে। তার পাশের আরেকটি ঘরের বাসিন্দা রেখা (২৮)। তার মৃত স্বামীর মাধ্যমে সেও এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত। ৬ বছরের পুত্র সন্তানের শরীরেও এই ঘাতক রোগের জীবাণু বাসা বেঁধেছে। একটু দূরেই ৩ বছর বয়সী দেবী বিষণ্ণ মনে বসে আছে। এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়ে সে এখন বিকলাঙ্গ। এইডসে তার পিতা-মাতা দু'জনই মারা গেছেন। প্রথমে পিতা মারা যান এবং গত এপ্রিলে তার মা মারা যান।

ওয়াশিংটন পোষ্টের সাংবাদিক জন ল্যান কার্ষ্টার সম্প্রতি ভারতের এই প্রত্যন্ত এলাকা সফর করেন। তার সফরের গাইড ভবানী সেনাপতি (২৫) তাকে জানালেন যে, অন্যান্য এলাকার তুলনায় এ এলাকায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বেশী। তিনি নিকটের একটি এইডস চিকিৎসা কেন্দ্রে নার্স হিসাবে কাজ করেন। তার স্বামী এইডসে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী এবং তিনি নিজেও এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত।

সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত প্রসূতি ক্লিনিকগুলির রক্ত পরীক্ষার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে কোন কোন স্থানীয় জনপদে এইচআইভি সংক্রমণের হার ৫ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশের মত। 'সিআইএ'র ন্যাশনাল ইন্টিলিজেন্স কাউন্সিল ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে এক রিপোর্টে আভাস দেয় যে, ২০১০ নাগাদ ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ২ কোটি থেকে আড়াই কোটিতে দাঁড়াতে পারে। এই সংখ্যা অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী। তবে এটা ঠিক যে, ভারতে এইডস এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, এই ঘাতক রোগের বিস্তাররোধে এখনই যথেষ্ট কিছু করা না হ'লে ভারতের বস্তি এলাকাগুলিতে শীঘ্রই ঘাতক এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভারতে বর্তমানে ৪০ লাখ লোক এইচআইভি জীবাণু বহন করছে।

অধিকাংশ মার্কিনী মনে করেন বুশ ইরাক সম্পর্কে নির্জলা মিথ্যা বলছেন

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এই প্রথমবারের মত জনমত জরিপে দেখা গেছে যে, মার্কিন নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করে, বুশ প্রশাসন হয় ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছেন অথবা নির্জলা মিথ্যা বলেছেন। মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২ শতাংশ মনে করেন প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার সহযোগীরা ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের রাসায়নিক জীবাণু ও পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচী সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছেন। অপর ১০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন, মার্কিন কর্মকর্তারা এমন সব প্রমাণাদি কংগ্রেসে পেশ করেছেন এবং মার্কিন জনগণও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানিয়েছেন, যা মিথ্যা বলে তারা জানতেন।

৪০ হাযার সৈন্যের তাঁবেদার বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ৪০ হাযার সদস্যের এক তাঁবেদার সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ গত ২৪ জুন বলেছে, আগামী দু'বছরে তারা নয়া ইরাকী সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। যা সাদ্দাম হোসেনের সশস্ত্র বাহিনীর তুলনায় অনেক ছোট হবে। এজন্য ৫ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। উর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা ওয়াল্টার বলেন, বিমানবাহিনী ছাড়াই গঠিত তিন ডিভিশন পদাতিক বাহিনী দেশের সীমান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ প্রহরার কাজে নিয়োজিত করা হবে। সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকাকালে ইরাকে ২০ ডিভিশন সশস্ত্র বাহিনী ছিল। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪ লাখ সৈন্য, ২ হাযার ৬শ' ট্যাংক ও তিন শতাধিক জঙ্গী ও বোমারু বিমান। মিঃ ওয়াল্টার

আরো বলেন, ইরাকের পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর বেশীরভাগ সদস্যকে বাদ দেয়া হবে। তারা তাদের সামরিক জীবন অব্যাহত রাখতে পারবে না। সাদ্দাম-এর সশস্ত্র বাহিনী বিলুপ্ত করার কাজে লিপ্ত এই কর্মকর্তা বলেন, নয়া ইরাকী সামরিক বাহিনী বাইরের আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে এ অঞ্চলে নিরাপত্তা বজায় রাখতে ১ লাখ ৪০ হাযার ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য অনির্দিষ্টকাল ধরে ইরাকে অবস্থান করবে। এদিকে গত ২৬ মে ইরাকী বাহিনী ভেঙ্গে ফেলে দেয়ার ডিক্রি জারী করলে ইরাকের চার লাখ নিয়মিত সৈন্য প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

রাখে আল্লাহ মারে কে!

ভারতে নবজাত এক কন্যা শিশুকে তার পিতা জীবন্ত মাটি চাপা দেয়ার ১৫ ঘন্টা পরও শিশুটি আলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেছে। শিশুটিকে যে পাথরের মধ্যে রেখে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে ফাঁকা থাকায় সে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পেরেছিল। ফলে সে প্রাণে রক্ষা পায়।

ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যের কৈলাশপুর গ্রামের সুদামা প্যাটেল কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করায় ক্রুদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে মাটিতে পুঁতে ফেলে। ৩০ বছর বয়সী প্যাটেলের আরো দু'টি কন্যা সন্তান রয়েছে। স্ত্রী গোলাবকলির আপত্তি সত্ত্বেও প্যাটেল কন্যা শিশুটিকে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। অতঃপর গোলাবকলি পুলিশের শরণাপন্ন হয়। মাটি চাপা দেয়ার স্থান খুঁজে পেতে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করতে তাদের ১৫ ঘন্টা সময় লেগে যায়। শিশুটি সে সময় কাঁদছিল। পুলিশ শিশুর পিতাকে আটক করেছে।

দিল্লী-লাহোর বাস চলাচল পুনরায় শুরু

আঝোর ধারায় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে শুরু হ'ল দিল্লী-লাহোর বাস চলাচল। গত ১১ জুলাই শুক্রবার দিল্লীর আম্বেদকার টার্মিনাল থেকে পতাকা নেড়ে বাস চলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী বিসি খান্ডুরি। একই দিন সকালে একই সময়ে পাকিস্তানের লাহোর থেকে একটি বাস দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। এই বাস যাত্রা উদ্বোধন করেন সে দেশের পর্যটন মন্ত্রী রাইস মুনীর আহমাদ।

দিল্লী থেকে প্রথম বাসের ৩৪ জন যাত্রীর মধ্যে ২৫ জনই সংবাদ মাধ্যমের লোকজন। ৯ জন মাত্র সাধারণ যাত্রী। ১৮ মাস পরে পুনরায় দিল্লী-লাহোর বাস চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়। এর পাশাপাশি টার্মিনালের বাইরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকরা বাস চালুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে। তবে পুলিশ তাদের বাসের ধারে কাছে আসতে দেয়নি।

এদিকে পাকিস্তানের বাসটি একই সময়ে ২৭ জন যাত্রী নিয়ে লাহোর থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পাকিস্তানের পর্যটনমন্ত্রী রাইস মুনীর আহমাদ বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এর শুভ যাত্রা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আশা করি এই যাত্রার মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়ন ঘটবে।

বাসটির মোট ৩০ জন আরোহীর পাঁচজন সাংবাদিক এবং তিনজন চালক ও কণ্ডাক্টর। পাকিস্তানের সশস্ত্র পুলিশের গাড়ি বাসটির সামনে ও পেছনে থেকে সেটিকে ২৮ কিঃ মিঃ দূরে ওয়াগা সীমান্তে এগিয়ে দেয়। সেখানে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষে পাঞ্জাব হয়ে ১১ ঘন্টার যাত্রায় বাসটি দিল্লী পৌঁছায়।

উগাণ্ডায় বিদ্রোহীরা বন্দী নারী ও শিশুদের মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করছে

সেই আদি থেকেই আফ্রিকা মহাদেশের লোকজনের দুর্দশা আর দুর্ভোগ অন্তহীন। যুদ্ধবাজ গোত্রপতিদের ক্ষমতা লিপ্সার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এমনকি নিরপরাধ নারী-শিশুরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শিশুদের জোর করে লড়াইয়ে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করা হয়। মেয়ে শিশুদের ধর্ষণ করা হয়। মহিলাদের যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়। আফ্রিকার প্রায় সকল দেশের অবস্থা একই রকম। এর মধ্যে উগাণ্ডার পরিস্থিতি আরো ন্যাক্কারজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। সেখানে বন্দী শিশু ও নারীদের মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বন্দী শিবির থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা বেশ কয়েকজন শিশুর কাছ থেকে জানা যায়, তারা শংকিত যে, তাদের নাক ও কান কেটে ফেলা হবে এবং তাদেরকে তাদেরই কর্তিত নাক ও কান খেতে বাধ্য করা হবে। আর হয়েছেও তাই। মানবাধিকার সংস্থা 'গুল সাপোর্ট দি চিলড্রেন অর্গানাইজেশন' (জিইউএসসিও) বলছে, ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত তারা এ ধরনের প্রায় ৪ হাযার শিশুকে চিকিৎসা করেছে। নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সালের জুন থেকে এ যাবৎ ৫ হাযারের মত শিশু অপহৃত হয়েছে।

বিবিসির সংবাদদাতা হিলারী এন্ডারসন-এর বর্ণনা মতে, বন্দী মহিলাদেরকে সিনিয়র কমাণ্ডারদের ভোগের বস্তুতে পরিণত করা হয়। এসব মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয় এবং এর ফলে তারা গর্ভধারণে বাধ্য হয়। বর্তমানে তারা এইচআইভি ও এইডস সহ নানা মারাত্মক রোগে ভুগছে।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

মুসলিম জাহান

ইরাকে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা

ইরাকের জনৈক মেষপালক তার পরিবারের ১৭ জন সদস্য এবং ২শ' মেষ হত্যার জন্য দখলদার মার্কিন বাহিনীর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। তার দাবীকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০ কোটি ডলার। হানাদার বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তার এই ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষতিপূরণের অর্থ চেয়ে আবুদ সারহান নামক হতভাগ্য এই ইরাকী দখলদার প্রশাসন স্থাপিত আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন। রাজধানী বাগদাদ থেকে একশ' কিলোমিটার পশ্চিমে রামাদীতে স্থাপিত আদালতে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে এটাই প্রথম মামলা।

ইরানকে আফগানিস্তান বা ইরাক ভাবা যাবে না

-তেহরান

ইরান বলেছে, তারা তাদের কথিত পরমাণু প্রকল্পের নমুনা গ্রহণে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের কোন সুযোগ দেবে না। এদিকে ওয়াশিংটন হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, তেহরানের পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ বন্ধে তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। ইরান গোপন পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানোর জন্য ওয়াশিংটনকে অভিযুক্ত করেছে।

ইরানের পরমাণু জ্বালানি সংস্থা 'আইএইএ'র প্রধান গোলাম রেযা আগাজাদেহ বলেন, তেহরানের কেলায়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নমুনা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের অনুমতি দিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশও অনুরূপ অনুরোধ ইরানকে জানাতে পারে।

এদিকে 'আইএইএ' স্বল্প মেয়াদে পরমাণু প্রকল্প প্রদর্শন অনতিবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ প্রশ্নে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছেন। এ সমস্ত হুমকি উপেক্ষা করে ইরানের সাংবিধানিক সংস্থা 'গার্ডিয়ান কাউন্সিলে'র সদস্য আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ ইয়াজদী ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, তারা যেন ইরানের সাথে আফগানিস্তান ও ইরাকের মত আচরণ না করে। কারণ ইরান আফগানিস্তান বা ইরাকের মত নয়।

রাশিয়া ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক সহযোগিতা বন্ধ করবে না

-পুতিন

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, রাশিয়া ইরাকের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। তার বৃটেন সফরের প্রাক্কালে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিঃ পুতিন বলেছেন, রাশিয়া আশা করে ভবিষ্যতে ইরাকী প্রশাসন রুশ কোম্পানীগুলির সাথে চুক্তি মেনে চলবে।

ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচী প্রসঙ্গে পুতিন বলেছেন, রাশিয়া ইরানে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, বেশকিছু ইউরোপীয় কোম্পানী ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীতে সহযোগিতা করছে। এমনকি যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করছে। সুতরাং পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের অভিযোগে রুশ কোম্পানীগুলির ব্যবসা বন্ধের চেষ্টা রাশিয়া মেনে নিবে না। মিঃ পুতিন আরো বলেন, তার দেশ ইরানকে পারমাণবিক সহযোগিতার ব্যাপারে শর্তারোপ করে বলেছে, জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের কাছে তেহরানকে পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহ উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তবে তিনি বলেন, রাশিয়া ইরানের সাথে তার পারমাণবিক সহযোগিতা বন্ধ করবে না।

কোয়েটায় পর্বতের সুড়ঙ্গে সংরক্ষণ করা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন এখন সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে পাকিস্তানের কোয়েটা নগরীর কাছে অবস্থিত একটি পর্বতে। ১০ বছর পূর্বে ওয়ালীদ মুহাম্মাদ সহ তার চার জন বন্ধু সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা ঐ পর্বতে সুড়ঙ্গ খনন করে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করবে। পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের জন্য 'জাবাল-ই-নূরুল কুরআন এসোসিয়েশন' (কুরআনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত পর্বত সমিতি) নামে একটি সমিতি রয়েছে।

পর্বতের নীচে বহু কিলোমিটার পর্যন্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করা হয়। সবচেয়ে পুরাতন এই সুড়ঙ্গটি ১৬৫০ মিটার (এক মাইল দীর্ঘ)। বালিশের আকৃতির দু'মিটার দৈর্ঘ্যের বড় বড় কাপড়ের ব্যাগে কুরআন রাখা হয়। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এসব ব্যাগ যত্নের সাথে একটার উপরে একটা রাখা হয়েছে।

প্রথম সুড়ঙ্গে ২৬২৫ ঘন মিটারের বেশী কুরআনের পৃষ্ঠা সংরক্ষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের ৮০ শতাংশ পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে ২ হাযার ঘনমিটার পবিত্র কুরআন রাখা হয়েছে। অন্য দু'টি সুড়ঙ্গে যথাক্রমে ৩৩০ ঘন মিটার এবং ৬৬০ ঘন মিটার জায়গা রয়েছে। ওয়ালীদ মুহাম্মাদ-এর সাথী দু'ভাই আবদুর রশীদ ও আবদুছ ছামাদকে ১৯৯২ সালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত পর্বত ব্যবহারের অনুমতি দেয়। উক্ত সমিতির মাসিক বাজেট ৩৫ হাযার রুপী (৬০৩ মার্কিন ডলার)। এখানে ১৮৫২ সালে লেখা কপিও আছে।

ইরাকের প্রধান মসজিদগুলি অবরুদ্ধ

ইরাকে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বাহিনী ইরাকী জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার নতুন কৌশল হিসাবে। সেদেশের মসজিদগুলির ইমামগণের উপর চড়াও হয়েছে। তারা ইমামগণের খুৎবা কিংবা অন্য যেকোন ধরনের বক্তব্যে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন উস্কানি প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, ইরাকের ইমামগণ তাদের বক্তব্যে রাজনৈতিক কোন ইস্যু উত্থাপন করতে পারবেন না এবং দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা যাবে না। এই ঘোষণা কার্যকর করার জন্য হানাদার বাহিনী ইরাকের প্রধান মসজিদগুলি ট্যাংক ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকদের দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে।

মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্ট গ্রহণ করব না

-মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ আহমাদ বাদাবী বলেছেন, তার দেশ নিউইয়র্ক পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী এজেন্ট গ্রহণ করবে না। ব্যাপক সন্ত্রাসবিরোধী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে এজেন্ট পাঠাবে বলে পুলিশ কমিশনার রে কেলি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। গত ২৯ জুন

'নিউইয়র্ক পোষ্টে' রে কেলির বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়।

বাদাবী বলেন, মালয়েশিয়া ওয়াশিংটন পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী এজেন্ট গ্রহণ না করার নীতিতে অটল রয়েছে। কারণ মালয়েশিয়ার পুলিশ তার দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম। মালয় ভাষায় প্রকাশিত বেরিতা হ্যারিয়ান পত্রিকায় ৪ জুলাই তার এই বক্তব্য ছাপা হয়। তিনি বলেন, এখানে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতা নেই।

ইরানের সঙ্গে সংঘাতের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষ বাহিনীকে সতর্ক রাখা হয়েছে

মার্কিন ও বৃটিশ গোয়েন্দা এবং বিশেষ বাহিনীকে আগামী ১২ মাসের মধ্যে ইরানের সঙ্গে সংঘাতের জন্য সতর্ক রাখা হয়েছে। ইরান পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচী গড়ে তুলছে এ মর্মে পশ্চিমা বিশ্বে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষ বাহিনী সমূহকে সতর্ক রাখা হয়েছে। ইরান কয়েক বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে ইরান তার জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে আরম্ভ করবে। তবে জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষজ্ঞরা ইরানে পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহের সম্প্রসারণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এসব কেন্দ্রগুলি এমন অত্যাধুনিক যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এগুলি বেসামরিক উদ্দেশ্যের চেয়ে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশী।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রধান মুহাম্মাদ আল-বারাদী বলেছেন, তেহরান সুনির্দিষ্ট পারমাণবিক উপকরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) মার্কিন ও বৃটিশ দাবীর প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। মার্কিন ও বৃটিশ দাবী হচ্ছে, ইরানের সকল পারমাণবিক স্থাপনায় পরিদর্শকদের অবাধ ও পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শনের অধিকার দিতে হবে। তবে ইরান এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে।

সিগারেট বিক্রি ও ধূমপান নিষিদ্ধ

পাকিস্তানে শিশু-কিশোরদের কাছে সিগারেট বিক্রি এবং বাস, ট্রেন, আভ্যন্তরীণ বিমান ও বিমানবন্দর লাউঞ্জে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নতুন আইন গত ৩০ জুন থেকে কার্যকর হয়। এই আইন অনুযায়ী অপরাধীদের ১ হাযার থেকে ১ লাখ রূপী পর্যন্ত জরিমানা করা হ'তে পারে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ধূমপান প্রবণতা রোধেই এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ফলে ১৮ বছরের কম বয়সী কেউ সিগারেট কিনতে পারবে না। উল্লেখ্য, সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকিস্তানের ১৪ কোটি লোকের মধ্য ২ কোটি লোক ধূমপান করে।

'টাকা নিন বাড়ী যান আর গোলমাল করবেন না'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ২৫ জুন ক্যাম্পডেভিডে পাকিস্তানের সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত কথা বলেন। পাঁচ শতাধিক 'আল-ক্বায়েদা' ও 'তালেবান' নেতাকে গ্রেফতার করায় মোশাররফের প্রশংসা করে বুশ তাকে একজন সাহসী নেতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের একজন বন্ধু হিসাবে অভিহিত করেন। বিদায়কালে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে জেঃ মোশাররফকে বলা হয়, 'টাকা নিন, বাড়ী যান আরো ইসলামপন্থীকে গ্রেফতার করুন আর গোলমাল করবেন না'।

উল্লেখ্য যে, জেনারেল মোশাররফকে শর্ত সাপেক্ষে ৩ শ' কোটি ডলারের সাহায্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। শর্তগুলি হচ্ছে- (ক) এই সাহায্য কংগ্রেসে অনুমোদিত হ'তে হবে (খ) ইসলামী চরমপন্থীদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখতে হবে এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক দখলকে সমর্থন করতে হবে (গ) কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সঙ্গে গোলমাল না করা এবং (ঘ) উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক প্রযুক্তি সরবরাহ না করা।

কুয়েতে ২২ মার্কিনীর ইসলাম গ্রহণ

কুয়েতে মাত্র দু'সপ্তাহে ২২ জন মার্কিনী ইসলাম গ্রহণ করেছে। কুয়েতের একটি ইসলামিক কমিটি এসব নতুন মুসলিমদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কমিটির সভাপতি নাদের আন-নূরী গত ৩০ জুন জানান, গত বছর ২ হাযার ৪শ' ৫০ জন ইউরোপীয় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, ২৬ বছর আগে ১৯৭৭ সালে 'ইসলামকে জানুন' কমিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কুয়েতে মোট ৩ লাখ ৫০ হাযার বিদেশী শ্রমিকের মধ্যে ২২ হাযার বিদেশী শ্রমিক ইসলাম গ্রহণ করেছে। শেখ নূরী জানান, কমিটি তার চারটি দফতরের মাধ্যমে বিদেশী এবং কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে চাকরির প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। তিনি আরো জানান, কমিটি ৬০ হাযার কুয়েতী দীনার বা ২ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে পবিত্র কুরআন শরীফের সংস্করণ প্রকাশ করে তা আগ্রহী বিদেশীদের মধ্যে বিতরণ করবে।

কুয়েতের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের বিজয়

৫০ আসন বিশিষ্ট কুয়েতের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামপন্থী ও রাজপরিবার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার সমর্থকরা প্রাধান্য বজায় রেখেছে এবং পাশ্চাত্য ঘেঁষা উদারপন্থীদের ভরাডুবি হয়েছে। কুয়েতে ইসলামী আইন পুরোপুরি বাস্তবায়নের পক্ষপাতী ইসলামপন্থীরা গত পার্লামেন্টের চেয়ে একটি আসন বেশী পেয়ে ২১টিতে জয়ী হয়েছে। মন্ত্রীসভার সমর্থকরা দু'টি আসন বেশী পেয়ে ১৪ আসনে জয়ী হয়েছে। মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রবক্তা উদারপন্থীরা এবং তাদের সমর্থকরা মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। পূর্ববর্তী পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা ছিল ১৪টি। অবশিষ্ট ১২টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে। পূর্ববর্তী পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা ছিল ৪টি।

মূলতঃ কুয়েতে কোন রাজনৈতিক দল নেই। সেখানে 'আমীর' সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।

গ্রানাডার মসজিদে পুনরায় ছালাত শুরু

দীর্ঘ ৫শ' বছর পর স্পেনের ঐতিহাসিক গ্রানাডা মসজিদ থেকে পুনরায় আযানের সুমধুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুয়াযযিনের কণ্ঠ নিঃসরিত আল্লাহু আকবার ধ্বনি স্পেনের আকাশ-বাতাস আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের তরঙ্গ তুলছে। ৫শ' বছর পর সুবিশাল গ্রানাডা মসজিদে আবার ছালাত আদায় শুরু হয়েছে গত ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার। এই ঘটনাও সেখানে ছালাত আদায় বন্ধ হওয়ার মত ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়। তাই এই ঐতিহাসিক দিনে গ্রানাডা মসজিদে স্থানীয় মুসলমান ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহু মুসলমান সমবেত হন। শারজাহ্‌র আমীর শায়খ সুল্তান আল-কাসিমী এবং তাঁর পুত্র প্রিন্স খালিদী গ্রানাডা

মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উমাইয়া শাসনামলে মূসা বিন নুসাইর মরক্কো জয় করেন। এসময় স্পেনের রাজা রডারিকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ মূসা বিন নুসাইরকে স্পেন দখলের আমন্ত্রণ জানায়। তিনি তারিক বিন যিয়াদকে স্পেন দখলের জন্য পাঠান। বিশ্বের এককালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ অকুতোভয় মুসলিম সেনাবাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে অত্যাচারী রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন। এরপর প্রায় ৮শ' বছর মুসলমানরা স্পেন শাসন করে। সেসময় শিক্ষা-দীক্ষায় স্পেনের মুসলমানরা ছিল ইউরোপের পথিকৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ ইউরোপ স্পেনের মুসলিম সভ্যতা থেকে সর্বতোভাবে লাভবান হয়। কিন্তু কালক্রমে মুসলমানদের অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের কারণে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। পুনরায় খৃষ্টানরা শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা করে। মসজিদ, মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। স্পেনের মাটি থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলে। শুধুমাত্র আল-হামরা ও কর্ডোভার মসজিদের সৌন্দর্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পাঁচশ' বছর পর স্পেনের মাটিতে আবার মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদের মিনার থেকে আযানের সুমধুর ধ্বনি উচ্চারণের সংবাদ নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক সুসংবাদ।

২২ বছর আগে লিবিয়ার অর্থে গ্রানাডার এই মসজিদের জায়গা কেনা হয়। ১৯৯৮ সালের রামাযানের পরপরই মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়। এ মসজিদ নির্মাণে খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার। যার বেশির ভাগ অর্থ দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। মরক্কো, ব্রুনাই ও মালয়েশিয়াও অর্থ সাহায্য দিয়েছে। মসজিদ কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি ইসলামিক সেন্টার, একটি বাগান, আছে সারিবদ্ধ ঘর, যেখান থেকে সিয়েরানেভাদা পর্বত ও আল-হামরা প্রাসাদ চোখে পড়ে।

যমজ ইরানী বোনের মৃত্যু

বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার অতৃপ্তবাসনা নিয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল কৌশল, ২৮ জন চিকিৎসক ও ১ শ' জন মেডিকেল এসিসটেন্ট-এর সর্বতো প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে অবশেষে ২৯ বছর বয়স্কা লাদান ও লালেহ্ পাড়ি জামালেন পরপারে। আয়না ছাড়াই পরস্পরকে সামনা-সামনি দেখার তীব্র আকাংখা অতৃপ্তই রয়ে গেল তাদের। সেই সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া এক বিরল চ্যালেঞ্জের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'লেন বিশ্বসেরা শল্য চিকিৎসকগণ। বিশ্বে এই প্রথম কোন পূর্ণ বয়স্ক যুক্ত যমজ পৃথক করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন চিকিৎসকগণ। গত ৮ জুলাই সিঙ্গাপুরের র‍্যাফেলস হাসপাতালে স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটায় লাদান প্রথম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এর ৯০ মিনিটের মাথায় বোন লালেহ্র হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে টানা ৫২ ঘন্টার অপারেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিসমাপ্তি ঘটে দুর্বিষহ এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে দু'টি প্রাণের আকুল বাসনার। তাদের মৃত্যুর খবরে গোটা ইরানসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশেও শোকের ছায়া নেমে আসে।

উল্লেখ্য যে, ২৯ বছর আগে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের ফিরোজাবাদে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে যুক্তমাথা নিয়ে লাদান-লালেহ্র জন্ম হয়। তারা ছিল ১১ ভাই-বোন। তাদের পিতার নাম ছিল দাদুল্লাহ বিজানী। পিতার নামানুসারে তাদেরকে সবাই চিনতেন লাদান ও লালেহ বিজানী হিসাবে। স্বাভাবিক জীবন বলতে তাদের কিছু না থাকলেও প্রচণ্ড মানসিকবলে বলীয়ান হয়ে তারা স্কুলে ভর্তি হন। শেষ পর্যন্ত তারা তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আমলকির পুষ্টিগুণ

আমলকি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ অন্যতম ফল। কমলার রসে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' রয়েছে আমলকি নির্যাসে তার চেয়ে ২০ গুণ অধিক ভিটামিন 'সি' রয়েছে। একটি বা দু'টি কমলায় যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' রয়েছে একটি আমলকি খেলে ঠিক সেই পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যাবে।

আমলকি ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, ডায়রিয়া বেসিলারী ডিসেন্ট্রির বিরুদ্ধে কাজ করে। ক্রনিক কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। চক্ষুরোগ, সর্দি, কাশি ও অশ্বরোগের উপকার করে। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া দূর করে। চর্মের লাবণ্যতা আনয়ন করে। স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং অবসাদগ্রস্ততাসহ অন্যান্য সমস্যাতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন 'সি'

যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ (মডারেট) থাকে তবে এন্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগের চেয়ে অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' দরকার। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৫০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' সিষ্টোলিক প্রেসার ১৩ পয়েন্ট এবং ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ৮ পয়েন্ট কমাতে পারে, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের প্রায় সমান। আর ভিটামিন 'সি' তো সামান্য দামে সহজলভ্য ফল, শাকসবজি থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং আমলকি, পেয়ারা, জাম, কাঁচা আম, সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি, বাঁধা কপি ইত্যাদির কিছু না কিছু প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যুক্ত করুন। সময়মত যখন যেটা পাওয়া যায়। তবে যদি ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট খেতে চান অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই খাবেন।

যন্ত্র দিয়ে পোকা-মাকড় দমন!

পোকা-মাকড়ের উৎপাত থেকে বাগান কিংবা ক্ষেত-খামারকে রক্ষা করা সত্যিই কঠিন কাজ। এজন্য ব্যবহার করতে হয় রাসায়নিক কীটনাশক। এই কীটনাশক আবার পরিবেশের ভারসাম্যের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এজন্য বাগানের পোকামাকড় ধরার জন্য আমেরিকান একটি সংস্থা চমৎকার এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। 'ব্যাডা ভ্যাকুয়াম' নামের এই যন্ত্রটির একটি অংশে আঠালো এক ধরনের পদার্থ মাখানো থাকে। পোকা-মাকড় সেখানে আটকে মারা যায়। পোকা নিধনের এ যন্ত্রটি বাগান-প্রেমিক এবং কৃষকদের প্রভূত উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

নতুন কম্পিউটার 'টাফবুক সিএফ-১৮'

জাপানের বিখ্যাত ইলেকট্রোনিক কোম্পানি মাৎসুশিতা ইলেকট্রিক 'টাফবুক সিএফ-১৮' নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নোটবুক কম্পিউটার তৈরি করেছে। কম্পিউটারটির মূল্য ৩ লাখ ইয়েন বা আড়াই হাযার ডলারের মত হ'তে পারে। এই কম্পিউটারের ১০ দশমিক ৪ ইঞ্চি আকারের এলসিডি ডিসপ্লেকে ভাঁজ করে টেবলেট পিসির আকারে কি-বোর্ডের উপর রাখা যায়। কম্পিউটারটি পানি, ধূলাবালি, আঘাত ও কম্পন প্রতিরোধক ম্যাগনেশিয়াম মিশ্রিত বডিতে তৈরি। এর সিপিইউতে রয়েছে ৯০০ এমএইচজেড পেন্টিয়াম এম প্রসেসর।

জনমত কলাম

চিরন্তন সত্যের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত মাসিক প্রকাশনা 'আত-তাহরীক'

উষার লগ্নই দিবসের প্রতিচ্ছবি। **'আত-তাহরীক'** শুভ সূচনায়-ই তার অমিত ভবিষ্যতের একটা নিদর্শন আঁকতে সক্ষম হয়েছিল যে, কালের গর্ভে এটা কোন দল, গোত্র; ধর্মীয় বা স্বার্থের গ্যাড়াকলে আবদ্ধ হয়ে অকালে হারিয়ে যাবে না।

'আত-তাহরীক'-এর দেদীপ্যমান পথ চলার বয়স খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু এই স্বল্প সময়েই প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের নিকটে **'আত-তাহরীক'**-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, নির্ভেজাল আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা আর বৈপ্লবিক চেতনা সমাদৃত হয়েছে। কেবল বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় ১০টি দেশে **'আত-তাহরীক'** ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, পেয়েছে চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধানী পাঠক, লেখক এবং অন্যায়ের ব্যাপারে আপোষহীন মানুষের চিত্ত উজাড় করা ভালবাসা।

বাংলাদেশে ইসলামী পত্রিকা বলতে সুদীর্ঘ সময় ধরে যার নাম স্মরণীয়, সেটা হচ্ছে 'মাসিক মদীনা'। ১৯৬১ইং সালের মার্চ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। 'মদীনা'র একনিষ্ঠ ভক্ত পাঠকও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন যে, **'আত-তাহরীক'**-এর তুলনা কেবল এটা নিজেই।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক, যিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিয়া মাদরাসার একজন সুযোগ্য প্রভাষক (হানাফী মাযহাবের অনুসারী) একদিন বললেন, **'আত-তাহরীক'** সত্যিই একটা মননশীল পত্রিকা। ছাত্র, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের জন্যও উপযোগী বটে। **'আত-তাহরীক'**-এর প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় অত্যন্ত উঁচু মানের। প্রশ্নোত্তর বিভাগটি বেশ নির্ভেজাল। সর্বোপরি বৈচিত্র্য আছে, যা অন্যান্য ইসলামী পত্রিকায় পরিলক্ষিত হয় না'। সেদিন স্যারের এমন খোলা মত শুনে অবাক হইনি; বরং একটা ভাললাগা অনুভূতি কাজ করেছিল মনের পিঞ্জরে।

লেখালেখি করার সূত্রে রাজশাহীর বেশ ক'টি সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য সভায় আমার যাতায়াত হয়। তাদের লক্ষ্য-আদর্শ সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। তবু তাদের সম্মুখে **'আত-তাহরীক'** উপস্থাপন করলে 'একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা' হিসাবে এটাকে আখ্যায়িত করেছেন।

মানুষ যে যেমনই হৌক, **'আত-তাহরীক'**কে যারা ভালবাসেন, তারা যেমন এটা থেকে উপকার লাভ করেন, যারা অপসন্দ করেন, আড়ালে বদনাম গান, তারাও ফায়দা লাভে ধন্য হন। দিনাজপুরের লিমন চক্রবর্তীর মত অসংখ্য হিন্দু পাঠক **'আত-তাহরীক'**-এর দুয়ারে জীবন-জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব পাওয়ার আশায় ছুটে এসেছে। **'আত-তাহরীক'**-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলেটি পরে মুসলমানও হয়েছে।

আমার কিছু বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; **'আত-তাহরীক'** ছুঁয়েও দেখেনা এমন ভাব। দেখা যায় পরীক্ষা কিংবা কোন নোট, এ্যাসাইনমেন্ট, থিসিস লেখার ক্ষেত্রে আমার কাছে **'আত-তাহরীক'**-এর পুরাতন কপির জন্য আগ্রহ দেখায়। সে তো 'আত-তাহরীক' পড়ে না, অকস্মাৎ পুরাতন কপি অনুসন্ধানের হেতু কি? তারা অকপটে স্বীকার করে, 'আসলে **'আত-তাহরীক'** মন দিয়ে না পড়লেও বুঝেছি এর প্রবন্ধ, ছাহাবা চরিত, মনীষী চরিত ইত্যাদি আর্টিকেলগুলি খুব উঁচু মানের'।

'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদকীয় এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রমী উপস্থাপন। বাংলাদেশের কোন পত্রিকায় এমন বলিষ্ঠ, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী সম্পাদকীয় লেখা হয় বলে আমার জানা নেই।

'আত-তাহরীক' সকল শ্রেণীর পাঠকের প্রিয় পত্রিকা। সূচনা সংখ্যাসহ (কয়েকটা সংখ্যা ব্যতীত) প্রায় সবগুলি কপি আমার সংগ্রহে রয়েছে। যে কারণে একটা মূল্যায়ন হৃদয়-পাতায় আবছা করে হ'লেও ছাপ রেখে চলেছে। এটা বড়দের জন্য যেমন অনিন্দ্যসুন্দর, তেমনি ছোটদের জন্যও অনুসরণীয় সৃজনশীল পত্রিকা। যুবক-বৃদ্ধদের জন্য তো বটেই, ছোটদের মন ও মানস ইসলামী ধাঁচে ও যুগোপযোগী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ার ক্ষেত্রে **'আত-তাহরীক'**-এর রয়েছে নিরলস প্রচেষ্টা। এছাড়া গবেষকদের জন্য দরসে কুরআন, দরসে হাদীছসহ প্রবন্ধ-নিবন্ধও বেশ কার্যকরী। নবীনদের পাতা, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, স্বদেশ-বিদেশ, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান, মুসলিম জাহানের উল্লেখ তো অনিবার্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা সর্বোপরি প্রশ্নোত্তর বিভাগটি উল্লেখের অধিক বাহুল্য মনে করি। মোটের উপর, **'আত-তাহরীক'** বিভাগীয় শহর রাজশাহী থেকে প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা পত্রিকা, যা সত্যের সন্ধানী ব্যক্তিবর্গের এক অনুপম মাইলফলক।

'আত-তাহরীকে'র সম্পাদনার কথা উল্লেখ না করলে কৃপণতা করা হবে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝেছি, একটা লেখা তৈরি করার পর নিজে সম্পাদনা করে পত্রিকায় পাঠাই। ছাপার পর লেখাটা যখন পড়ি, মনে হয় এই স্থলে এমন কথা দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু **'আত-তাহরীক'**-এ প্রকাশিত লেখার ক্ষেত্র এই অনুভূতি হয় না। আমার এযাবত প্রায় ৩০/৩৫টি লেখা প্রকাশ পেয়েছে। সর্ববৃহৎ লেখাটি মাসিক মদীনা জুন ২০০২ইং (সীরাতুন্নবী (স) সংখ্যা)-তে ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপা হয়েছিল। তো সেখানে যেভাবে দিয়েছিলাম, সেভাবেই ছাপিয়েছে।

পরে লেখাটি (বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা) যখন আত-তাহরীকে ছয়মাস ধরে (আগষ্ট ২০০২-জানুয়ারী ২০০৩ইং) ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়, তখন মনে হয়েছিল যে, নিজে নিজে আরও দু'একবার রিভাইজ করলে আমার লেখাটি ঐ পর্যায়ে আসত কিনা... তা ভাবতে হয়। লেখা নির্বাচন, পরিমার্জন, লেখার মান, উপস্থাপনায় তত্ত্ব ও তথ্যের সত্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা

হয়।

পরিশেষে বলব, দেশে ইসলামী চেতনাবোধ আর চিরন্তন সত্যের দিশা দেখিয়ে **'আত-তাহরীক'** সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকের হৃদয়ে বিপুল জাগরণ সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও **'আত-তাহরীক'** স্বীয় আদর্শ, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে বিপ্লব কামনা করে, তা সময়ের দাবী। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম কর্মফলের প্রতিদান দান করুন এই প্রত্যাশায় **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মণ্ডলী, সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদর আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেয।

❑ মাসঊদ আহমাদ
বি,এ (অনার্স)- ১ম বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সচেতন ভাবে ভেবে দেখার জন্য

দু'টি বিপরীত শক্তির টানাপোড়েন বর্তমান বিশ্বের এক চিরন্তন নিয়ম। এই নিয়ম অব্যাহত থাকবে সেই প্রলয় দিন পর্যন্ত। এ নিয়ম রয়েছে জলে-স্থলে, অন্তরিক্ষে। বিবেকের বিপরীতে রিপুর টান, জোয়ারের বিপরীতে ভাটার টান। ঠিক তেমনি হকের বিপরীতে বাতিলের অবস্থান সেই অমোঘ নিয়মেরই অংশ।

ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ-ই হচ্ছে সত্যের স্থায়ী মানদণ্ড। এই মহা সত্যের মানদণ্ড অনুযায়ী যদি কেউ না চলে, স্বাভাবিক ভাবে তার চলার গতি হবে এর বিপরীত মেরুতে অর্থাৎ বাতিলের পথে। যদিও সে মনে করে আমি হকের পথেই চলছি।

কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, হে দুনিয়ার মানুষ! জেনে রাখ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হক এসেছে- সে হক হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন' *(ইউনুস ১০৮)*। আর একটি হক হচ্ছে রাসূল (ছাঃ) নিজে। আল্লাহ পাক বলেন, 'ইন্না আরসালনা-কা বিল হাক্ব 'হে রাসূল! আমি আপনাকে হক সহকারেই পাঠিয়েছি *(ফাত্বির ২৪)*। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা বলেছেন সেটা হক, যা করেছেন সেটা হক এবং যা পসন্দ করেছেন সেটাও হক। তাহ'লে হক্বের সূত্র হচ্ছে মোট ৪টি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কাজ এবং সম্মতি। এর বাইরে ইসলামী শরী'আতে হক-এর আর কোন নমুনা নেই।

কোন ঈমানদার লোক হকের এই ৪টি নমুনা সামনে না রেখে যদি দ্বীনের পথে চলে তাহ'লে নিম্নে বর্ণিত এর বিপরীত ৪টি ধারণার যে কোন একটি বা একাধিক ধারণা/বিশ্বাস অবশ্যই তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। কাল ক্বিয়ামতের ময়দানে ভুল পথযাত্রীদের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উক্ত ৪টি ধারণা/বিশ্বাসের যেকোন একটির প্রভাবই যথেষ্ট। যেমন-

১. আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন, 'হে রাসূল! আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন, যারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আপনি কি তাদের পথ দেখাতে পারেন, আপনি কি মনে করেন তারা কিছু শোনে বা বোঝে? তারাতো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট' *(ফোরক্বান ৪৩-৪৪)*।

২. আপনি কি ঐ সকল লোকদের দেখেছেন, তাদেরকে যদি বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এসো এবং রাসূলের নীতি অবলম্বন কর, তখন তারা বলে, আমরা সেই পথে চলতে থাকব, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে পেয়েছি। আল্লাহপাক বলেন, তোমাদের বাপ-দাদারা যদি কোন বিষয়ে ভাল না জেনে থাকে বা না বুঝে থাকে তবুও সে পথেই চলবে'? *(বাক্বারাহ ১৭০; মায়েদা ১০৪)*।

৩. আল্লাহপাক আরও বলেন, 'তোমরা তাই মেনে চল, যা আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অবশ্যই কোন অলী-বুযর্গের অনুসরণ করো না। অবশ্য উপদেশ খুব কম সংখ্যক লোকই মেনে চলে' *(আ'রাফ ৩; শূরা ৯)*। অর্থাৎ দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোন কথিত বুযর্গের সবক মান্য করা গোমরাহী বৈ কিছু নয়।

৪. এরপর হচ্ছে অধিকাংশ জনগণ, আল্লাহপাক বলেন, 'আপনি যদি অধিকাংশ লোকের কথা মত চলেন, তাহ'লে তারাই আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। কারণ অধিকাংশ জনগণ ধারণা ও অনুমানের উপর চলে এবং তারা কেবল ধারণা অনুমানই করতে থাকে' *(আন'আম ১১৬)*।

অতএব একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি কোন মুসলমান ভাই ইসলামের উপরোল্লেখিত মৌলিক ৪টি নীতিমালার উপর না চলে তাহ'লে তার অবচেতন মনে এর বিপরীত ৪টি ধারণা কোন না কোন ভাবে অবশ্যই তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করে আমি হকের পথেই চলছি।

এই ৪টি ধারণা/বিশ্বাসের প্রভাবে প্রভাবিত হ'লে স্বাভাবিক ভাবেই সে শিরক অথবা বিদ'আতের আওতায় নিপতিত হবে। আর আমরা সকলে জানি শিরক-এর গোনাহ্র কোন ক্ষমা নেই। আর বিদ'আতকারীকে নবী (ছাঃ) কাল-ক্বিয়ামতে হাওজে কাওছার থেকে তাড়িয়ে দিবেন।

পরিশেষে মুছল্লী ভাইদের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার এবং আমাদের ব্যক্তি, পরিবার এবং সামাজিক জীবনে বিশেষ করে ছালাত, ছিয়াম, ওযু-গোসল ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্বীনী যে প্রভাব বিরাজিত আছে উপরোল্লেখিত ৪টি হকের সঙ্গে অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সঙ্গে তা কতটা সামঞ্জস্যশীল, সচেতন ভাবে তা ক্ষতিয়ে দেখার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে বিষয়টি ভেবে দেখার তাওফীক এনায়েত করুন- আমীন।

❑ সরদার আশরাফ হোসাইন
৯১/৭, পালপাড়া
বাসাবাটী, বাগেরহাট।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ

কুষ্টিয়া (পশ্চিম) ৬ ও ৭ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন-এর পরিচালনায় গড়বাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়া ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলাম প্রমুখ।

গাইবান্ধা (পশ্চিম) ১৯ জুন, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত গোবিন্দগঞ্জ টি,এণ্ড,টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

দিনাজপুর (পূর্ব) ২০ ও ২১ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর পরিচালনায় বিরামপুর মাদরাসা মসজিদে দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

নওগাঁ ২৬ ও ২৭ জুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাষ্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহাদ আলীর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পাঁজরভাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা গোলাম আযম।

সাতক্ষীরা ২৬ ও ২৭ জুন, বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব-এর পরিচালনায় দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

বৃষ্টিঝরা দিন উপেক্ষা করে পৌনে দু'শতাধিক কর্মীর প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

দিনাজপুর (পশ্চিম) ২৭ ও ২৮ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আইয়ুব হোসাইন-এর পরিচালনায় দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, দিনাজপুর শহর শাখার সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ প্রমুখ।

নরসিংদী ৩ জুলাই, বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ছফিউদ্দীন-এর পরিচালনায় যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার।

খুলনা ৩ জুলাই, বৃহস্পতিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে যেলা কার্যালয়ে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

নাটোর॥ ১১ ও ১২ জুন, শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুযযাম্মিল হক-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীগণই মাত্র 'নাজী' ফের্কার অন্তর্ভুক্ত

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ২৫ জুন, বুধবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় বগুড়া যেলা পরিষদ মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত

সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাষ্টার আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ওছমান (রাঃ) ও পরে আলী (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে উম্মতের মধ্যে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, তা মুসলমানদের আক্বীদার ক্ষেত্রেও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে খারেজী, শী'আ, মুর্জিয়া, ক্বাদারিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের জন্ম হয়। বেনামীতে আজও ঐসব ফের্কার ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। আমলবিহীন ঈমানের দাবীদার মুর্জিয়াদের শৈথিল্যবাদী আক্বীদার অনুসারী লোকের সংখ্যা যেমন আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার অনুসারী লোকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত দুই ভ্রান্ত আক্বীদার মধ্যপন্থী ছহীহ আক্বীদা রয়েছে প্রকৃত আহলেহাদীছ গণের নিকটে।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন।

তা'লীমী বৈঠক

কালাই, জয়পুরহাট ৪ জুলাই, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক খলীলুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সেলীমুল্লাহ বিন আইয়ূব প্রমুখ। বৈঠকে প্রায় শতাধিক সুধী উপস্থিত ছিলেন।

তাবলীগী সভা

বাদুল্লাপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ॥ ৭ জুলাই, সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বাদুল্লাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শাখা সভাপতি মাওলানা আবদুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা জনাব মীর শাহজাহান আলী প্রমুখ।

যুবসংঘ

এলাকা পুনর্গঠন

কেশবপুর, যশোর ॥ ২৭ জুন, শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশবপুর-মণিরামপুর এলাকার উদ্যোগে এলাকা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি সংগঠনে'র কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব আকবর হোসাইন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ তুরাব আলী। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ, 'আন্দোলন'-এর কেশবপুর-মণিরামপুর এলাকা সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইন প্রমুখ।

কর্মী সমাবেশ

সিলেট ॥ ২৭ জুন, শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট যেলার উদ্যোগে মহানগরীর কাষ্টঘর শেখ বোরহানুদ্দীন মার্কেটের ২য় তলায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' অফিসে দিনব্যাপী এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লণ্ডন প্রবাসী জনাব মুহাম্মাদ আযাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফয়যুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এম,এ, জাব্বার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

গাছবাড়ী, সিলেট ॥ ২৮ জুন, শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর আহলেহাদীছ পাঠাগার, গাছবাড়ীর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ মুহাম্মাদ আবদুল জাব্বার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর চৌধুরী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে হাসপাতালের চেয়ে লাইব্রেরীর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। একটি সমৃদ্ধ আহলেহাদীছ পাঠাগার একটি সমৃদ্ধ আহলেহাদীছ জাতি গঠনে সক্ষম। তিনি এই পাঠাগারের ভূয়সী প্রশংসা করে একে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। সেই সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য যোগ্য কর্মী গঠনে এই পাঠাগারকে আরো বেশী গণমুখী ও সক্রিয় করার আহ্বান জানান।

'শয়তানের নয়নবারি' কাব্যগ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ এক যুক্ত বিবৃতিতে পবিত্র কুরআন, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ, ছাহাবায়ে কেরাম, আলেম-ওলামা, ইসলামী নেতৃবৃন্দ, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতামূলক, ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অশ্লীল ও আপত্তিকর বক্তব্য সম্বলিত জনৈক লেখক খায়রুল আনাম রচিত ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল প্রকাশিত 'শয়তানের নয়নবারি' নামক বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা, গভীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই আপত্তিকর গ্রন্থটি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করার ও এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে বইটির লেখক খায়রুল আনাম ও প্রকাশক সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবী করেছেন। সাথে সাথে তথাকথিত 'স্বরব্যঞ্জন প্রকাশনী' সরকারীভাবে বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ অপশক্তির কোলে লালিত মুরতাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহী দুলাল ও তার দোসর খায়রুল আনাম রাসূল (ছাঃ), পবিত্র কুরআন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়কে কটাক্ষ করে অশ্লীল কবিতা রচনা ও প্রকাশ করে যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে এদেশের ধর্মপ্রাণ তাওহীদী জনতা তা কখনও বরদাশত করবে না। দেশের ধর্মপ্রিয় মানুষের ঈমান ও আক্বীদার উপর আঘাত হেনে অতীতে রুশদী, দাউদ, হায়দার সহ তাসলীমা নাসরীনদের মত মুরতাদরা যেমন পার পায়নি তেমনি দুলাল-খায়রুল আনামরাও জনগণের রোষাণল থেকে রক্ষা পাবে না।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, বাংলাদেশকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক দেশ হিসাবে তুলে ধরে বিশ্বের দরবারে দেশের ভাবমূর্তি ধ্বংস করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই অপশক্তিকে এখনই নির্মূল করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সরকারকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। এদের অপতৎপরতা এখনই নস্যাৎ করা না গেলে ভবিষ্যতে এদের দৌরাত্ম আরো বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা বলেন, ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী এই অপশক্তির ব্যাপারে সরকারের নিরবতা জাতিকে বিস্মিত করেছে। ধর্ম ও দেশদ্রোহী এই শক্তিকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

তালা, সাতক্ষীরা ৪ জুলাই, শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে মানিকহার দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানিকহার এলাকার সভাপতি মাষ্টার আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মানিকহার এলাকার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আ,ন,ম, সাইফুল্লাহ, সাতক্ষীরা সদর এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান, মানিকহার এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রবীউল ইসলাম এবং মানিকহার এলাকা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুনছুর রহমান প্রমুখ। মানিকহার এলাকা 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফীযুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পেশ করে সোনামণি সদস্য আবু রায়হান। উক্ত সমাবেশে শতাধিক মা-বোন উপস্থিত ছিলেন।

মারকায সংবাদ

'দাওরায়ে হাদীছ'-এর উদ্বোধন

রাজশাহীঃ ১০ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়ায় 'দাওরায়ে হাদীছ' ক্লাসের শুভ উদ্বোধন করা হয়। প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে জনাকীর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইবনু মাজাহ-এর প্রথম ৫টি হাদীছ-এর দরস দানের মাধ্যমে 'দাওরায়ে হাদীছ'-এর উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের এই দিনটি জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন এবং 'আন্দোলন'-এর ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তিনি দেশে প্রচলিত দাওরা-র সাথে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, দেশের অনেক মাদরাসাতেই দাওরা কোর্স চালু আছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, সেখানে হাদীছের ব্যাখ্যায় নিজেদের আচরিত মাযহাবী সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আক্বল ও নক্বলের বিরোধে তারা আক্বলকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ফলে ছাত্ররা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই থেকে যায়।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, হাদীছের সাথে এরকম দুর্ব্যবহার ও হাদীছকে কচুকাটা করার বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তিনি এই দাওরা কোর্স-এর মাধ্যমে যোগ্য আলেম তৈরীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, একশ্রেণীর মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট হাদীছের প্রয়োজন নেই। অথচ হাদীছ হচ্ছে কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা। হাদীছ না আসলে মানুষ কুরআনের অনুসরণ করতে পারত না *(নাহল ৪৪)*। কেউ অতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে হাদীছকে ফায়ছালাকারী হিসাবে মেনে নিবে *(নিসা ৬৫)*।

বিগত মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হাদীছের দরসে অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে বসতে হবে। তিনি বলেন, হাদীছ পাঠের সময় একথা স্মরণ রাখতে হবে যেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) আমার সঙ্গে কথা বলছেন। যেমন ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী স্বীয় কিতাব সম্পর্কে বলেছিলেন, مَنْ كَانَ فِىْ بَيْتِهِ هَذَا الْكِتَابُ فَكَأَنَّمَا فِىْ بَيْتِهِ نَبِىٌّ يَتَكَلَّمُ 'যার ঘরে এই কিতাব খানা থাকবে, স্বয়ং নবী যেন তার ঘরে কথা বলছেন'। ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর এই অমূল্য বাণী সকল হাদীছ গ্রন্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি ছাত্রদেরকে তিনটি বিষয় স্মরণ রাখার আহ্বান জানান- (১) হাদীছ শেখার ব্যাপারে নিয়তের বিশুদ্ধতা (২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করা (৩) হাদীছ শিক্ষার বিনিময়ে দুনিয়াবী কিছু আশা না করা।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করে 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ও মারকাযের অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'মারকাযের হেফয বিভাগের প্রধান জনাব হাফেয লুৎফর রহমান।

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর ১ জন 'A' গ্রেড, ৯ জন 'A-' গ্রেড, ৪ জন 'B' গ্রেড এবং ২ জন 'C' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাঁকাল সংবাদ

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ১৯ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২-০৩ উপযেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩০টি পুরস্কারের মধ্যে সিংহ ভাগ ২১টি পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'ল-

গ্রুপ 'ক'

ক্বিরাআতঃ ১ম- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ শ্রেণী), ২য়- আবু রায়হান (৪র্থ) এবং ৩য়- হাফেয আরীফ রায়হান।

ইসলামী সংগীতঃ ১ম- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ) এবং ২য়- আবু রায়হান (৪র্থ)।

আযানঃ ১ম- আবু রায়হান (৪র্থ) ২য়- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ) এবং ৩য়- তরীকুল ইসলাম (৪র্থ)।

উপস্থিত বক্তৃতাঃ ১ম-ইকরামুল কবীর (৭ম), ৩য়- আবু জাহিদ (৭ম)।

রচনা প্রতিযোগিতাঃ ২য়- ইকরামুল কবীর (৭ম)।

গ্রুপ 'খ'

ক্বিরাআতঃ ১ম- মাশকুরা খাতুন (১০ম)।

আযানঃ ১ম- আবদুর রহমান (৮ম) এবং ২য়- খায়রুল ইসলাম (১০ম)।

উপস্থিত বক্তৃতাঃ ১ম- খায়রুল ইসলাম (১০ম), ২য়- রজব আলী (৯ম) এবং ৩য়- আবদুর রহমান (৮ম)।

কবিতা আবৃত্তিঃ ১ম- আবদুর রহমান (৮ম)।

রচনা প্রতিযোগিতাঃ ১ম- যহীরুল্লাহ (১০ম), ২য়- ওয়াহীদুয্যামান (১০ম) এবং ৩য়- রজব আলী।

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া দাখিল মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরার ছাত্ররা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ জন 'A' গ্রেডে, ১ জন 'A-' গ্রেডে, ১ জন 'B' গ্রেডে এবং ৩ জন 'C' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

২০০২ সালের বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া থেকে ২০০২ইং সালে অষ্টম শ্রেণীতে একজন ও পঞ্চম শ্রেণীতে একজন বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি প্রাপ্তরা হচ্ছে- মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার (সাং মাহমুদপুর, সাতক্ষীরা, ৮ম শ্রেণী) ও মুহাম্মাদ আলী হোসাইন (সাং হাওয়ালখালী, সাতক্ষীরা, ৫ম শ্রেণী)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৮৬)ঃ আমার নিজস্ব কোন জমি নেই। জনৈক মালিকের নিকট হ'তে কিছু জমি ভাগে ফসল করি। ঐ জমিতে যে ধান হবে ঐ ধানের ওশর কি আমাকে দিতে হবে, না জমির মালিককে দিতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলফাযুদ্দীন সর্দার
কাকডাংগা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জমিতে উৎপাদিত শস্য নেছাব পরিমাণ হ'লে তাতে ওশর দিতে হবে। চাই সে জমি ভাগে করা হৌক বা মালিক নিজে করুক। ভাগে করলে সম্পূর্ণ শস্যের মধ্য হ'তে প্রথমে ওশর বের করে নিয়ে পরে উক্ত শস্য ভাগীদার ও মালিক আপোষে ভাগ করে নিবেন।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর, নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আসমান ও ঝর্ণা ইত্যাদির পানি দ্বারা অথবা মাটির নিজস্ব সরসতা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের ওশর অর্থাৎ দশভাগের একভাগ দিতে হবে। আর কূপ হ'তে অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের 'নিছফে ওশর' অর্থাৎ বিশভাগের একভাগ দিতে হবে' *(বুখারী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায় 'যে জিনিসে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৮৭)ঃ ছালাত আদায়কারীর দিকে খেয়াল না করে অনেকেই পার্শ্বে বসে গল্পগুজব করেন। এতে মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। এরূপ করা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ এমাযুদ্দীন মোল্লা
মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন ঘটে অথবা একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এরূপ যেকোন কাজ করা শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি সরবে কুরআন তেলাওয়াতের কারণেও বিঘ্ন ঘটলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায়কারী কতিপয় লোকের নিকটে গমন করেন। তারা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তিনি বলেন, 'মুছল্লী ছালাতের মধ্যে স্বীয় প্রভুর সাথে সংগোপনে কথা বলে। সে তার প্রভুর সাথে কি বলছে তার প্রতি একাগ্র থাকে। অতএব কেউ যেন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৫৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই'তেকাফ রত অবস্থায় শুনতে পেলেন যে, লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তখন তিনি পর্দা উঠিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই তোমাদের রবের সাথে কথা বলছ। সুতরাং একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করো না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১২ পৃঃ, 'মসজিদে স্বর উঁচু করা' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, হাকেম ১/৪৫৫ পৃঃ, হা/১১৬৯ 'নফল ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮৮)ঃ আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
জোত সাতনালা, ঘন্টারহাট
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হ'লে এরূপ কেনা-বেচাকে ইসলামী পরিভাষায় 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত সময়ের ভিত্তিতে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*।

তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হ'ল, বিক্রেতার অভাবের তাড়নার সুযোগ নিয়ে যেন তার উপরে যুলুম না করা হয়।

প্রশ্নঃ (৪/৩৮৯)ঃ যারা ওকালতি পেশায় নিয়োজিত তাদের অনেকেই কোর্টে অহরহ মিথ্যা কথা বলেন, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, আবার মিথ্যাকে সত্য করে মক্কেলের নিকট হ'তে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করেন। এভাবে অর্থ নেওয়া বা এ পেশা হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
দৌলতপুর, খুলনা।

উত্তরঃ যেসকল উকীল মক্কেলের দাবীর সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই না করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মরিয়া হয়ে উঠেন এবং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মক্কেলের নিকট থেকে টাকা আদায় করা, এ ধরনের ওকালতি নিঃসন্দেহে নাজায়েয *(ফাতাওয়া রাশীদিয়া ৫৪৫ পৃঃ, 'ওকালতি পেশা' অনুচ্ছেদ)*। তবে যেসকল উকীল মক্কেলের বৈধ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত হয়ে ওকালতি করেন এবং তার বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করে থাকেন, তাদের জন্য তা হালাল হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৯০)ঃ মসজিদের জন্য এবং মহিলাদের ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য তৈরী পর্দার কাপড় ব্যক্তিগত কাজে যেমন বিবাহ, আক্বীক্বা, শোকরানার দাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে কি? তাছাড়া মসজিদের অন্যান্য জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ অনুরূপ দুনিয়াবী কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে মুতাওয়াল্লীর অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ সংশ্লিষ্ট দ্বীনী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ এগুলি কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যে দানকৃত বস্তু।

প্রশ্নঃ (৬/৩৯১)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব মসজিদের জমিতে কিছু ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। উক্ত গাছগুলি কর্তৃপক্ষ কেটে বিক্রি করেছেন এবং ইমাম ছাহেবকে ২/৩টা গাছ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম ছাহেব মৃত্যুবরণ করলে উক্ত গাছের হকদার হয় তাঁর ছেলে-মেয়েরা। কিন্তু বর্তমান ম্যানিজিং কমিটি উক্ত গাছগুলি মৃত ইমামের সন্তানদের না দিয়ে ফলসহ গাছগুলি বিক্রি করেছে। এক্ষণে উক্ত গাছের প্রকৃত হকদার কে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির বৃক্ষাদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ইমাম ছাহেব ভোগ করতে পারেন। তবে তার ওয়ারিছ হিসাবে কেউ তা গ্রহণ করতে পারবে না। যেমন ওমর (রাঃ) তাঁর খায়বারের সম্পত্তির লভ্যাংশ দান করেন এই শর্তে যে, তা বিক্রি করা যাবে না, ওয়ারিছ সূত্রে বন্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না। তবে তা ফক্বীর-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দান করা যাবে। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী মুতাওয়াল্লী তা থেকে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াতে পারবে, যদি সে নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধিকারী না হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০৮ 'দান করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৯২)ঃ হযরত খিযির (আঃ) নাকি 'আবে হায়াৎ' পান করে এখনও বেঁচে আছেন? 'কাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযর (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইউসুফ আহমাদ
গোয়াইলটুলা, বাসা নং ৮২
মল্লিকা' বড় বাজার, আম্বরখানা, সিলেট।

উত্তরঃ খিযির (আঃ) বর্তমানে বেঁচে নেই। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে, যেমন (তোমার পূর্বের) নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন' *(যুমার ৩০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। তিনি বলেন, 'তুমি কোথাও আল্লাহ্র নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাত্বির ৪৩)*। অতএব যদি দুনিয়া কারু জন্য চিরস্থায়ী হ'ত, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতেন। তিনিই যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন অন্যদের বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। খিযির (আঃ) 'আবে হায়াৎ' পান করে আজও বেঁচে আছেন বলে যে কথা চালু আছে, এগুলি ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ হ'তে বর্ণিত, যা খৃষ্টানী অপপ্রচার তথা 'ইস্রাঈলিয়াত' (الإسرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত। আবু জা'ফর আল-মুনাদী এ বিষয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে এসবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃঃ, হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা 'তাফসীর' অধ্যায় ৩নং অনুচ্ছেদ)*।

'ক্বাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবের বরাতে ইলইয়াস ও খিযির (আঃ)-এর যে কথা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে, এটি বানাওয়াট ও জাল হাদীছ সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ মুহাম্মাদ ত্বাহির পাটনী, তাওকেরাতুল মওযূ'আত (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ৩য় সংকরণঃ ১৪১৫/১৯৯৫) পৃঃ ১০৮-১০৯; ইবনু কাছীর, ক্বাছাছুল আম্বিয়া, সংক্ষিপ্তকরণঃ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কিন'আন (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুল মা'আরিফ, ১ম সংকরণঃ ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ২৯৫-৩০২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৯৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি দশ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য দান করেন। পরে তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিছু অসাধু লোক সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং গোপনে উক্ত কমিটি স্কুলের নামে উক্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এক্ষণে ঐ মৃত ব্যক্তি কি তার দানের ছওয়াব পাবেন? আর যারা স্কুল করেছে তাদের পরিণতি কি হবে?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন রামাযান
বৃ-কুষ্টিয়া, কামারপাড়া, মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ দাতা যে মহান উদ্দেশ্যে দান করেছেন তা শরী'আতে ওয়াক্ফ হিসাবে গণ্য হবে। যা পরিবর্তন করা আদৌ জায়েয নয়, যেরূপ অছিয়তকে পরিবর্তন করা জায়েয নয়। সুতরাং যদি কেউ তা পরিবর্তন করে তাহ'লে এর গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে *(বাক্বারাহ ১৮১ ও ফাতাওয়া নাযীরিয়া ২/৩২৫ পৃঃ, 'ওয়াক্ফ' অধ্যায়)*।

তবে দাতা যে নিয়তে দান করেছেন সে নিয়তের উপরেই তিনি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিয়তের উপরেই সমস্ত কাজ নির্ভরশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

অপরদিকে গোপনে স্কুলের নামে উক্ত জমি রেকর্ড করে নিয়ে তারা আমানতের খেয়ানত করেছে ও প্রতারণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে প্রতারণা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ কবীরা গোনাহের অধিকারী হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩৯৪)ঃ জনৈক ইমাম বিনা ওযূতে আযান দেন এবং পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করান। এমনটি করায় কি কোন অসুবিধা আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যুলফিক্বার আলী
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ পাবনা।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৯৯ পৃঃ, 'মুওয়াযযিনের করণীয় কিঃ' অনুচ্ছেদ)*। 'ওযূ সম্পাদনকারী ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(দ্রঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*। উল্লেখ্য যে, মুওয়াযযিন বিনা ওযূতে আযান দিয়ে পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০০২, প্রশ্নোত্তর নং ৩২/১৭২)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৯৫)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আবূদাঊদ শরীফের ৬৭৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডান দিকের মুছল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'। প্রশ্ন হ'লঃ তবে কি কাতারের বাম ও পিছনের দিকের মুছল্লীগণ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, যঈফ আবূদাঊদ ৫৫ পৃঃ, হা/৬৭৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'কাতার ঠিক করা' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যারা কাতারে ছালাত আদায় করে' মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তার সনদ হাসান *(আলবানী, ছহীহ আবূদাঊদ ৫৫ পৃঃ; মিশকাত-আলবানী হা/১০৯৬ টীকা-৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব যে সকল মুছল্লী কাতারে অর্থাৎ জামা'আতে ছালাত আদায় করবেন তাদের সকলের উপরই রহমত বর্ষিত হবে, ডাইনে থাকুন আর বামে থাকুন।

প্রশ্নঃ (১১/৩৯৬)ঃ ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায় কি?

-আযাদুর রহমান
কৃষ্ণরামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবস্থান নিলেন। বেলাল (রাঃ)-কে ছালাতের জন্য ডাকার দায়িত্ব দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে বেলাল (রাঃ)ও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য উঠার পূর্বে কেউ টের পেলেন না। ফলে সূর্য উঠার পরে জাগ্রত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানে গিয়ে এক্বামত দিয়ে তাঁরা জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করলেন *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিলম্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৯৭)ঃ দাড়ি রাখার বিষয়টি কতটুকু যরূরী? দাড়ি রাখার বিধান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দাড়ির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ
পাথরঘাটা কলেজ, পাথরঘাটা, বরগুনা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাঁটো' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ হা/৫৮৯২-৯৩)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা ইসলামের স্বভাবভুক্ত বিষয়। অগ্নিপূজকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে, কেউ চেছে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও' *(বুখারী, ফাৎহসহ ১০/৩৬২; 'লিবাস' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৬৪, ৬৫, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়ি মুণ্ডনের কোন প্রমাণ নেই। এক মুঠের অধিক দাড়ি কর্তন করার যে বর্ণনা এসেছে, তা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল। যা হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় মাথা মুণ্ডনের সাথে সম্পর্কিত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার কুরআনী হুকুমকে *(ফাৎহ ২৭)* একত্রিতভাবে আমল করতে গিয়ে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন ও দাড়ি ছোট করতেন' *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬২; দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ১৮/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৯৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে শুধু 'আল্লাহ' লেখা ছিল, কথাটি কি ঠিক?

-আবু সাঈদ
পলাশবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা ছিল, শুধু আল্লাহ নয়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্যের রাজা কিসরা, রোম সম্রাট ক্বায়ছার এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট পত্র লেখার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হ'ল যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না, যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি আংটি তৈরী করালেন। যার গোল চাক্তিটি ছিল রূপার। এতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আংটির লেখাটি তিন লাইনে ছিল। 'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' এক লাইনে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮৬ 'আংটির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪১৯১, ৮/২২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৯৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর জিবরীল (আঃ) চার খলীফার নিকট চার বার এসেছিলেন। জনৈক খত্বীবের এ বক্তব্য কি সঠিক?

-সাইফুর রহমান
জোড় বাড়িয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ বক্তব্যটি বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকটেই আসতেন, অন্য কারু নিকটে নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় 'নবী প্রেরণ ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এরূপ দলীল বিহীন কথা খুৎবায় পেশ করা খত্বীব ছাহেবের মোটেই উচিৎ হয়নি।

প্রশ্নঃ (১৫/৪০০)ঃ ঈসা (আঃ)-কে পিতা বিহীন সৃষ্টির রহস্য কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। উপরোক্ত বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক অলৌকিক ঘটনা, যা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ বলেন, 'মারইয়াম বলল, কিভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ভ্রষ্টচরিত্রাও নই। ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটি আমার পক্ষে অতি সহজ। তিনি (আরও) বলেন, এটা এজন্যই যে, একে আমি লোকেদের জন্য দৃষ্টান্ত করে রাখব এবং এতে আমার রহমতের প্রকাশ ঘটবে। এটা ঐরূপ কথা, যা নির্ধারিত হয়ে গেছে' *(মারইয়াম ২১)*। তবে যদি বলি, এটা অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস ও ভীতি সঞ্চারের জন্য করা হয়েছিল, তবে সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্নঃ (১৬/৪০১)ঃ সঊদী আরবে আমি ব্যাঙের ছাতা খেতে দেখেছি। ব্যাঙের ছাতা খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-নাদের আলী
গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ শুধু সঊদী আরবেই নয় বাংলাদেশেও উন্নতমানের খাবার হোটেলে ও রেস্টুরেন্টে ব্যাঙের ছাতা পরিবেশন করা হয় এবং অনেকেই তা খায়। হাদীছেও এটি খাওয়ার হুকুম

রয়েছে। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ব্যাঙের ছাতা 'মান্ন' জাতীয় এবং উহার পানি চক্ষুর জন্য নিরাময়'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'সেই 'মান্ন', যা আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৪ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। সুতরাং রুচি হ'লে ব্যাঙের ছাতা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে দক্ষ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে উহার পানি চক্ষুতে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৪০২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খাওয়া এবং পাত্র হ'তে খাদ্য পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এর কারণ কি?

-আসলাম
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সেকারণ আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে এবং খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খেতে বলা হয়েছে। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমাদের কারও প্রতিটি কাজের সময় শয়তান উপস্থিত হয়। এমনকি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন আঙ্গুল চেটে খায়। কেননা সে জানেনা, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৭ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। তবে চেটে খাওয়ার ফলে জিহ্বা দিয়ে যে লালা বের হয়, তা হযমের সহায়ক। এর দ্বারা দেহে ইনসুলিন বৃদ্ধি পায়, যা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী। এতদ্ব্যতীত হৃদরোগ, পেটের পীড়া ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য আঙ্গুল চাটা খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে *(দ্রঃ 'সুন্নতে রাসূল (স.) ও আধুনিক বিজ্ঞান' পৃঃ ১০৬-১০৭)*। মানবদেহের অধিকাংশ রোগ বদহযম থেকেই উৎপত্তি হয়। অতএব হযমের সহায়ক হিসাবে আঙ্গুল চেটে খাওয়ার সুন্নাতী অভ্যাস করা অতীব যরূরী। সেই সাথে কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার বদভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, নেকীও পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (১৮/৪০৩)ঃ আমাকে আমার পিতা-মাতা ওয়াহ্হাবী বলে ডাকেন। কারণ আমি তাদেরকে শিরক হ'তে বাধা দেই। এক্ষণে তাদের সাথে কি সদাচরণ করব? না তাদেরকে ছেড়ে চলে যাব?

-মিছবাহুল ইসলাম
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যারা শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে 'ওয়াহ্হাবী বলে গালি দেওয়া চরম অন্যায়। পিতা-মাতা যদি শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন, তবে তাদের কথা মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব সহকারে অবস্থান করবে' *(লুক্বমান ১৯)*। পিতা-মাতাকে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। যদি তাতেও তারা সাড়া না দেন তবুও তাদেরকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদ্ভাবসহ অবস্থান করবে এটিই উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ।

প্রশ্নঃ (১৯/৪০৪)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, মেয়েদের স্বর্ণের গয়না না পরাই ভাল। কারণ হাদীছে আছে, যে সকল নারী গলায়, কানে, হাতে স্বর্ণের অলংকার পরবে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনের হার পরানো হবে? এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আমজাদ হোসাইন
আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি যঈফ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানে সোনার বালী পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার কানে উহার অনুরূপ আগুনের বালী পরানো হবে' *(যঈফ আবুদাউদ, হা/৪২৩৮; নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪০২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'আংটি' অনুচ্ছেদ, সনদ যঈফ)*। পক্ষান্তরে বহু ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেনঃ 'আমার উম্মতের পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৯৪ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং মহিলাগণ স্বর্ণের যেকোন গহনা পরিধান করতে পারেন।

প্রশ্নঃ (২০/৪০৫)ঃ খাবার শেষের দো'আ ও কাপড় পরিধানের দো'আ নাকি একই? পার্থক্য থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ খাবার শেষের একাধিক ছহীহ দো'আ হাদীছে রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দো'আ আছে যা কাপড় পরিধানের দো'আর সাথে একটি শব্দ ব্যতীত হুবহু মিলে যায়। ফলে একই রকম মনে হ'লেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

খাবার শেষের দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةَ-

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতান।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন।

কাপড় পরিধানের দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ-

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতান।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন' *(তিরমিযী, আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩ সনদ ছহীহ, 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, খাবার শেষের দো'আর মধ্যে আত্ব'আমানী' শব্দ রয়েছে, আর পোষাক পরিধানের দো'আয় রয়েছে 'কাসা-নী'। বাকী শব্দসমূহ একই রূপ।

প্রশ্নঃ (২১/৪০৬)ঃ এখনও অনেক মানুষকে দেখা যায় মাযারে গিয়ে মৃত পীরদের নিকটে প্রার্থনা করে। এটি পরিষ্কার শিরক। শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে জানতে চাই।

-আযাদ
বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শিরক এমন একটি মহাপাপ, যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। তবে অন্যান্য গোনাহ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৮০ টীকা-৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণ করেন, তাহ'লে আপনার যাবতীয় আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম এবং আখেরাতে তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৭২; বিস্তারিত পাঠ করুন, মাসিক আত-তাহরীক, দরসে হাদীছঃ 'শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ' এপ্রিল/৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪০৭)ঃ এক সন্তানের জননী জনৈকা মহিলা স্বীয় স্বামীকে রেখে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। কাযী অফিসে তারা বিবাহ করেছে এবং একটি কন্যা সন্তানও হয়েছে। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?

-আফতাবুদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। কারণ পূর্বের স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। সেকারণ পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে ও সন্তান জন্ম দিবে, ততদিন তারা ব্যভিচার করবে এবং তাদের সন্তান 'জারজ' হিসাবে গণ্য হবে। এর সমাধান হ'লঃ পূর্বের স্বামীর নিকটে যেতে না চাইলে 'খোলা তালাক' করে নিয়ে পরবর্তী স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সমাজে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে তার জন্য কঠোর সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া অবৈধভাবে মেলামেশার কারণে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে।

যেহেতু এদেশে নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই, ফলে মেয়েদের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এরা মুসলমান হয়, তবে তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে, নইলে জাহান্নামী হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৪০৮)ঃ ফিলিস্তীনে কখন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম হয়? সূরা ফাতিহাতে যে ইহুদী-নাছারার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাদের বংশধর কি ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেছে?

-ছিফাতুল্লাহ
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদেরকে খৃষ্টানরা ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখেই ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

সূরা ফাতিহাতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অভিশপ্ত হ'ল ইহুদীরা এবং পথভ্রষ্ট হ'ল নাছারারা *(আহমাদ, তিরমিযী তুহফাহ সহ ৮/২৩০-৩৩ পৃঃ হা/৩১২৮-৩০ 'তাফসীর' অধ্যায় সূরা ফাতিহা; তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৩১ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে বলেন, 'এরা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। এরা সঠিক রাস্তা হ'তে বিচ্যুত হয়েছে' *(মায়েদাহ ৭৭)*। সূরা ফাতিহাতে যে অভিশপ্ত ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে তাদের বংশধররাই ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন, অক্টোবর ২০০১ 'খ্রীষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক')*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪০৯)ঃ ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু অন্যায়?

-মীযানুর রহমান
তেলিগান্দিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করার বিরুদ্ধে হাদীছে

কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাদের কোন একজনের (আমলের) সমপরিমাণ হবে না। এমনকি তার অর্ধেকও হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম হা/৬৪৩৪; মিশকাত হা/৬০০৭ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (২৫/৪১০)ঃ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি নাকি এমন যে, মসজিদ বানিয়ে মানুষ গর্ব করবে। যদি তাই হয় তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যে মসজিদগুলি তৈরি করছে সেগুলি তার অন্তর্ভুক্ত হবে না?

-আমীনুল হক
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়)।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যে সমস্ত মসজিদ তৈরি করেছে বা করছে তা গর্ববোধের জন্য নয়। বরং বিশেষ প্রয়োজনে যেখানে স্থানীয় লোকদের মসজিদ তৈরি করার সামর্থ্য নেই শুধু সেইসব স্থানে মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে। আরেকটি বিরাট উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের নিকটে ছহীহ দা'ওয়াত পৌছে দেওয়া। সুতরাং যদি কেউ মসজিদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করে, সে ব্যক্তিগতভাবে গোনাহগার হবে, তার জন্য সংগঠন দায়ী হবে না।

প্রশ্ন (২৬/৪১১)ঃ শুকনা কুকুর মসজিদে বা জায়নামাযের উপর দিয়ে গেলে মসজিদ বা জায়নামায ধৌত করতে হবে কি?

-মুয্যাম্মিল হক
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শুকনা কুকুর পবিত্র স্থানে যাতায়াত করলে তা অপবিত্র হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে কুকুর যাতায়াত করত, কিন্তু ছাহাবীগণ এজন্য পানি ছিটাতেন না বা ধৌত করতেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৪ 'অপবিত্র হ'তে পবিত্র করণ' অনুচ্ছেদ)।* তবে তার পায়ে যদি নাপাকী থাকে এবং তা মসজিদে লেগে যায়, তবে সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৪১২)ঃ রক্ত দান কি 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্'র অন্তর্ভুক্ত?

-মারুফ হোসাইন
আগৈলঝরা, বরিশাল।

উত্তরঃ রক্ত দান ছাদাক্বা নয়; বরং নিরুপায় হয়ে ভাল কাজে সহযোগিতা করা মাত্র। কারণ স্বাভাবিকভাবে রক্ত দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নয়। অভিজ্ঞ কোন ডাক্তার যদি বলেন রক্ত ছাড়া বিকল্প কোন চিকিৎসা নেই, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় রক্ত দ্বারা চিকিৎসা করা যায় *(মায়েদাহ ৩)।* এমতাবস্থায় রক্ত দান একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হবে, যা নেকীর কাজে সহযোগিতার শামিল হবে।

উল্লেখ্য, রক্ত দানের ফলে যদি লোকটি বেঁচে যায় এবং নেকীর কাজ করে, তবে উক্ত নেকীর ছওয়াব রক্তদাতাও পাবেন। সে দিক দিয়ে বিচার করলে রক্তদান 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্'র পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে।

প্রশ্ন (২৮/৪১৩)ঃ খালি গায়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান
তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ খালি গায়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন এমন একটি কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যার কিছু অংশ তার দু'কাঁধে থাকে না' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সতর' অনুচ্ছেদ)।* অর্থাৎ ছালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাপড় থাকা যরূরী। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি একটি কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে যেন কাপড়টির দু'কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখে' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৬)।* তবে কারো কাপড় না থাকলে ঐ অবস্থায়ই ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৪১৪)ঃ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কনে সাবালিকা হ'লে পিতা বা অভিভাবককে প্রথমেই তার সম্মতি নিতে হবে। অতঃপর বিবাহ অনুষ্ঠানে নিম্নরূপে বিবাহ সম্পাদন করবে।-

পিতা বা অভিভাবক নিজেই প্রথমে খুৎবা পড়বেন। অতঃপর দু'জন সাক্ষীর সম্মুখে কনের পিতা বা অভিভাবক বরকে বলবেন, 'আমার মেয়ে এত টাকা নগদ, এত টাকা বাকী অথবা পূর্ণ বাকী বা পূর্ণ মোহরানা নগদ গ্রহণ করে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী আছে, তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে রাযী আছ কি? জবাবে বর বলবেঃ 'রাযী আছি'। এভাবেই ঈজাব-কবূল সম্পন্ন হবে। অভিভাবক বলতে না পারলে তাঁর উপস্থিতিতে অন্যজন বললেও হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীছে এভাবে কথাগুলি লেখা নেই, তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবার পর বিবাহের কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(দারেমী, মিশকাত হা/৩১৪৯ 'বিবাহের খুৎবা' অনুচ্ছেদ)।* ঈজাব-কবূল ছাড়াও বর্তমানে বিবাহের কাবিন নামায় বর-কনে উভয়ের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এছাড়া অলী ও সাক্ষীদ্বয়ের স্বাক্ষরও থাকে। এমতাবস্থায় মেয়ের সম্মতির কথা সকর্ণে শোনার জন্য কনে পক্ষের দু'জন সাক্ষীকে বিবাহের আগেই অন্দরমহলে প্রবেশ করে মেয়েকে জিজ্ঞেস

করা, অতঃপর বিবাহ পড়ানো একেবারেই অন্যায়। কেননা মূল বিবাহকারী হ'ল বর। কনে নয়। এতদ্ব্যতীত বিয়ের সময় মোহরানা নিয়ে ঝগড়া করা অন্যায়। বিয়ের পরে সালাম করা ও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করারও কোন বিধান নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/৪১৫)ঃ কবরে লাশ রাখার পর দু'একটি পাটাতন দেয়া হয়েছে, এমতাবস্থায় কেউ দেখতে চাইলে পাটাতন সরিয়ে দেখানো যায় কি?

-ইমাদুদ্দীন
শিরোইল জামে মসজিদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের পাটাতন সরিয়ে লাশ দেখানো যায়। এমনকি লাশ কবরে রেখে পুনরায় উত্তোলন করা যায়। অন্যত্র স্থানান্তরও করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর কবর থেকে উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নিজের জামা পরিয়ে দেন এবং পুনরায় কবরে রাখেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, হা/১৩৫০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। জাবির (রাঃ) স্বীয় পিতাকে ছয় মাস পর কবর থেকে উঠান এবং অন্যত্র দাফন করেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, হা/১৩৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪১৬)ঃ জানাযার ছালাতের তাকবীর সমূহে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-শামীম আহমাদ
আহলেহাদীছ পাঠাগার, গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে ছাহাবী থেকে 'মওকূফ' সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ওমর এবং আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) জানাযার তাকবীরে তাঁদের দু'হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ যাদুল মা'আদ ১/৪৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪১৭)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবূদাঊদ ২য় খণ্ডের ৩৭০ পৃঃ ১৫৬৫ নং হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ যত কম বা বেশী হৌক না কেন সে পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয। আবূদাঊদে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যহীরুল ইসলাম
দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ। তবে এটি অলংকারের যাকাত সম্পর্কিত। কম বা বেশীর কোন কথা উক্ত হাদীছে উল্লেখ নেই। অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নেছাব পরিমাণ পৌছলে যাকাত দিতে হবে, তার কম হ'লে নয় *(দ্রঃ মূল আবূদাঊদ হা/১৫৬৪; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৬৩; বুলূগুল মারাম হা/৬০৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪১৮)ঃ জনৈক বক্তার বক্তব্য, এক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত পান করলে তিনি তাঁকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেন; ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং খেয়ে ফেলতেন ইত্যাদি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল কাদের
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছাহাবীগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত ও পেশাব-পায়খানা খাওয়া ও পান করার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। পেশাব পান করার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ৩/২২৮ পৃঃ, হা/১১৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪১৯)ঃ আমি এক আলেমের মুখে শুনেছি, এক মুষ্টি পরিমাণ অথবা হা করলে দুই ঠোঁটের মাঝে যে পরিমাণ দূরত্ব হয়, সে পরিমাণ লম্বা দাড়ি রেখে বাকীটা ছেঁটে ফেলা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-মাহমূদুল হাসান
গোপালবাড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা দাড়ি ছেঁটে ফেলার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে দাড়ি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর ও দাড়ি লম্বা কর' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪২০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হাযের-নাযের ছিলেন? তিনি কি অদৃশ্যের খবর জানতেন?

-শিহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ, ঢাকা।

উত্তরঃ 'হাযির' অর্থঃ সর্বত্র হাযির হওয়া ও 'নাযির' অর্থঃ সর্বদ্রষ্টা হওয়া এবং অদৃশ্যের খবর জানা, এগুলি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব। তিনি আরশে সমাসীন আছেন *(ত্বা-হা ৫)*। কিন্তু তাঁর ইল্‌ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। সবই তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে *(শূরা ১১)*। এটি কোন সৃষ্টজীবের জন্য কখনই সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। অতএব মাখলূক হিসাবে খালেক বা সৃষ্টিকর্তার গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে এই ধরনের আক্বীদা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে 'শিরক' *(আ'রাফ ১৮৮, নামল ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪২১)ঃ ফরয ছালাতের চেয়ে কি যিক্‌র উত্তম?

-আব্দুল খালেক
গোছা, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ছালাত' হ'ল সর্বোত্তম যিক্‌র *(আনকাবূত ৪৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর আমার যিকরের জন্য' *(ত্বা-হা ১৪)*। 'যিকর' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণ। এক্ষণে ছালাত-এর শেষে যে সমস্ত যিক্‌র ও তাসবীহ পাঠ করা হয়, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ নেকীর কাজ হ'লেও ফরয ছালাতের চেয়ে উত্তম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম মানুষের ছালাতের হিসাব হবে। ছালাত সঠিক হ'লে বাকী ইবাদত সঠিক হবে, আর ছালাত বিনষ্ট হ'লে বাকী সব ইবাদত বিনষ্ট হবে' *(আলবানী, সিলসিলা*

ছহীহাহ হা/১৩৫৮; নাসাঈ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭০ পৃঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪ 'ঈমান' অধ্যায়)*। ছালাত পরিত্যাগকারীকে 'কাফের' বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। অথচ যিকর পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়নি। কাজেই যিকর ছালাতের চেয়ে উত্তম বলা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী যিকর চালু হয়েছে। এমনকি যিকরের সাথে রাজনৈতিক সম্মেলনে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। এগুলি থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪২২)ঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত না মৃত? যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে কোথায় আছেন?

-একরাম মণ্ডল
সালামতপুর, মধুপুর, যশোর।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিব। কাফেরদের হাত থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তারা ঈসাকে না হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা তার সদৃশ একজনের ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে থাকে। বস্তুতঃ তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ব্যতীত তারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭)*। ঈসা (আঃ) বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে আছেন *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। দামেষ্ক মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনার-এর নিকটে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামত পূর্বেকার নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪২৩)ঃ যাত্রা পথে অকল্যাণকর কিছু দেখলে যাত্রাকে অশুভ বলা যায় কি?

-আবদুল আযীয
বংশাল, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ যাত্রা পথে অকল্যাণকর কিছু দেখে যাত্রাকে অশুভ বলা শিরক। কারণ এতে আল্লাহ্র শক্তির অবমাননা করা হয়। অথচ আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'অশুভ বলে কিছু নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪২৪)ঃ জানতে পারলাম যে, আমি নাকি শিশুকালে আমার শাশুড়ীর বুকের দুধ দু'একদিন পান করেছি। একথা শাশুড়ীও স্বীকার করেছেন। বর্তমানে আমি স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। আমার করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুয্যামান
বানিয়াবাড়ী, ডেংগারগড়
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ দু'বছর বয়সের মধ্যে যদি শাশুড়ীর বুকের দুধ কমপক্ষে পাঁচ ঢোক পূর্ণরূপে পান করে থাকে, তবে দুধ পান হিসাবে গণ্য হবে এবং বর্তমান স্ত্রী দুধবোন হিসাবে গণ্য হবে ও তার উপর হারাম হবে *(বাক্বারাহ ২৩৩; মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৩১৬৭ 'যাদের বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের দুধবোনকে হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। উক্ববাহ ইবনে হারিছ (রাঃ) আবু এহাব ইবনে আযীরের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর একজন মহিলা এসে বলল, আমি ওক্ববা ও তার স্ত্রীকে শিশুকালে দুধপান করিয়েছি। একথা শুনে ওক্ববা (রাঃ) বললেন, আপনি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছেন তা আমি জানিনা। আর আপনিও আমাকে কখনও বলেননি। ওক্ববা (রাঃ) আবু এহাবের পরিবারকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে আমাদেরও জানা নেই। এবার ওক্ববা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এরূপভাবে বলার পরে বিবাহ বন্ধন কিভাবে থাকতে পারে'। অতঃপর ওক্ববা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলেন। তখন মেয়েটি অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪২৫)ঃ মামা মারা যাওয়ার তিন বৎসর পরে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মামীকে বিবাহ করেছে। উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
সিন্দুকাই, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মামার মৃত্যুর পরে মামীকে বিবাহ করা শরী'আত সম্মত। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে চৌদ্দ প্রকার মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করেছেন, মামী তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

খান হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খান
স্বত্বাধিকারী
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তৈলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, [illegible], [illegible]
[illegible], রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯০৭৫